পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 54 Friday, 23 January, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৫৪ সংখ্যা ✱ ৯ মাঘ ১৪৩২, শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

জম্মুতে নিহত ১০ জওয়ান

সংবাদ সংস্থা, শ্রীনগর, ২২ জানুয়ারিঃ ভয়াবহ দুর্ঘটনা। গভীর খাদে গড়িয়ে গেল সেনার গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ১০ জওয়ানের। গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন সাত জওয়ান। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে উপত্যকায়। কিন্তু কীভাবে ঘটল এই দুর্ঘটনা? বৃহস্পতিবার জম্মু-কাশ্মীর ডোডার কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ভাদেরওয়াহ-চাম্বা সড়কের কাছে ২০০ ফুট গভীর খাদে গড়িয়ে যায় সেনার সশস্ত্র গাড়িটি। সেই সময় ওই গাড়িতে উপস্থিত ছিলেন মোট ১৭ জন জওয়ান। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জওয়ানদের নিয়েই খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। এরপরই স্থানীয়রা নিকটবর্তী সেনা পোস্টে খবর দেয়। তারা এসে স্থানীয়দের সহযোগিতায় জওয়ানদের উদ্ধার করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা ও জখম জওয়ানরা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে ওঠার সময় সংজ্ঞা হারান চালক। যার জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বেশ কিছু সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রথমে ঘটনাস্থলে চার জওয়ানকে মৃত বলে চিহ্নিত করা হয়। জখম ১৩ জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের মধ্যে থেকে আরও ছয় জনের মৃত্যু হয়। ফলত নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১০। বাকি সাত জন এখনও উধমপুর সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসারত রয়েছেন। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছে জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। তাঁর দফতর তরফে একটি শোকবার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে তিনি লিখেছেন, '১০ জওয়ানের মৃত্যুর খবর পেলাম। এই ঘটনা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। দেশের প্রতি তাঁদের প্রতিদান আমরা কোনও দিনই ভুলতে পারব না। নিহতদের পরিবারকেও সমবেদনা জানাই।' প্রসঙ্গত, একদিকে দুর্ঘটনার কবলে জওয়ানরা। অন্যদিকে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে আরও নিরাপত্তা কড়া জম্মু-কাশ্মীরের। রবিবার থেকেই দফায় দফায় চলেছে অভিযান। এদিন জম্মু ও কাশ্মীরের কিশ্তওয়ারে জঙ্গিদের সঙ্গে ফের গুলির লড়াই চালায় ভারতীয় সেনা। গত রবিবার থেকে জঙ্গিদের খোঁজে অভিযান চলছে কিশ্তওয়ারের সিংপোরা এলাকার পাহাড়ি জঙ্গলে। অনুমান, এই জঙ্গলেই দুই-তিন জন জইশ জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে। তাঁদের খোঁজেই চলছে অভিযান।

পিছোতে পারে তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জানুয়ারিঃ আগেও পিছিয়েছে। এবার ফের পিছোতে পারে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন। প্রথমে ৯ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন থাকলেও তা পিছিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি হয়ে যায়। এবার জানা যাচ্ছে সেই তারিখও আরও ১০ দিন পিছিয়ে যেতে পারে। এদিন রাতেই এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারে নির্বাচন কমিশন। খবর সূত্রের। ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানি শেষ করা যাবে না, মনে করছে কমিশন। সে জন্যই শুনানি প্রক্রিয়ার সময় বাড়ানো হতে পারে। এদিকে তথ্যগত অসঙ্গতি ও আনম্যাপড ভোটারদের তালিকা শনিবার প্রকাশ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। আদালতের আগেই নির্দেশ ছিল তথ্যগত অসঙ্গতির তালিকা সামনে আনতে হবে কমিশনকে। এবার সেই নির্দেশই অক্ষরে অক্ষরে মানার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কমিশন। সূত্রের খবর, বাংলায় আনম্যাপড ভোটারের সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪২৬। তথ্যগত অসঙ্গতি রয়েছে ৯৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৩২ জনের। পঞ্চায়েত ভবন, ব্লক অফিস, ওয়ার্ড অফিসে টাঙানো হবে তালিকা। তালিকায় নাম থাকা যে ব্যক্তিরা আপত্তি জানাতে চান তাঁরা ওই তারিখের পর আগামী ১০ দিনের মধ্যে নিজেরা বা অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে ১০ দিনের মধ্যে নথি সহকারে আপত্তি জানাতে পারবেন।

ডিজি পদে মেয়াদ বাড়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জানুয়ারিঃ কালকে অর্থাৎ শুক্রবারের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ডিজি নিয়োগ নিয়ে ইউপিএসসি-কে প্রস্তাব পাঠাতে হবে রাজ্যকে। ক্যাটের প্রস্তাব যদি মেনে নেয় রাজ্য সরকার, তবে রাজীব কুমারের নামও পাঠাবে হবে ইউপিএসসি-কে। অপেক্ষা না করে সেই রাজীবের বিদায়ী অনুষ্ঠান ঠিক করে ফেলল রাজ্য। এখানে বলে রাখা ভাল, রাজ্যের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি-র কর্মজীবনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ৩১ জানুয়ারি। অর্থাৎ মোটে ১০ দিন সময় রয়েছে তাঁর। হয়তো সে কথা ভেবেই ২৯ জানুয়ারি, লক্ষ্মীবারে তাঁর বিদায়ী অনুষ্ঠানের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার অভিযোগ ওঠে। অবশেষে গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর কমিশন রাজ্যের পাঠানো প্রস্তাব ফেরত পাঠায়। ইউপিএসসি জানায়, এত দীর্ঘ বিলম্বের পরে প্রস্তাব পাঠানোর ক্ষেত্রে আগে সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন ছিল। ইউপিএসসি-র এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেই ট্রাইবুনালে আবেদন করেন ১৯৯০ ব্যাচের আইপিএস অফিসার রাজেশ কুমার। রাজ্য সরকারের শীর্ষ প্রশাসনিক পদে থাকা এই অফিসারের আবেদনের শুনানিতে নির্দেশ দেয় দিল্লির সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল। ক্যাটের পর্যবেক্ষণ, প্রশাসনিক গাফিলতি বা দেরির কারণে কোনও যোগ্য অফিসারের 'বিবেচনার অধিকার' কোনওভাবেই খর্ব করা যায় না। শুনানিতে ক্যাট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কোনও পদের জন্য বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য হবে। প্রশাসনিক গাফিলতি বা দফতরগত জটিলতার অজুহাতে সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার পর নিয়মের হঠাৎ বদল বা

রাজীব কুমারের বিদায়ী অনুষ্ঠান লক্ষ্মীবারে

কলকাতার বডিগার্ড লাইন্সে সকাল ৯টায় রাজীবের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে। ২০২৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর রাজ্যে ডিজিপি পদের শূন্যতা তৈরি হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রকাশ সিংহ বনাম কেন্দ্র মামলার নির্দেশিকা অনুযায়ী, এমন পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারকে অন্তত তিন মাস আগে ইউপিএসসি-র কাছে প্রস্তাব পাঠাতে হয়। কিন্তু সেই নিয়ম মানা হয়নি বলেই অভিযোগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় দেড় বছর পরে, অর্থাৎ ২০২৫ সালের ১৬ জুলাই ইউপিএসসি-কে প্রস্তাব পাঠায়। এই বিলম্ব ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা ব্যাখ্যা উঠে এসেছে। বিরোধী নেতাদের একাংশের দাবি, তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে পদে বহাল রাখার উদ্দেশ্যেই ইচ্ছাকৃতভাবে প্রস্তাব পাঠাতে দেরি করা হয়েছিল। তাপস রায়ের মতো বিরোধী নেতারা সরাসরি সেই অভিযোগ তোলেন। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের প্রস্তাব পাওয়ার পরেও ইউপিএসসি দীর্ঘ সময় কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি বলেই নতুন ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেওয়াও আইনসম্মত নয় বলে মন্তব্য করে ট্রাইবুনাল। ট্রাইবুনালের পর্যবেক্ষণে আরও বলা হয়েছে, এমপ্যানেলমেন্ট একবার শুরু হলে মাঝপথে নীতি পরিবর্তন করার কোনও সুযোগ নেই। রাজ্য সরকারের দেরির দায় ইউপিএসসি-র নয়-এ কথাও মেনে নিয়েছে ট্রাইবুনাল। তবে সেই বিলম্বের খেসারত কোনও ভাবেই অফিসারদের দিতে বাধ্য করা যাবে না বলে স্পষ্ট করেছে আদালত। এ ছাড়া, আদালত অবমাননার সম্ভাবনার যে যুক্তি ইউপিএসসি তুলে ধরেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয় বলেও জানিয়েছে ট্রাইবুনাল। ২৩ জানুয়ারির মধ্যে রাজ্য সরকারকে ডিজিপি পদের এমপ্যানেলমেন্ট সংক্রান্ত প্রস্তাব ফের ইউপিএসসি-র কাছে পাঠাতে হবে। কিন্তু তার আগে সরকারি ভাবে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমারের বিদায়ী অনুষ্ঠানের দিন ঠিক করে ফেলল রাজ্য পুলিশ। এখন দেখার, রাজ্যের পরবর্তী ডিজি হিসেবে কার হাতে দায়িত্ব বর্তায়।

১০ কোটি ব্যয়ে 'বইতীর্থ' নির্মাণের ঘোষণা

বইমেলার মঞ্চেও মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় এজেন্সি-কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জানুয়ারিঃ সল্টলেকে ৪৯তম বইমেলার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও উঠে এল ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রসঙ্গ। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন থেকে কবি জয় গোস্বামীকে শুনানি প্রক্রিয়ায় হাজিরা দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে মমতা এ দিন বলেন, ''আগে নিয়ম ছিল নির্বাচন কমিশন নয়, জনগণ নির্ধারণ করত কে আসবে, কে না আসবে। এখন কমিশন আগেই ঠিক করে দিচ্ছে কাকে নিয়ে আসবে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এটা নিয়ে সবাই প্রতিবাদ করবেন।'' প্রতি বছর নিজের লেখা বই প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এ বারেও তার অন্যথা হয়নি। চলতি বছরের বইমেলায় ৯টি বই প্রকাশিত হবে বলে জানান মমতা। পাশপাশি 'বইতীর্থ' গড়ে তোলার জন্যে রাজ্য সরকার ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে বলে এ দিন ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সামাজিক, রাজনৈতিক নানা সমস্যাকে ছাপিয়ে বর্তমানে রাজ্য জুড়ে চর্চায় শীর্ষে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া অর্থাৎ এসআইআর। ভোটার হিসেবে নাগরিকদের অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। এই প্রক্রিয়াকে 'অপরিকল্পিত' ও 'অমানবিক' বলে

শুরু থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন মমতা। এ দিনের মঞ্চকেও এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদের জন্য ব্যবহার করলেন তিনি। মমতা বলেন, ''আমার ঘরে আগুন লাগেনি। পাশের বাড়িতে আগুন লেগেছে বলে আমি চুপ থাকতে পারি না। আমার প্রতিবেশী সুখে না থাকলে আমি সুখে থাকতে পারি না। অমর্ত্য সেন, জয় গোস্বামীকে আপনাদের টাচ করে, সকলকে টাচ করে।'' এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদের পাশাপাশি এ বার এই কর্মকাণ্ড নিয়ে কবিতাও লিখেছেন বলে এ দিন মেলা প্রাঙ্গনে জানান মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমার ১৫৩টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এ বার ৯টি প্রকাশিত হবে। বইগুলিতে আমার রাজনৈতিক জীবনের কথা আছে, তবে সবটা বলিনি। কারণ সবটা বললে হৃদয়ের সঞ্চিত ভাণ্ডারে কী থাকবে?... এসআইআর নিয়ে যে হয়রানি চলছে, যে হেতু এই বছরটা ২০২৬, তাই ২৬টি কবিতা লিখেছি।'' ২০২৪ সালে ২৭ লক্ষ মানুষ এসেছিলেন। বইটি বিক্রি হয়েছিল ২৩ কোটি টাকার। এ বার ছাড়িয়ে যাবে। ১১০০টি স্টল করা হয়েছে। ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গন খোলা থাকবে। এ বারের বইমেলায় ব্রিটেন, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, পেরু-সহ ২০টি দেশ অংশগ্রহণ করছে। পাবলিশার্স ও বুক সেলার্স গিল্ডের তরফে একটি 'বইতীর্থ' নির্মাণের আবেদন করা হয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আগামী বছর কলকাতা বইমেলা ৫০ বছরে পদার্পণ করবে। তার আগে এই 'বইতীর্থ' নির্মাণ করা হবে। এ দিন মঞ্চ থেকেই মমতা জানান, বিষয়টি নিয়ে একটি অফিসিয়াল চিঠি (আবেদন পত্র) পাঠানোর কথা বলা হয়েছে গিল্ডকে। সরকারের তরফে এই 'বইতীর্থ' নির্মাণের জন্য মোট ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ছাড়াও ব্যক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। বিশেষত তাঁর সৃজনশীলতা চমকে দেওয়ার মতো। কবিতা-প্রবন্ধ লেখা, গান লেখা-সুর করা, ছবি আঁকার মতো কাজ তিনি সারাবছরই করেন। দুর্গাপুজোর সময়ও একাধিক উদ্যোক্তার অনুরোধে পুজোর গান লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কালীপুজোতেও একটি গান প্রকাশ পেয়েছিল। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলেন নিজের লেখা গানে। ক্রিসমাস এবং বর্ষশেষেও গানে গানে শুভেচ্ছা জানান রাজ্যবাসীকে।

'যাদবপুরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে রাজ্যকেই', স্পষ্ট জানাল কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জানুয়ারিঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী পুজোয় গোলমাল যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্যকে। ওই দিন সেখানে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে যাদবপুর থানা। এমনই নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতির সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। যাদবপুর নিয়ে আগেই দায়ের হয়েছিল মামলা। সেই মামলায় এদিন সিসিটিভি বসানোর বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায় আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে সিসিটিভি বসানোর কাজ শেষ হবে। শুনানির সময় রাজ্য জানিয়েছিল, যাদবপুরে সরস্বতী পুজোর দিন প্রচুর বহিরাগতে আনাগোনা চলে। সেক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হোক। এরপরই প্রধান বিচারপতির নির্দেশ, পুলিশ ওই দিন যাবতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে। আগামী দশ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দেবে। প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রের মৃত্যু পর আদালতে গিয়েছিল মামলা। এরপর ২০২৫-এর সেপ্টেম্বরে ফের ক্যাম্পাসে আরও এক ছাত্রীর রহস্যময় মৃত্যু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুর থেকে উদ্ধার হয়েছিল দেহ। কলকাতা হাইকোর্ট আগেই নির্দেশ দিয়েছিল যেন সেখানে সিসিটিভি লাগানো হয় সেখানে। তার জন্য বরাদ্দ করতে বলা হয়েছিল অর্থ। এখানেই শেষ নয়, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ চলে সেখানে। গাড়ি আটকানোর অভিযোগ ওঠে। দফায়-দফায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। পাল্টা আবার এক ছাত্রকে ব্রাত্য বসুর গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

'নো এসআইআর, নো ভোট!'

শমীকের নিশানায় কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জানুয়ারিঃ এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে বাংলার রাজনীতিতে ক্রমশ বাড়ছে সংঘাত। শাসকদলের একাধিক নেতার তরফে অভিযোগ, এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। সেই আবহেই পাল্টা হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর সাফ বক্তব্য, ''নো এসআইআর, নো ভোট''। শমীকের দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে এবং ১০০ শতাংশ সম্পূর্ণ না হলে বাংলায় ভোট হওয়া উচিত নয়। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে বিএলওদের দিয়ে এমন তথ্য আপলোড করানো হচ্ছে, যার ফলে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রবীণ নাগরিককে অকারণে শুনানিতে হাজিরা দিতে হচ্ছে। এতে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলেও দাবি তাঁর। যদিও শমীক বলেন, দেশের স্বার্থে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন। তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে বিজেপি রাজ্য সভাপতির বক্তব্য, ভুয়ো ও মৃত ভোটারের নাম বাদ পড়লে ক্ষমতায় থাকা যাবে না বুঝেই শাসকদল এসআইআর প্রক্রিয়া বানচালের ষড়যন্ত্র করছে। তাই হুমকি-ধমক দিয়ে গোটা প্রক্রিয়াকে ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তাঁর। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানান শমীক। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ''১২টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে, অথচ আগুন জ্বলছে শুধু বাংলায় কেন?'' পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে রাজ্যে এসে ডায়মন্ড হারবার থেকে মাথাভাঙা, শীতলকুচি, বেলডাঙা ঘুরে দেখার আহ্বান জানান তিনি- এসআইআর-এর নামে বাস্তবে কী ঘটছে, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার দাবি করেন। শমীকের আরও বক্তব্য, ফর্ম-৭ গ্রহণ না হলে এবং ফর্ম-৬ আপলোড না হলে বাংলায় ভোট হওয়ার কোনও অর্থ নেই। তাই তাঁর স্লোগান, ''নো এসআইআর, নো ভোট''। উল্লেখ্য, এর আগে ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলাম এবং বুধবার রঘুনাথগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক তথা বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেন। আখরুজ্জামানের হুঁশিয়ারি ছিল, এসআইআর-এর নামে বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে জেলায় 'জনবিস্ফোরণ' ঘটতে পারে। তারই পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় এই মন্তব্য করেন শমীক। এদিন শমীক তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেল নিয়ে করা মন্তব্যেরও কড়া জবাব দেন। বুধবার পুরুলিয়ার সভা থেকে চক্রধরপুর, রূপসী বাংলা, পুরুলিয়া এক্সপ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের দেরিতে চলা নিয়ে বিজেপি ও রেলকে আক্রমণ করেছিলেন অভিষেক। এদিন তাঁকে কটাক্ষ করে শমীক বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের প্রতিনিধি যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, তখন কতগুলো 'পাথর পোঁতা হয়েছিল', সেই পাথরের বিবর্তন কোথায় পৌঁছেছে তা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে করালেই পরিষ্কার হবে। রেল প্রকল্প নিয়েও রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তোলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তাঁর দাবি, জমি জটের কারণে বাংলায় রেলের ৪৩টি প্রকল্প আটকে রয়েছে। রাজ্যের কোনও সুস্পষ্ট জমিনীতি না থাকায় ফ্রেট করিডর থেকে শুরু করে বিএসএফ ও রেলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ঝুলে রয়েছে। বাংলায় 'জঙ্গলরাজ' চলছে বলেও অভিযোগ শমীকের। তাঁর দাবি, কোচবিহারের মগরাহাটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ও বিরোধী দলনেতাকে এক গাড়িতে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে নীচুতলার কর্মীদের উপর অত্যাচার হওয়াই স্বাভাবিক বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অস্ত্র না ছাড়লে হামাসকে শেষ করে দেব, শান্তি সনদ প্রকাশ করে হুমকি ট্রাম্পের

সংবাদ সংস্থা, দাভোস, ২২ জানুয়ারিঃ গাজা সংকটসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংঘাত মেটাতে নতুন একটি সংস্থা- 'বোর্ড অব পিস' গঠনের ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই বোর্ডের স্থায়ী সদস্যপদের জন্য এককালীন ১০০ কোটি ডলার ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। মূলত ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন যুদ্ধের পর গাজার পুনর্গঠন ও প্রশাসনিক তদারকির উদ্দেশ্যে এই বোর্ডের ধারণা তৈরি হলেও, এখন এর পরিধি বাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষ মেটানোর দায়িত্ব নিতে চলেছে এই শান্তি পরিষদ। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের মঞ্চে ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে বোর্ডের প্রথম সনদ প্রকাশ করলেন ট্রাম্প। সেখানে বিশ্বের একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও শীর্ষ কূটনীতিকেরা উপস্থিত ছিলেন। বোর্ডের সদস্য তালিকায় রয়েছেন-আর্জেন্তিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলে, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো, প্যারাগুয়ের প্রেসিডেন্ট সান্তিয়াগো পেনা, উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাভকাত মিরজিওয়েভ, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ান এবং আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ। উদ্বোধনী ভাষণে ট্রাম্প বলেন, ''সবাই বোর্ড অব পিস-এর অংশ হতে চাইছে।'' পাশাপাশি তিনি জানান, রাষ্ট্রসঙ্ঘ সহ আরও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করেই এই উদ্যোগ এগিয়ে নেওয়া হবে। গাজা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, ''যুদ্ধ প্রায় শেষের পথে,

তবে এখনও কিছু ছোট আগুন নেভানো বাকি।'' তিনি সরাসরি হামাসকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''সংগঠনটিকে অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে, নয়তো ওরা শেষ হয়ে যাবে।'' এছাড়াও তিনি দাবি করেন, ইজরায়েলের হাতে বন্দি থাকা শেষ বন্দির মরদেহ অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুধবার ঘোষণা করলেন যে গ্রিনল্যান্ডের উপরে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণের দাবিকে সমর্থন না করায় ইউরোপের যে সমস্ত 'বন্ধু দেশে'র উপরে শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়েছিলেন, সেই পরিকল্পনা বাতিল করছেন। কেন হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত বদল? ট্রাম্প নিজেই জানিয়েছেন যে ন্যাটোর সঙ্গে তাদের আলোচনা হয়েছে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে। আর্কটিকের নিরাপত্তা নিয়ে ভবিষ্যতের চুক্তির কাঠামো তৈরি করতে রাজি হয়েছে ন্যাটো। তারপরই শুল্ক বসানোর সিদ্ধান্ত বদল করেছেন। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই গ্রিনল্যান্ড দাবি করে বসেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান যে তিনি গ্রিনল্যান্ড কিনে নিতে চান। দ্বীপের নাম থেকে শুরু করে মালিকানা, অধিকার-সব আমেরিকার হবে। ন্যাটো যেন তাদের কাজে বাধা দিতে না আসে। ট্রাম্পের এই দাবিতে স্বাভাবিকভাবেই না বলে গ্রিনল্যান্ড। ইউরোপের একাধিক দেশও আপত্তি তোলে। তারপরই ট্রাম্প নিজের ট্যারিফ অস্ত্র বের করেন। ঘোষণা করেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ব্রিটেন, নরওয়ে, জার্মানি, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, ফিনল্যান্ডের উপরে ১০ শতাংশ করে শুল্ক বসাবেন। যদি দ্রুত চুক্তি না হয়, তাহলে ১ জুন থেকে শুল্ক বেড়ে ২৫ শতাংশ করা হবে। তবে দাভোসের মঞ্চে ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড কিনে নেওয়ার দাবি প্রসঙ্গে বললেন যে তিনি দুর্গম ও চরম ঠান্ডা ওই অঞ্চল চেয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কীভাবে আমেরিকা ইউরোপকে সাহায্য করেছিল এবং ন্যাটো তৈরির প্রসঙ্গ টেনে ট্রাম্প বলেন, ''আমরা দশকের পর দশক ধরে যা দিয়ে এসেছি, সেই তুলনায় এটা খুবই ছোট। হয়তো আমি অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত না নিলে এটা পাব না। আর সত্যি বলতে, তাতে (শক্তি প্রয়োগে) আমরা অদমনীয় হব। কিন্তু আমি সেটা করব না, ওকে? আমার করার প্রয়োজন নেই। এবং আমি শক্তি প্রয়োগ করতে চাই না।''

রাজ্যের ব্যতিক্রমী সরস্বতী পুজো বাঁকুড়ার রতনপুর গ্রামে

বাঁকুড়া, ২২ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের এক ব্যতিক্রমী সরস্বতী পুজোর সাক্ষী হয়ে ওঠে বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের রতনপুর গ্রাম। এখানে টানা ন'দিন ধরে দেবী সরস্বতীর আরাধনা চলে, যা রাজ্যের অন্য কোনও জায়গায় দেখা যায় না। বসন্ত পঞ্চমী থেকেই শুরু হয় এই বিশেষ উৎসব। গ্রামজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আনন্দ ও উৎসবের আবহ।এই গ্রামে দেবী সরস্বতী একা আসেন না। দীর্ঘদিন থাকার জন্য তাঁর সঙ্গে থাকেন লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক ও ভগবতী- সবাই একসঙ্গেই পূজিত হন। প্রাচীন রীতি মেনেই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই পুজো।পুজোর আরেকটি ব্যতিক্রমী দিক হল ভোগ নিবেদন। এখানে প্রথমে মহাপ্রভুকে ভোগ দেওয়া হয়, তারপর সেই ভোগই দেবী ও অন্যান্য দেবদেবীর কাছে অর্পণ করা হয়। এই ভোগে থাকে পাকা কাঁঠাল, যা এই সময়ে খুবই বিরল। পাকা কাঁঠাল নিয়ে গ্রামবাসীরা গ্রাম পরিক্রমায় অংশ নেন-এই রীতিও বহু প্রাচীন। রতনপুর গ্রামে দুর্গাপুজোর জন্য আলাদা করে মূর্তি তৈরি হয় না। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, গ্রামের মাঠেই অধিষ্ঠিতা দেবী অম্বিকা। তাই বছরের প্রধান উৎসব হিসেবে সরস্বতী পুজোকেই ঘিরে আবেগ, আনন্দ ও উৎসবের উন্মাদনা।গ্রামের দাসপাড়া ও বিশ্বাসপাড়ায় পৃথকভাবে টানা ন'দিন ধরে পুজো চলে। অঞ্জলি, ভোগ গ্রহণ ও ঠাকুর দর্শনে সংলগ্ন গ্রামগুলির বাসিন্দারাও শামিল হন। পুজো উপলক্ষে গ্রামে মেলার আয়োজন হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলে বহুদিন ধরেই।কর্মসূত্রে বাইরে থাকা গ্রামবাসীরাও প্রতি বছর এই সময় ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরেন, প্রিয় উৎসবে অংশ নিতে। প্রাচীন ঐতিহ্য আর লোকাচারের মেলবন্ধনে রতনপুর গ্রামের এই সরস্বতী পুজো আজ রাজ্যের এক অনন্য সাংস্কৃতিক পরিচয়।

কেরল সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী, তিরুবনন্তপুরমে রয়েছে কর্মসূচি

তিরুবনন্তপুরম, ২২ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার কেরল সফরে যাবেন। এই সফরকালে তিনি তিরুবনন্তপুরমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করবেন। তিনি এই অনুষ্ঠানে জনসভায় ভাষণও দেবেন। প্রকল্পগুলি রেল যোগাযোগ, নগর জীবিকা, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন, নাগরিক-কেন্দ্রিক পরিষেবা এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবা সহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর অব্যাহত মনোযোগকে প্রতিফলিত করে।প্রধানমন্ত্রী মোদী চারটি নতুন ট্রেন পরিষেবার উদ্বোধন করবেন, যার মধ্যে তিনটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন এবং একটি যাত্রিবাহী ট্রেন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নাগেরকয়েল-ম্যাঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, তিরুবনন্তপুরম-তাম্বারম অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, তিরুবনন্তপুরম-চার্লাপল্লি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং ত্রিশূর এবং গুরুভায়ুরের মধ্যে একটি নতুন যাত্রিবাহী ট্রেন সূচনা হতে পারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

এনডিএ জোট দুর্নীতিগ্রস্ত ডিএমকে সরকারকে উৎখাত করবে, তামিলনাড়ুতে পরিবর্তনের ডাক পীযূষ গোয়েলের

চেন্নাই, ২২ জানুয়ারি ঃ তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক মঞ্চে ফের উত্তাপ বাড়ালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা পীযূষ গোয়েল। বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ে এসে ডিএমকে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তিনি। পীযূষের স্পষ্ট বক্তব্য, দুর্নীতি, অযোগ্যতা এবং উন্নয়নবিরোধী নীতির জন্য তামিলনাড়ুর মানুষ ডিএমকে সরকারকে আর ক্ষমা করবে না। আসন্ন নির্বাচনে এনডিএ জোট ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে এই সরকারকে সম্পূর্ণরূপে উখাত করবে বলে দৃঢ় আশাবাদ প্রকাশ করেন তিনি।এদিন সকালে পীযূষ গোয়েল যান এআইএডিএমকে নেতা তথা তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ই কে পালানিস্বামীর বাসভবনে। সেখানে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান পালানিস্বামী। এই সাক্ষাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে যে, তামিলনাড়ুতে এনডিএ জোট আরও শক্তিশালী রূপে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। বিজেপি ও এআইএডিএমকের সমন্বয়েই ডিএমকে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রূপরেখা তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পীযূষ গোয়েল বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং সদ্য নির্বাচিত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন পাটিলের শুভেচ্ছাবার্তা নিয়ে তামিলনাড়ুতে এসেছেন। তাঁর দাবি, কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্ব এবং রাজ্যে পালানিস্বামীর অভিজ্ঞতা ও দিকনির্দেশনায় এনডিএ জোট এক ঐতিহাসিক জয় অর্জন করবে। পীযূষের বক্তব্য অনুযায়ী, ডিএমকে সরকার শুধু দুর্নীতিগ্রস্তই নয়, তারা উন্নয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে এবং প্রশাসনিক অযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে। এই সব কারণেই তামিলনাড়ুর মানুষ এবার পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেবে বলে তিনি আশাবাদী।ডিএমকে সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও তীব্র করে পীযূষ গোয়েল বলেন, এই সরকার মানুষের বিশ্বাস ভেঙেছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েও তারা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। উন্নয়নমূলক প্রকল্পের নামে দুর্নীতি, প্রশাসনের সর্বস্তরে স্বজনপোষণ এবং কেন্দ্রের সঙ্গে অকারণ সংঘাতের রাজনীতি তামিলনাড়ুকে পিছিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর মতে, তামিলনাড়ুর উন্নয়নের জন্য একটি স্থিতিশীল ও স্বচ্ছ সরকার প্রয়োজন, যা শুধুমাত্র এনডিএ জোটই দিতে পারে।উদয়নিধি স্ট্যালিনের মন্তব্য নিয়েও কড়া প্রতিক্রিয়া জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেন, উদয়নিধি স্ট্যালিনের দেশবিরোধী ও বিভাজনমূলক মন্তব্যের বিরুদ্ধে বিজেপি সম্পূর্ণভাবে অবস্থান নিয়েছে। পীযূষের দাবি, ওই মন্তব্য শুধু ঘৃণ্যই নয়, তা সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষতি করে। তিনি উল্লেখ করেন, এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ দিয়েছে, যা প্রমাণ করে যে মন্তব্যটি কতটা আপত্তিকর ছিল।পীযূষ গোয়েলের মতে, এমন মন্তব্য করার পরও উদয়নিধি স্ট্যালিনের মন্ত্রিসভায় থাকা উচিত নয়। তিনি সরাসরি দাবি করেন, উদয়নিধিকে অবিলম্বে সরকার থেকে অপসারণ করা হোক এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। জনগণকে বিভক্ত করা এবং সামাজিক সৌহার্দ নষ্ট করার কোনও অধিকার কারও নেই বলে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।এই মন্তব্যগুলির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, তামিলনাড়ুতে আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক লড়াই আরও তীব্র হতে চলেছে। একদিকে ডিএমকে সরকার নিজেদের উন্নয়নমূলক কাজের দাবি তুলে ধরতে ব্যস্ত, অন্যদিকে বিজেপি ও এনডিএ জোট দুর্নীতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে সামনে এনে রাজ্যের মানুষের কাছে পরিবর্তনের বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে। পীযূষ গোয়েলের চেন্নাই সফর এবং এআইএডিএমকের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বৈঠক সেই রাজনৈতিক সমীকরণকেই আরও জোরালো করল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।সব মিলিয়ে, তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে এখন স্পষ্টতই নির্বাচনী আবহ তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সক্রিয় উপস্থিতি, জোট রাজনীতির নতুন সমীকরণ এবং ডিএমকে সরকারের বিরুদ্ধে ধারালো আক্রমণ-সবকিছু মিলিয়ে রাজ্য রাজনীতি নতুন মোড় নিতে চলেছে বলেই ইঙ্গিত দিলেন পীযূষ গোয়েল।

দেশবাসীকে নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

কৌশিক সাহা,ঃশতকোটির বীরপুত্র, সাহসী বঙ্গসন্তান, মহান দেশপ্রেমিক, যাই বলে সম্মোধন করি না কেন, তাই যেন তাঁর জন্য অনেক কম হয়ে যায়। তাঁর কার্যকলাপে ভারতবর্ষে ব্রিটিশের শক্ত ভীত নড়ে উঠেছিল। তাঁর জন্ম ভারতের কাছে যেন এক উপহার স্বরুপ।নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু হলেন ভারতের ঐতিহাসিক লিওনার্ড এ গর্ডন এই বিষয়ে বলেছেন, সুভাষ যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় আবেদন করেছিল, সেটা স্পষ্টত দেখিয়ে দেয় যে সেইসময় বসু পরিবার বাংলার সমাজে কতটা বিত্তবান ছিল। এমনকী রেফারেন্স হিসেবে সুভাষ যে দু'জনের নাম উল্লেখ করেছিল, তারাও কম বিত্তশালী ছিলেন না। একজন ছিলেন লর্ড সিনহা। অবিভক্ত ভারতে তিনিই প্রথম 'লর্ড' উপাধি লাভ করেন। ভারতের প্রথম অ্যাডভোকেট জেনারেল হন। হয়েছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। প্রভাবশালী মানুষজনের সঙ্গে তাঁর ওঠা-বসা ছিল। রবি ঠাকুরের সঙ্গেও ছিল বন্ধুত্ব। অপরজন ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু। তিনিও কলকাতার স্বনামধন্য সলিসিটর ছিলেন। এমনকী তিনি লন্ডনে ভারতীয় কৌঁসুলির সদস্যও ছিলেন।অবশেষে সুভাষ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। যদিও ভর্তির নির্দিষ্ট সময় তিনি অতিক্রম করে ফেলেছিলেন। তবে কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র এবং ফিজউইলিয়াম হলেন সেন্সর রেড্ডাওয়ে মহাশয়ের সাহায্যে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার অনুসারে সুভাষ ১৯১৯ সালের ১৯ নভেম্বর ভর্তি হন। তিনি মানসিক এবং নৈতিক বিজ্ঞানের বিষয়টি বেছে নেন এবং পাশাপাশি সমানতালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন।অবশেষে ICS পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অর্জন করেন এবং নির্বাচিত হন। কিন্তু, একটা বিদেশি সরকারের অর্থাৎ ব্রিটিশদের অধীনে কাজ করতে তিনি রাজি ছিলেন না। ১৯২১ সালের ২৩ এপ্রিল তিনি সেই চাকরি ব্রিটিশদের মুখেই ছুঁড়ে দিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক কিংবদন্তি নেতা। তিনি হাজার হাজার মানুষকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আঃেদালনে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে, মহাত্মা গান্ধী এবং দলের অন্যান্য প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে মতবিরোধের পর, তিনি এই পদ থেকে সরে আসেন। ১৯২০ সালে ইংল্যান্ডে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান পেয়ে পাশ করে সুভাষ চাকরি শুরু করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি করতে না চাওয়ায় একবছর পরই ইস্তফা দেন অকুতোভয় এই বঙ্গসন্তান।দেশবন্ধুর মতই স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন নেতাজি। একইসঙ্গে তিনি ছিলেন চরমপন্থীর নায়ক। তাই তাঁর চরমপন্থী চিন্তাধারার সঙ্গে কংগ্রেসের নরমপন্থীদের মতবিরোধ হয়। এমনকী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে নরমপন্থীরা বিক্ষুব্ধ হলে সুভাষ অসন্তুষ্ট হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। এরপরই নেতাজির হাত ধরে তৈরি হয় ফরওয়ার্ড ব্লক'। নতুন দলের হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেশবাসীকে নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন সুভাষচন্দ্র বসু।দেশজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হবে বীর এই দেশ নেতার জন্মজয়ন্তি। চলুন এই উপলক্ষে আজ জেনে নেওয়া যাক নেতাজির সম্পর্কে একমুঠো অজানা কাহিনী! প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রফেশন ওটিনের ভারত বিরোধী মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সুভাষকে হেনস্তার শিকার হতে হয়। এরপরই আস্তে আস্তে তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি জাগতে শুরু করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সহিংস আন্দোলনের মুখ হিসেবে যদি কাউকে তুলে ধরতে হয়, তাহলে প্রথমের সারিতেই থাকবেন এই বাংলার সুভাষ। আগামী ২৩ জানুয়ারি এই মহানায়কের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হবে। আসুন, নেতাজির জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে আরও একবার জেনে নেওয়া যাক।১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি ওড়িশার কটক শহরে বেলা ১২টা বেজে ১০ মিনিটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। জানকীনাথ বসু এবং প্রভাবতী দত্ত বসুর সংসারে ১৪ সন্তানের মধ্যে নবম ছিলেন সুভাষ। ছোটোবেলা থেকে যথেষ্ট স্বচ্ছল পরিবারে তিনি বড় হয়ে ওঠেন।একটু বড় হতেই ১৯০২ সালে সুভাষকে কটকের প্রোটেস্ট্যান্ট ইউরোপিয়ান স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর ভাইবোনেরাও ওই একই স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছিলেন। আজ এই স্কুলটাকে আমরা স্টুয়ার্ট হাই স্কুল নামেই চিনি। তা সে যাইহোক, ১৯০৯ সাল পর্যন্ত ব্যাপটিস্ট মিশনের অধীনে চালিত এই স্কুলে পড়াশোনা করেন সুভাষ। এরপর তিনি রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৯১৩ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন। এরপর কিছু সময়ের জন্য তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজেও পড়াশোনা করেন। ১৬ বছর বয়স থেকেই সুভাষ স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রী রামকৃষ্ণের বিভিন্ন বই পড়াশোনা করতেন। আর সেকারণেই তিনি এই দুই মনীষীর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর শিক্ষার থেকে ধর্ম অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা আমাকে রক্ত দাও,আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবোব্রিটিশদের সমস্ত চক্রান্তকে পরাস্ত করে নেতাজির কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল এই মহান বাণী। ১৯৪৩ সালে রাসবিহারী বসুর অনুরাধে সুভাষচন্দ্র বসু ডুবো জাহাজে করে জার্মানি থেকে জাপানে আসেন। আর সেখানেই তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব নেন। এরপর সুভাষ আজাদ হিন্দ বাহিনীর পুনর্গঠন করেন এবং সেনাবাহিনীর উন্নতিতে আরও বেশি জোর দেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরাই তাঁকে নেতাজি আখ্যায. ভূষিত করেন। নেতাজির 'দিল্লি চলো'-র ডাকে উদ্ধুদ্ধ হয় সেনাবাহিনী। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ভারতের স্বাধীনতার পিছনে সবচেয়ে ব। অবদান রয়েছে নেতাজির নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ বাহিনীর।'কোনও বিশেষ আদর্শের জন্য একজন মৃত্যুবরণ করতে পারেন। কিন্তু সেই আদর্শের মৃত্যু হয় না। সেই আদর্শ একজনের মৃত্যুর পর হাজার জনের মধ্যে ছড়িয়ে যায়।'ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর অবদান যে কতখানি, সেটা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য তিনি দেশ থেকে দেশান্তরে দৌড়ে বেড়িয়েছেন। হাত মিলিয়েছিলেন নাসি স্বৈরাচারী হিটলারের সঙ্গেও। এই প্রসঙ্গে আপনারা সকলেই জানেন, নেতাজি'র 'মহানিষ্ক্রমন'- এর কথা। ব্রিটিশদের চোখে যে ধুলো দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, সেকথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু, সেদিন রাত্রে নেতাজি সেজে তাঁরই ঘরে আলো জ্বেলে শুয়েছিলেন এক মহিলা। এই গল্পটা কি আপনারা জানেন? আগামী ২৩ জানুয়ারি গোটা দেশজুড়ে এই মহান রাষ্ট্রনায়কের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে। আসুন, তার আগে এই গল্পটা একবার জেনে নেওয়া যাক।সেদিন নেতাজির ঘরে শুয়েছিলেন তাঁরই ভাইঝি ইলা বসু। সুভাষের সেজ দাদা সুরেশ চন্দ্র বসুর দ্বিতীয়া কন্যা ছিলেন ইলাদেবী। নেতাজিকে তিনি রাঙা কাকু বলে সম্বোধন করতেন। নেতাজিও তাঁকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন। তো, সেদিন রাত্তিরবেলা কী হয়েছিল, আসুন সবিস্তারে সেই ঘটনার কথা জানা যাক।সালটা ১৯৪১। ১৬ জানুয়ারির রাত। অর্থা ঠিক ৮০ বছর আগে আজকের দিনেই নিজের পৈতৃক বাড়ি থেকে শেষবারের জন্য বাইরে পা রেখেছিলেন সুভাষ। প্রথমে ঠিক ছিল যে দাদা শর বসুর গাড়ি নিয়েই রওনা দেবেন নেতাজি। কিন্তু, সেই গাড়িটা ইংরেজদের কাছে বেশ পরিচিত ছিল। এরপর ঠিক হয়, তিনি শিশির বসুর গাড়ি চেপেই রওনা দেবেন।১৯৪৫ সালের ১৮ অগাস্ট তাইপেইতে একটি বিমান দুর্ঘটনার পরই নেতাজির আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর থেকেই নেতাজির মৃত্যু এবং নিখোঁজ নিয়ে একাধিক রহস্য ঘনীভূত হতে থাকে। সত্য উদঘাটনের জন্য একাধিক তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। যার মধ্যে শাহনওয়াজ কমিশন, খোসলা কমিশন এবং মুখার্জি কমিশন উল্লেখযোগ্য। শাহনওয়াজ এবং খোসলা কমিশন সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনার পর নেতাজি মারা গিয়েছিলেন বলে দাবি করে। অন্যদিকে,মুখার্জি কমিশনের মতে, নেতাজি দুর্ঘটনার পরও জীবিত ছিলেন। এমনকী নেতাজির এই মৃত্যু নিয়ে বসু পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও বিভাজন রয়েছে।মৃত্যু, অন্তর্ধান নাকি অন্য কিছু? আজও নেতাজির মৃত্যু কিংবা অন্তর্ধান নিয়ে.নানান বিতর্ক রয়েছে। আসলে ভারতের মহান স্বতন্ত্র মনীষীদের মধ্যে নেতাজি ছিলেন একজন, যিনি শুধু অতীতে কিংবা বর্তমানে নয়, ভবিষ্যতের যুব সমাজকেও তিনি প্রেরণা জোগাবেন। তাই তো দেশবাসী তাঁর মৃত্যু সংবাদ যেন আজও বিশ্বাস করতে পারে না। কোনও আলোচনার মাধ্যমে ইতিহাসের কোনও আসল পরিবর্তন হয়নি।ঐতিহাসিক লিওনার্ড এ গর্ডন বলেছেন, সুভাষ যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় আবেদন করেছিল, সেটা স্পষ্টত দেখিয়ে দেয় যে সেইসময় বসু পরিবার বাংলার সমাজে কতটা বিত্তবান ছিল। এমনকী রেফারেন্স হিসেবে সুভাষ যে দু'জনের নাম উল্লেখ করেছিল, তারাও কম বিত্তশালী ছিলেন না। একজন ছিলেন লর্ড সিনহা। অবিভক্ত ভারতে তিনিই প্রথম ' উপাধি লাভ করেন। ভারতের প্রথম অ্যাডভোকেট জেনারেল হন। হয়েছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। প্রভাবশালী মানুষজনের সঙ্গে তাঁর ওঠা-বসা ছিল। রবি ঠাকুরের সঙ্গেও ছিল বন্ধুত্ব। অপরজন ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু। তিনিও কলকাতার স্বনামধন্য সলিসিটর ছিলেন। এমনকী তিনি লন্ডনে ভারতীয় কৌঁসুলির সদস্যও ছিলেন।

তামিলনাড়ুর একাধিক জেলায় বাড়ছে চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ, সতর্কতা জারি জনস্বাস্থ্য বিভাগের

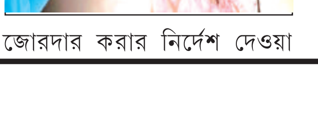

চেন্নাই, ২২ জানুয়ারি ঃ তামিলনাড়ুর একাধিক জেলায় আবারও বাড়ছে চিকুনগুনিয়া প্রকোপ। চেন্নাই, ভিলুপ্পুরম, চেঙ্গালপাট্টু, তেনকাসি, থেনি, কুড্ডালোর, কাঞ্চিপুরম ও আরিয়ালুর জেলায় উল্লেখযোগ্য হারে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য বিভাগ। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা স্তরে নজরদারি ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এদিন জনস্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হাসপাতাল ও পরীক্ষাগারে সময়মতো চিকুনগুনিয়া পরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং ডেঙ্গি ও চিকুনগুনিয়ার জন্য আলাদা বিশেষ ওয়ার্ড চালু রাখতে হবে।পাশাপাশি এলাইজা পরীক্ষার কিট পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রাখা ও মোবাইল মেডিক্যাল র‍্যাপিড রেসপন্স টিম প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।আরও জানানো হয়েছে, জেলা শাসকের নেতৃত্বে রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মশার লার্ভা পরীক্ষা, স্বচ্ছতা অভিযান, সঠিকভাবে কঠিন বর্জ্য নিষ্ক্রমণ এবং সপ্তাহে একবার জলাধার পরিষ্কারের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বলে খবর সূত্র আজকে জানা গিয়েছে মনে করা হয়েছে আজ।

বাজেট অধিবেশন শুরুর প্রাক্কালে ২৭ জানুয়ারি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি ঃ আগামী ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে ২৭ জানুয়ারি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। ২৭শে জানুয়ারি, মঙ্গলবার সংসদের বাজেট অধিবেশনের আগে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রিজিজু সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন। ওই দিন সংসদ ভবনের অ্যানেক্সের মূল কমিটি কক্ষে সংসদের আসন্ন বাজেট অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও অন্যান্য কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হবে।উল্লেখ্য, ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট আগামী ১ ফেব্রুয়ারি পেশ করা হবে, যা এবার রবিবার পড়েছে। সংসদের বাজেট অধিবেশন এই মাসের ২৮ তারিখ থেকে শুরু হবে এবং ২ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব ২৮ জানুয়ারি থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্ব ৯ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।

শিশুদের শিক্ষা ও আচরণ বিকাশে ৩১ জানুয়ারি পিটিএম, নির্দেশ শিক্ষা দফতরের

পাটনা, ২২ জানুয়ারি ঃ বিহারের সরকারি স্কুলগুলিতে শিশুদের শিক্ষার মান ও সামগ্রিক বিকাশ আরও মজবুত করতে আগামী ৩১ জানুয়ারি অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক (পিটিএম) আয়োজন করা হবে। বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা নির্দেশালয় রাজ্যের সমস্ত জেলার শিক্ষা আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে।এদিন শিক্ষা দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, এবারের পিটিএম-এর থিম রাখা হয়েছে- আমরা ও আপনারা মিলেই গড়ব শিশুদের সমগ্র বিকাশ।বৈঠকে শিশুদের পড়াশোনার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা, খেলাধুলা, সামাজিক আচরণ ও নৈতিক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশেষভাবে আলোচনায় থাকবে শিশুদের মধ্যে মোবাইল ও সামাজিক মাধ্যমে বাড়তে থাকা আসক্তি।শিক্ষকরা অভিভাবকদের শিশুদের মোবাইল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে এবং খেলাধুলা ও বাস্তব জীবনের কার্যকলাপে যুক্ত করতে উৎসাহিত করবেন।এছাড়াও অভিভাবকদের বলা হবে, শিশুদের পুষ্টিকর খাবার খাইয়ে স্কুলে পাঠাতে, যাতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সঠিকভাবে হয়। শিক্ষা দফতর জানিয়েছে, এই পিটিএম-এর লক্ষ্য শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, বরং শিশুদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ নিশ্চিত করা।

ঐতিহাসিক অভিযানের প্রস্তুতিতে নাসা, আর্টেমিস-২ মিশন ফেবয়ারিতে সম্ভাব্য উৎক্ষেপণ

ওয়াশিংটন, ২২ জানয়ারি ঃ মানব মহাকাশ অভিযানের নতুন অধ্যায়. শুরু করতে চলেছে নাসা। পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে মানুষ পাঠানোর লক্ষ্যে আর্টেমিস-২ মিশনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। বুধবার নাসা জানিয়েছে, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে উৎক্ষেপণের চেষ্টা করা হবে, না হলে এপ্রিলের মধ্যেই মিশন পাঠানো হবে।নাসা প্রশাসক জ্যারেড আইজাকম্যান বলেন, আর্টেমিস-২ মানুষের মহাকাশ যাত্রার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ, যা ভবিষ্যতে চাঁদে স্থায়ী উপস্থিতি ও মঙ্গল অভিযানের পথ প্রশস্ত করবে। এই মিশনের মাধ্যমে অ্যাপোলো কর্মসূচির পর প্রথমবার মানুষ পৃথিবীর কক্ষপথ ছাড়িয়ে চাঁদের চারদিকে ও তারও বাইরে যাবে।মিশনের কমান্ডার রিড উইসম্যান। তাঁর সঙ্গে থাকবেন পাইলট ভিক্টর গ্লোভার, মিশন স্পেশালিস্ট ক্রিস্টিনা কোচ এবং কানাডার মহাকাশচারী জেরেমি হ্যানসেন।

শ্রম কোড বাতিল ও ১০০ দিনের কাজ চালুর দাবিতে বাঁকুড়ায় গণ-ডেপুটেশন

বাঁকুড়া, ২২ জানুয়ারি ঃ শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, ১০০ দিনের কাজ অবিলম্বে চালু সহ একাধিক দাবিতে বাঁকুড়ার জেলা শাসকের কাছে গণ-ডেপুটেশন জমা দিল বিভিন্ন শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন। বুধবার সিআইটিইউ, কৃষক সমিতি, ক্ষেতমজুর ফেডারেশন এবং পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নযন সমিতির ডাকে এই কর্মসূচিতে শামিল হন জেলার সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ।ডেপুটেশনের দাবিগুলির মধ্যে ছিল- আদালতের রায় মেনে রাজ্যে অবিলম্বে ১০০ দিনের কাজ চালু করা, শ্রমিক-বিরোধী চারটি শ্রম কোড বাতিল, ভিবি-জি রাম জি আইন বাতিল, কৃষকদের ফসলের লাভজনক দর নিশ্চিত করা, পাট্টাদারদের জমির পাট্টা প্রদান এবং এস আই আর প্রকল্পের নামে দলিত, জনজাতি ও সংখ্যালঘু সহ সর্বস্তরের শ্রমজীবীদের হয়রানি বন্ধ করা।কর্মসূচির শুরু হয় তামলীবাঁধ মযদান থেকে। সেখান থেকে মিছিল শহরের প্রাণকেন্দ্র মাচানতলা পরিক্রমা করে জেলা কালেক্টরেটের দিকে এগোলে পুলিশ কালেক্টরেটের মুখে মিছিলটি আটকায়। এরপর মিছিলকারীরা সেখানেই রাস্তার উপর বসে পড়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।সৌমেন্দু মুখার্জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সাগর বাদ্যকর, অভয় মুখার্জী ও অজিত পতি। বক্তারা জানান, এই দাবিগুলির সমর্থনে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলি যে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে, সংযুক্ত কিসান মোর্চাও তা সমর্থন করেছে। তবে ওই দিন মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ ধর্মঘটের পরিবর্তে শিল্প ধর্মঘট পালন করা হবে এবং পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে পরিবহন পরিষেবাকে ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখা হবে।

ছত্তিশগড়ে ৬০ হাজারের বেশি বিএপিএল রেশন কার্ড বাতিল

রায়পুর, ২২ জানুয়ারি ঃ' ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড' প্রকল্পের আওতায় ই-কেওয়াইসি যাচাইকরণ শুরু হতেই ছত্তিশগড়ে বড় পদক্ষেপ নিল খাদ্য দপ্তর। সরকারি তথ্যে অসংগতি মেলায় রাজ্যজুড়ে প্রায় ৬০ হাজারের বেশি বিপিএল রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে।বুধবার খাদ্য দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, যাচাইকরণের সময় দেখা গেছে বাতিল হওয়া কার্ডধারীদের অনেকেই নিয়মিত আয়কর দেন অথবা তাঁদের বার্ষিক আয় দারিদ্রসীমার উপরে। বিশেষ করে যাঁদের বার্ষিক আয় বা লেনদেন ৬ লক্ষ টাকার বেশি, তাঁদের কার্ডগুলো চিহ্নিত করে বাতিল করা হযেছে। শুধুমাত্র রাযপুর জেলাতেই প্রায় ১০ হাজার কার্ড বাতিল হয়েছে।খাদ্য দফতর আরও জানিয়েছে, এই কার্ডধারীরা চাইলে বিপিএল-এর পরিবর্তে এপিএল বা সাধারণ শ্রেণির রেশন কার্ডের জন্য নতুন করে আবেদন করতে পারবেন। বর্তমানে রাজ্যে মোট ৮২ লক্ষ ৩৬ হাজারের বেশি রেশন কার্ডের মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি ৭৩ লক্ষ মানুষ খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন।

ফুটবলে বাংলার দ্বিতীয় খেলা উত্তরাখন্ডের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে বাংলার দ্বিতীয় খেলা শুক্রবার হবে। তার আগে বৃহস্পতিবার পুরোদমে গা ঘামিয়েছেন খেলোয়াড়রা। অনুশীলনে আগাগো।। উপস্থিত ছিলেন প্রধান কোচ সঞ্জয় সেন। উল্লেখ্য, বুধবার প্রথম ম্যাচে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে (৪ - ০) জিতেছে রবি হাঁসদার নেতৃত্বাধীন বাংলা দল। এরপরেই শুক্রবার দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তরাখন্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে বাংলা। তার আগে এদিন অনুশীলন করল বাংলা দল। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সরকারিভাবে

রাশিফল

মেষঃআপনি যদি কোনও গ্যাজেট ফ্রিক হন, তাহলে আপনি আপনার জ্ঞান দ্বারা অন্য সকলকে মুগ্ধ করার সুযোগ পাবেন। যে সব ছাত্রের বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক, তারা আজ উন্নতি করে পারে। আজ আপনার আয়ের বৃদ্ধি দেখে আপনি আনান্দিত হবেন। আপনাকে আর আর্থিক বিষয়ে সংগ্রাম করতে হবে না। এটির ফলে আপনার দিনটি সার্থক হবে। বিবাহের যোগ হবে।

বৃষঃ আপনার আজ প্রচুর কাজের চাপ থাকবে। এই বিশাল কাজের চাপ যেন কোনওভাবেই আপনাকে বিব্রত করতে না পারে, সেদিকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে সবার আগে নজর দেওয়া দরকার, যাতে কাজের চাপের ফলে আপনার প্রতিদিনের ক্রিয়াকলাপগুলি বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

মিথুনঃ আপনি আপনার সঙ্গীর আচার-আচরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্তহীন না হলে আপনার ব্যক্তিগত জীবন মোটিমুটি ভালোই থাকবে। শুভদিন

কর্কট রাশি ঃআপনার আজ নিজের প্রিয়তম সঙ্গীসঙ্গীনির থেকে সমাদর পাওয়ার ইচ্ছে হবে। এমনকি তাদের সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথনও আপনাকে পরিতৃপ্ত করবে। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আবেগপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করতে আপনার খুব একটা সমস্যা হবে না যদি আপনি তার কাছ থেকে মানসিক সহায়তা পান। শুভদিন।

সিংহঃ প্রেমের সম্পর্ক আপনাকে সুখী করবে। আপনার প্রিয়তমের সহায়তায় আপনি আপনাদের সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারেন। যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁরা পার্টনারশিপের ভালো প্রস্তাব পেতে পারেন।

কন্যা ঃ আপনার সন্দেহজনক হাবভাবে আপনার প্রিয়তম মানুষটি আঘাত পেতে পারেন, তাই অন্যের সঙ্গে সহজ হতে শিখুন এবং অন্যের পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দিন।

তুলাঃ প্রিয়তম মানুষটির সঙ্গে দারুণ সময় কাটতে পারে, তাই প্রেমের সম্পর্ক খুশি ও রোমাঞ্চে ভরপুর হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে সম্পর্কের মাধুর্য্য বজায় থাকতে পারে। ব্যবসায় সাফল্য হতে পারে।

বৃশ্চিকঃ আপনার ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে একটি রোম্যাঃটিক সন্ধ্যা কাটিতে পারেন। সঙ্গীর বদলে যাওয়া আচার-আচরণের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের পথ তৈরি হতে পারে। অন্তর্বর্তী বিনিয়োগ লাভজনক ফল দিতে পারে। সংসারে শান্তি হবেই।

ধনুঃ প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রিয়তম মানুষটিকে খুশি করতে আপনার মাথায় বেশ কিছু রোম্যান্টিক চিন্তা-ভাবনা আসতে পারে। সন্তান হতে পারে আজকে।

মকরঃ আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষটির সাহায্য পেতে পারেন। স ও সত্যবাদী স্বভাবের জন্য আপনি প্রেম ও ভালোবাসায় ভরে যেতে পারেন। আপনি আজ মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করতে পারেন। কাজের সুযোগ আছে।

কুম্ভঃ নিজের যত্ন নেওয়া বা গ্রুমিং আপনাকে নিজের সঙ্গীর ভালোবাসা জিতে নিতে সাহায্য করতে পারে। তবে, নিজের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন। আজ শুভ রং নীল

মীনঃ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু চিন্তা-ভাবনার প্রভাব পড়তে পারে। তাই, এমনকী ব্যস্ততম সময়েও আপনাকে যোগাযোগ বজায় রেখে চলার পরামর্শ দেওয়া হতে পারে। মনে রাখবেন, মানিয়ে চলাই সুখী জীবনের চাবিকাঠি। আপনি নিজের পছন্দের কোনও জায়গায় বেড়াতে যেতে পারেন। উপার্জন বাড়ানোর সুযোগ কম

আবহাওয়া

দিনের তাপমাত্রা দিন তিনেক ধরেই ঊর্ধ্বমুখী। ভোরের দিকে শীতের আমেজ থাকলেও, কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় দিনের বেলা গায়ে গরম পোশাকের প্রয়োজন হচ্ছে না। বুধবারও একই অবস্থা। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি বেশি। রাজ্যের বাকি জেলাতেও তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, আগামী সাত দিন তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। সরস্বতী পুজোয় থাকবে উষ্ণতার ছোঁয়া। অনুভূত হবে মৃদু ঠান্ডা। নতুন করে জাঁকিয়ে শীত পড়ার সম্ভাবনা আপাতত নেই। রাজ্য থেকে তাহলে কি মাঘের শুরুতেই বিদায় নেবে শীত! সেই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে শীতবিলাসীদের মধ্যেই। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪৬ শতকরা হবে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫২মিনিট এবং ০৯রাত ৫০টা । **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫০মনিট এবং রাত ০১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ২১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৬মনিটে হতে পারে।

ফের ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২২ জানুয়ারি ঃ আবার বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা। কখনো চেন্নাই কখনও আবার হায়দরাবাদ, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যুর খবর। এবার মৃতের নাম মঞ্জুর আলম লস্কর। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানার অন্তর্গত রঙ্গিলাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের গড়খালি গ্রামের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১০ বছর ধরে অন্ধ্রপ্রদেশে কোমারুলু এলাকায় জরি কারখানায় কাজ করতেন মঞ্জুর। কুড়ি দিন আগে বাড়ি থেকে ঘুরে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর আবার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবারের অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে অপরিচিত এক মোবাইল নম্বর থেকে ২৫ হাজার টাকা চেয়ে বাড়িতে ফোন আসে। অনলাইনে ছয় হাজার টাকা পাঠানো হয়ে ছিল। পুরো টাকা না পাওয়ার জন্য তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে পরিবারের তরফে অভিযোগ। আর এই মৃত্যুর খবর পেয়ে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে মনজুরকে দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে থাকতে হত। কী কারণে এবং কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার পূর্ণ তদন্তের দাবি জানিয়েছে মৃতের পরিবার। মৃতের এক আত্মীয় গিয়াসউদ্দিন লস্কর বলেন, 'ও বাইরে কাজ করত। সেখান থেকে ফোন করে টাকা চাওয়া হয়। বলেছিল ২৫ হাজার টাকা না দিলে মেরে ফেলবে। এখানের একটা ফোন থেকে ৬ হাজার টাকা পাঠানো হয়েছিল। তার পরেও এই ঘটনা।' প্রসঙ্গত, পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ও তাঁদের হেনস্থা নিয়ে বারেবারে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসক তৃণমূল। বাঙালি অস্মিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তাঁরা। কেন বাংলায় কথা বললে পরিযায়ী শ্রমিকদের মারধর-হেনস্থা করা হবে? সরব হয়েছেন সকলে। সেই আবহে ফের এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো।

পুলিশি 'হয়রানি'র প্রতিবাদে হাওড়া ময়দানে বিক্ষোভ মিছিল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ বুধবার স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের দিন পুলিশি 'হয়রানি'র প্রতিবাদে হাওড়া ময়দানে বিক্ষোভ মিছিল আশা কর্মীদের। বুধবার সকালে স্বাস্থ্য ভবন অভিযান কর্মসূচির দিন পুলিশি 'হয়রানি'র প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিকেলে হাওড়া ময়দানে আশা কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান এবং প্রতিবাদ মিছিল করেন। এদিন বিকেলে আশা কর্মীরা প্রথমে শরৎ সদনের গেটে জড়ো হন। তাঁদের হাতে ছিল ধিক্কার লেখা পোস্টার। তাঁরা স্লোগানও দেন। আশা কর্মীরা জানিয়েছেন যেভাবে বুধবার পুলিশ তাদের রেল স্টেশন, বাসস্ট্যান্ডে অথবা রাস্তায় হেনস্তা করেছে তারই প্রতিবাদে এদিন তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন। আগেই স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠকের কথা হয়েছিল। সেইমতো বুধবার তাঁরা গোটা রাজ্য থেকে স্বাস্থ্য ভবনের দিকে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ দিয়ে তাঁদের আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা হয়েছে। তাঁরা বলেন তাঁদের দাবি ন্যায্য। এই বাজারে মাসিক পারিশ্রমিক ৫,২৫০ টাকায় কি সংসার চলে? কেন মাসের পর মাস তাদের উৎসাহ ভাতা বকেয়া রাখা হবে? তাই ৮ দফা দাবির ভিত্তিতে তাঁরা তাঁদের কর্মবিরতি ও আন্দোলন চালিয়ে যাবেন যতদিন পর্যন্ত সরকার তাঁদের দাবির মান্যতা দেয়। তাঁরা জানিয়েছেন, বুধবার আন্দোলনের ফলে রাতের মধ্যেই তাঁরা তাঁদের দু'মাসের বকেয়া উৎসাহ ভাতার টাকা পেয়ে গিয়েছেন।

কল্যাণ ঘোষের নেতৃত্বে 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচি ডোমজুড়ে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ ডোমজুড়ের তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের নেতৃত্বে 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচি, মমতাকে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করার আহ্বান কল্যাণের। 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচি নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ হাওড়ার ডোমজুড় ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে অংশ নেন। এদিন তিনি বাঁকড়া পূর্ব মোল্লাপাড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর গত ১৫ বছরের উন্নয়ন নিয়ে প্রচার করেন। সেখান থেকে তিনি একে একে বাঁকড়া ঝিলপাড়, সুভাষপল্লি সহ বিভিন্ন অঞ্চলেও প্রচারে যান। দিনভর বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন। বিধায়ক বলেন, গত প্রায় ১৫ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামগ্রিক উন্নয়ন মানুষের কাছে তুলে ধরে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সবাইকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আরও কিছু উন্নয়নের প্রয়োজন কিনা। তাঁদের বলা হচ্ছে, আপনারা যদি আরও উন্নতি চান তাহলে চতুর্থবারের জন্য মমতা বন্দোপাধ্যায়কে আসন্ন নির্বাচনে জিতিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসান।

মুড়ি গঙ্গাতে ডুবলো ছাই বোঝাই বাংলাদেশী বার্জ, উদ্ধার ১১ জন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দঃ ২৪ পরগনা, ২২ জানুয়ারিঃ মুড়িগঙ্গাতে ডুবলো ছাই বোঝাই বাংলাদেশি বার্জ। ফলে দূষণ ছড়ানোর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রশাসনিকভাবে ডুবন্ত বার্জ থেকে ১১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। নদীর চড়ায় ধাক্কা মারার ফলে এই ঘটনা ঘটে। ওই বার্জে ১১ জন ছিলেন। এর মধ্যে একজন ভারতীয় নাবিক ও ১০ জন বাংলাদেশী ক্রু মেম্বার ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বার্জটির নাম এমভি তামজিদ নাসির। কচুবেড়িয়া ও লট এইট এর মাঝে এই ঘটনা ঘটে। বুধবার রাতেই বার্জ থেকে নাবিকদের নিরাপদে বের করতে পেরেছে পুলিশ। এরপর বাংলাদেশগামী অন্য একটি জাহাজে তাদের তুলে দেওয়া হয়েছে। তারা নিরাপদেই ফিরে গিয়েছে। যদিও বার্জের ৯০ শতাংশ অংশ জলে ডুবে গিয়েছে। ফলে নদীতে দূষণ ছড়ানোর সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। বজবজ থেকে ওই বার্জটি ছেড়ে যাওয়ার পর ভাটার টানে কচুবেড়িয়ার কাছে এই ঘটনা ঘটে। এর আগেও মুড়িগঙ্গা নদীতে বাংলাদেশী জাহাজ ডুবির ঘটনা ঘটেছিল। মূলত ছাই বোঝাই এই জাহাজ গুলি ডুবে গেলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। নদীতে দূষণ বাড়ে। একাধিক বার এই কথা জানিয়েছেন স্থানীয়রা। নতুন এই বার্জ ডুবির ফলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। মৎস্যজীবীরা জানিয়েছেন, এর ফলে নদীর মাছ দূষণের শিকার হবেন।

মদ খেয়ে এলাকায় গন্ডগোলের অভিযোগে গ্রেফতার এক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২২ জানুয়ারি ঃ মদ খেয়ে এলাকায় গন্ডগোল পাকানোর অভিযোগে গ্রেফতার এক জয়নগরে।বুধবার রাতে মদ খেয়ে এলাকায় গন্ডগোল পাকানোর অভিযোগ আসে জয়নগর থানায়।আর তার পরেই জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে জয়নগর থানার সরবেড়িয়া বাজার এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের নাম অভিজিৎ প্রামানিক (৩৬), বাড়ি জয়নগর থানার সরবেড়িয়া প্রামানিক পাড়া।ধৃতকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ।

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা

বইমেলার ভিড় সামাল দিতে ১লা ফেব্রুয়ারি ব্লু লাইনে বাড়তি মেট্রো পরিষেবা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা মানেই শহরের ছন্দে আলাদা একটা স্পন্দন। বছরের এই সময়টায় বইপ্রেমীদের ঢল নামে সল্টলেকের মেলাপ্রাঙ্গণে, আর সেই সঙ্গে শহরের রাস্তাঘাট, স্টেশন ও গণপরিবহণ ব্যবস্থায় বাড়ে চাপ। বাড়তি ভিড়ের কথা মাথায় রেখেই আগাম প্রস্তুতির পথে হাঁটল কলকাতা মেট্রো। আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি, শনিবার ব্লু লাইনে অতিরিক্ত মেট্রো পরিষেবা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগে বইমেলামুখী মানুষজনের পাশাপাশি নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতও যে অনেকটাই স্বচ্ছন্দ হবে, তা নিয়ে আশাবাদী শহরবাসী। প্রতিবছরই বইমেলার দিনগুলিতে কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। শিয়ালদহ, এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে সল্টলেকমুখী রাস্তায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে শনিবার ও রবিবার এই চাপ আরও বেড়ে যায়। পরিবার-পরিজন নিয়ে বই কিনতে যাওয়া মানুষ, ছাত্রছাত্রী, প্রবীণ নাগরিক থেকে শুরু করে শহরের বাইরের জেলা কিংবা ভিনরাজ্য থেকে আসা দর্শনার্থীরা;সব মিলিয়ে পরিবহণ ব্যবস্থার উপর তৈরি হয় বাড়তি চাপ। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এবার আগেভাগেই পরিকল্পনা করেছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, ১ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকালে ও সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে ব্লু লাইনের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানো হবে। সাধারণ দিনের তুলনায় অপেক্ষার সময় কমিয়ে আনার চেষ্টা থাকবে, যাতে যাত্রীরা দ্রুত প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে গন্তব্যের পথে রওনা দিতে পারেন। অফিস টাইমের যাত্রীদের পাশাপাশি বইমেলামুখী মানুষজনের যাতায়াত নির্বিঘ্ন রাখতে এই বাড়তি পরিষেবা বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইন শহরের প্রাণকেন্দ্রকে উত্তর ও দক্ষিণের সঙ্গে যুক্ত করে। শিয়ালদহ, এসপ্ল্যানেডের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন এই লাইনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বইমেলার সময় স্বাভাবিকভাবেই এখানেই যাত্রীচাপ বেশি পড়ে। মেলাপ্রাঙ্গণের সঙ্গে সরাসরি বা পরোক্ষ যোগাযোগ থাকা এই স্টেশনগুলিতে অতীতে ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার যাত্রী পরিষেবা আরও মসৃণ করতে বাড়তি ট্রেন চালানোর পাশাপাশি স্টেশন ব্যবস্থাপনাতেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুধু ট্রেনের সংখ্যা বাড়ালেই দায়িত্ব শেষ নয়। নিরাপত্তা ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভিড়ের সময় অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন, প্ল্যাটফর্মে যাত্রী নিয়ন্ত্রণ, টিকিট কাউন্টার ও স্বয়ংক্রিয় গেটের কাছে নজরদারি বাড়ানো হবে। প্রয়োজনে যাত্রীদের সঠিক দিশা দেখাতে ঘোষণা ব্যবস্থাও সক্রিয় রাখা হবে, যাতে হুড়োহুড়ি বা বিভ্রান্তির পরিস্থিতি না তৈরি হয়। বইমেলা কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শুধু বই কেনাবেচা নয়, সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান; সব মিলিয়ে এটি এক প্রকার উৎসব। সেই উৎসবে অংশ নিতে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেন। শহরের পরিবহণ ব্যবস্থা যদি সেই চাপ সামলাতে না পারে, তাহলে উৎসবের আনন্দ অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। সেই কারণেই কলকাতা মেট্রোর এই আগাম পদক্ষেপকে ইতিবাচক চোখে দেখছেন অনেকেই। নিত্যযাত্রীদের মতে, বইমেলার সময় প্রায়ই অফিস থেকে ফেরার পথে মেট্রো স্টেশনে অস্বাভাবিক ভিড়ের মুখে পড়তে হয়। ট্রেনে উঠতে কিংবা নামতে সময় লাগে বেশি। অতিরিক্ত পরিষেবা চালু হলে সেই চাপ অনেকটাই কমবে। বিশেষ করে শনিবার হওয়ায় যাত্রীসংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বাড়ে। অফিসযাত্রীদের সঙ্গে বইমেলামুখী মানুষের স্রোত একসঙ্গে মিশে গেলে পরিস্থিতি সামলানো কঠিন হয়ে ওঠে। এই বাড়তি মেট্রো পরিষেবা সেই সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান করবে বলে মনে করছেন তাঁরা। শুধু মেট্রো নয়, বইমেলা উপলক্ষে শহরের অন্যান্য গণপরিবহণ ব্যবস্থাতেও সাধারণত বাড়তি নজর দেওয়া হয়। বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি পরিষেবা বাড়ানো হয় বিভিন্ন রুটে। তবে শহরের দ্রুততম ও নির্ভরযোগ্য পরিবহণ হিসেবে মেট্রোর ভূমিকা আলাদা। যানজটের ঝামেলা ছাড়াই দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছনো যায় বলেই বইমেলার দিনে অধিকাংশ মানুষ মেট্রোকেই বেছে নেন। ফলে মেট্রোর উপর নির্ভরতা বেড়ে যায় বহুগুণ। মেট্রো রেলের এক আধিকারিকের কথায়, বইমেলার মতো বড় আয়োজনের সময় যাত্রী পরিষেবায় সামান্য ঘাটতিও বড় সমস্যার কারণ হতে পারে। তাই আগে থেকেই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবারের জন্য বাড়তি ট্রেন চালানোর পাশাপাশি প্রয়োজনে পরিস্থিতি অনুযায়ী আরও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতিও রাখা হয়েছে। যাত্রীদের সহযোগিতা পেলে পরিষেবা পরিচালনা আরও সহজ হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। বইপ্রেমীদের অনেকেই এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, বইমেলায় যাওয়ার আনন্দ তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন যাতায়াতের ঝক্কি কম থাকে। দীর্ঘক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা বা অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে যাতায়াত অনেক সময় বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতিরিক্ত মেট্রো পরিষেবা থাকলে পরিবার নিয়ে নিশ্চিন্তে মেলায় যাওয়া সম্ভব হবে। শহরের ট্রাফিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বড় উৎসব বা মেলার সময় গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হলে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমে। তার ফলে রাস্তায় যানজটও কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে থাকে। বইমেলার সময় সল্টলেক ও সংলগ্ন এলাকায় যে তীব্র যানজট তৈরি হয়, তা কমাতে মেট্রোর এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। সব মিলিয়ে বলা যায়, কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলাকে কেন্দ্র করে মেট্রো রেলের এই সিদ্ধান্ত শহরের পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল ও যাত্রীবান্ধব করে তুলবে। ১ ফেব্রুয়ারি ব্লু লাইনে বাড়তি মেট্রো পরিষেবা চালু হওয়ায় বইপ্রেমী থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রী;সবাই উপকৃত হবেন বলেই আশা। বইয়ের উৎসবের আনন্দ যাতে যাতায়াতের ভোগান্তিতে ঢাকা না পড়ে, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ, এমনটাই মনে করছে শহর।

ভোটার তালিকায় 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' প্রকাশে নির্বাচন কমিশন, উঠছে স্বচ্ছতার প্রশ্ন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক তরজা চলছিল। অবশেষে সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, রাজ্যের ভোটার তালিকায় যে সমস্ত 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' বা যুক্তিগত অসঙ্গতি রয়েছে, তার বিস্তারিত তালিকা খুব শীঘ্রই প্রকাশ করতে চলেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। শাসক ও বিরোধী;দু'পক্ষই এই ঘোষণাকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করছে। নির্বাচন কমিশনের অন্দরমহলের খবর অনুযায়ী, ভোটার তালিকার খসড়া সংশোধনের সময় একাধিক ক্ষেত্রে এমন অসঙ্গতি ধরা পড়েছে, যা স্বাভাবিক নিয়মে থাকার কথা নয়। যেমন, কোনও ভোটারের বয়সের সঙ্গে জন্মতারিখের অমিল, একই ব্যক্তির নাম একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে নথিভুক্ত থাকা, অথবা মৃত ব্যক্তির নাম এখনও তালিকায় রয়ে যাওয়া;এই ধরনের বিষয়গুলিকেই মূলত 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কমিশনের মতে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা। সেই কারণেই এই অসঙ্গতিগুলিকে সামনে এনে সংশোধনের প্রক্রিয়া আরও জোরদার করতে চায় তারা। উল্লেখযোগ্যভাবে, পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগ নতুন নয়। অতীতেও বিভিন্ন নির্বাচনের আগে বিরোধী দলগুলির তরফে অভিযোগ উঠেছে যে, ভুয়ো ভোটার ঢুকিয়ে ফল প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার শাসক দলের তরফে পাল্টা দাবি করা হয়েছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই অভিযোগ তোলা হয়। তবে এবার নির্বাচন কমিশন নিজেই যখন 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি'র তালিকা প্রকাশের কথা বলছে, তখন বিষয়টি নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই তালিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য কাউকে দোষারোপ করা নয়, বরং প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ করা। ভোটার তালিকা তৈরির কাজ একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিবছর সংশোধনী হয়, নতুন ভোটার যোগ হন, আবার অনেকের নাম বাদ পড়ে। এই পুরো প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিগত ত্রুটি কিংবা তথ্যগত অসঙ্গতি থেকে যেতে পারে। সেগুলি চিহ্নিত করাই কমিশনের মূল লক্ষ্য। তালিকা প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন এবং নির্বাচনী আধিকারিকদের মাধ্যমে সংশোধনের কাজ শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে। রাজনৈতিক মহলে অবশ্য এই ঘোষণার পর থেকেই জল্পনা তুঙ্গে। বিরোধী শিবিরের একাংশের দাবি, এই তালিকা প্রকাশ হলে দীর্ঘদিনের অভিযোগের সত্যতা সামনে আসবে। তাদের বক্তব্য, ভোটার তালিকায় গরমিল থাকলে গণতন্ত্রই প্রশ্নের মুখে পড়ে। তাই কমিশনের এই পদক্ষেপকে তারা স্বাগত জানালেও, দ্রুত সংশোধনের দাবিও তুলেছে। অন্যদিকে, শাসক শিবিরের মতে, প্রশাসনিক স্তরে যে কোনও বড় তথ্যভাণ্ডারে কিছু ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সেটিকে রাজনৈতিক রঙ দেওয়া ঠিক নয়। তারা দাবি করছে, নির্বাচন কমিশনের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে এবং কমিশন যা সিদ্ধান্ত নেবে, তা মেনেই চলবে রাজ্য। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' বলতে এমন কোনও বিষয় বোঝানো হচ্ছে না, যা প্রমাণ করে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুয়ো ভোটার ঢোকানো হয়েছে। বরং এটি একটি প্রযুক্তিগত পরিভাষা, যার মাধ্যমে তথ্যের অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, কোনও ভোটারের বয়স যদি তালিকায় ১৮ বছরের কম দেখানো থাকে, অথচ তিনি বহু বছর ধরে ভোট দিয়ে আসছেন, তাহলে সেটি একটি লজিক্যাল অসঙ্গতি। একইভাবে, কোনও ভোটারের ঠিকানা পরিবর্তন হলেও যদি পুরনো কেন্দ্র থেকে নাম বাদ না পড়ে, সেখানেও সমস্যা তৈরি হয়। এই সব ক্ষেত্রেই সংশোধনের প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভোটার তালিকা তৈরি হলেও, ভারতের মতো জনবহুল দেশে শতভাগ নির্ভুলতা বজায় রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশনের উচিত নিয়মিতভাবে এই ধরনের তথ্য জনসমক্ষে আনা। এতে সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়ে এবং রাজনৈতিক বিতর্কও কিছুটা প্রশমিত হয়। রাজ্যের সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও এই খবর ঘিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। অনেকেই মনে করছেন, ভোটার তালিকায় গরমিল থাকলে তা দ্রুত ঠিক হওয়া দরকার। কারণ ভোটাধিকার একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার। আবার কেউ কেউ উদ্বিগ্ন, এই প্রক্রিয়ার ফলে অযথা হয়রানির শিকার হতে হতে পারে সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে নাম বাদ পড়া বা সংশোধনের নোটিস এলে, গ্রামাঞ্চলের মানুষকে বারবার ব্লক অফিস বা নির্বাচনী দফতরে যেতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর। এই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখেই নির্বাচন কমিশন আশ্বাস দিয়েছে, সংশোধনের প্রক্রিয়া হবে যতটা সম্ভব সহজ ও নাগরিকবান্ধব। অনলাইন ও অফলাইন; দু'ভাবেই আবেদন জানানোর সুযোগ থাকবে। এছাড়াও, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হবে, যাতে অযথা বিভ্রান্তি না ছড়ায়। সব মিলিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' প্রকাশের সিদ্ধান্ত রাজ্যের নির্বাচনী রাজনীতিতে নতুন করে আলোড়ন ফেলেছে। আগামী দিনে এই তালিকা প্রকাশের পর কী ধরনের তথ্য সামনে আসে এবং সেগুলি কীভাবে সংশোধন করা হয়, তার উপরই অনেকাংশে নির্ভর করবে নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনআস্থা ও রাজনৈতিক পরিবেশের ভবিষ্যৎ গতিপথ।

হুগলিতে বেগুনি পোশাক ঘিরে বিভ্রান্তি, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠল প্রশ্ন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২২ জানুয়ারি ঃ হুগলি জেলায় সম্প্রতি এক অদ্ভুত পরিস্থিতি ঘিরে চরম বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, বেগুনি রঙের পোশাক পরা মহিলাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়া এই খবর ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে, একইসঙ্গে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে হুগলির বিভিন্ন এলাকায় বেগুনি রঙের শাড়ি বা পোশাক পরা মহিলাদের পথ আটকাচ্ছে পুলিশ। কোথাও কোথাও তাঁদের থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। কী কারণে এই ধরনের পোশাক পরা মহিলাদের বিশেষভাবে নজরে রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ না জানিয়েই মহিলাদের আটক করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ গৃহবধূ কিংবা কর্মরত মহিলাদের হেনস্থা হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। অফিসে যাওয়ার পথে বা বাজার করতে বেরিয়ে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন তাঁরা। এক মহিলা জানিয়েছেন, শুধুমাত্র বেগুনি রঙের শাল পরার কারণেই তাঁকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে একাধিক প্রশ্ন করা হয়েছে। কোনও অপরাধ না করেও এমন আচরণের শিকার হতে হওয়ায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন বলে জানান। এই ঘটনার সূত্রপাত কোথায়, তা নিয়ে নানা মত উঠে আসছে। পুলিশের অন্দরমহলের খবর অনুযায়ী, কোনও একটি নির্দিষ্ট অপরাধমূলক ঘটনার তদন্তে নাকি বেগুনি পোশাক একটি 'চিহ্ন' হিসেবে উঠে এসেছে। তবে সেই তথ্য কতটা নির্ভরযোগ্য এবং তা আদৌ জনসমক্ষে আনা উচিত কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ তদন্তের নামে যদি সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করা হয়, তাহলে তা আইন ও মানবাধিকারের পরিপন্থী বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। এদিকে, এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই হুগলির বিভিন্ন এলাকায় মহিলাদের মধ্যে ভয় কাজ করছে। অনেকেই বেগুনি রঙের পোশাক পরা এড়িয়ে চলছেন। দোকানদারদের কাছেও নাকি এই রঙের শাড়ি বা জামাকাপড় বিক্রি কমে গিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। সমাজের একটি অংশ মনে করছে, কোনও রঙ বা পোশাকের ভিত্তিতে মানুষকে চিহ্নিত করা হলে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা তৈরি করতে পারে। বিষয়টি নিয়ে মানবাধিকার কর্মীরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, পোশাক কোনও অপরাধের প্রমাণ হতে পারে না। যদি কোনও নির্দিষ্ট সন্দেহভাজন থাকে, তাহলে আইন মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু শুধুমাত্র রঙের ভিত্তিতে মহিলাদের আটক করা হলে তা ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর সরাসরি আঘাত। এতে সমাজে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য অশনিসংকেত। রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিরোধী দলের একাংশ পুলিশের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছে। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের এই ধরনের আচরণ সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে, শাসক শিবিরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তদন্তের স্বার্থে পুলিশ যদি কোনও পদক্ষেপ নেয়, তবে তা সম্পূর্ণ আইন মেনেই হওয়া উচিত। তবে কোনওভাবেই সাধারণ মানুষকে অযথা হেনস্থা করা সমর্থনযোগ্য নয় বলেও মত প্রকাশ করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের তরফে যদিও সরাসরি বেগুনি পোশাক পরা মহিলাদের আটক করার অভিযোগ মানতে চাওয়া হয়নি। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, কোনও রঙকে লক্ষ্য করে কাউকে আটক করা পুলিশের নীতি নয়। তবে নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের ভিত্তিতে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। যদিও এই বক্তব্যে পুরোপুরি আশ্বস্ত নন এলাকাবাসী।

লিফট ডাক্টে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু শিশুর, শোকস্তব্ধ এলাকা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কলকাতা, ২২ জানুয়ারি নগরীর বুকে ফের এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা। এন্টালির একটি আবাসনে লিফট ডাক্টে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল মাত্র তিন বছরের এক শিশুর। মুহূর্তের অসতর্কতায় ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ পরিবার থেকে শুরু করে গোটা এলাকা। শিশুটিকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হলেও শেষরক্ষা হয়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের শহরের আবাসনগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এন্টালির ওই বহুতল আবাসনে পরিবারের সঙ্গে থাকত শিশুটি। প্রতিদিনের মতোই সেদিনও বাড়ির মধ্যেই খেলাধুলো করছিল সে। পরিবারের সদস্যরা তখন নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময়েই আচমকা ঘটে যায় বিপত্তি। অভিযোগ, লিফটের দরজা খোলা ছিল বা আংশিক খোলা অবস্থায় ছিল। শিশুটি বুঝে ওঠার আগেই অসাবধানতাবশত লিফটের ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং সেখান থেকে ডাক্টে পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই চিৎকারে ভরে ওঠে এলাকা। শিশুটির পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেই ছুটে আসেন পরিবারের সদস্যরা এবং প্রতিবেশীরা। দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকল ও পুলিশকে। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, পড়ে যাওয়ার ফলে শিশুটির শরীরে একাধিক গুরুতর আঘাত লেগেছিল, যা তার মৃত্যুর কারণ হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ভেঙে পড়েছেন শিশুটির বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। কান্নায় ভেঙে পড়া স্বজনদের সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছে প্রতিবেশীদের। এলাকাবাসীর একাংশের বক্তব্য, ওই আবাসনের লিফট দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যাযুক্ত ছিল। মাঝেমধ্যে দরজা ঠিকমতো বন্ধ না হওয়া, আচমকা লিফট বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অভিযোগও নাকি আগে উঠেছিল। কিন্তু সেগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি বলেই অভিযোগ উঠছে। ঘটনার খবর পেয়ে এন্টালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। লিফট রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থা ও আবাসনের পরিচালন কমিটির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ জানিয়েছে, লিফটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক ছিল কি না, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছিল কি না, সেই সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই আবাসনের বাসিন্দাদের মধ্যে। বিশেষজ্ঞদের মতে, লিফট সংক্রান্ত দুর্ঘটনা এড়াতে একাধিক নিয়ম মেনে চলা জরুরি। লিফটের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ না হলে সেটি চলাচল বন্ধ থাকার ব্যবস্থা থাকা উচিত। পাশাপাশি, শিশুদের লিফট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধ্বে রয়েছে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা পরীক্ষার বিষয়টি। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও এই বিষয়ে আরও কড়া নজরদারির প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকেই। এই দুর্ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রতিবেশীরা একবাক্যে বলছেন, এমন মৃত্যু কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। একটি ছোট্ট শিশুর প্রাণ চলে যাওয়ার ঘটনা শুধু একটি পরিবারের ক্ষতি নয়, গোটা সমাজের ব্যর্থতার প্রতিফলন। অনেকেরই দাবি, এই ঘটনার পর যাতে আর কোনও পরিবারকে এমন শোকের মুখে পড়তে না হয়, তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। এন্টালির এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ফের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল শহরের আবাসনগুলিতে নিরাপত্তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসন, আবাসন কর্তৃপক্ষ এবং বাসিন্দা; সব পক্ষের সমন্বিত সচেতনতা ছাড়া যে এই ধরনের দুর্ঘটনা রোখা সম্ভব নয়, তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল।

এসআইআর 'হেনস্তা'র বিরুদ্ধে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল হাওড়ার বালিতে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দুরন্তবার্তা, ২২ জানুয়ারি ঃ এস.আই.আর. 'হেনস্তা'র বিরুদ্ধে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল হাওড়ার বালিতে। উত্তর হাওড়ার বাঁধাঘাটে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার পরিবর্তন সভার আগেই হাওড়ার বালিতে বৃহস্পতিবার তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এসআইআর 'হেনস্তা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হলো। উত্তর হাওড়ার বাঁধাঘাটে বিজেপি'র পরিবর্তন সংকল্প সভার আগে বালি কেন্দ্র তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ডাকে এদিন এক বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বালিখাল ৫৪ নম্বর বাসস্ট্যান্ডের সামনে থেকে বালি বাদামতলা পর্যন্ত ওই মিছিল হয়। নির্বাচন কমিশন যেভাবে প্রতিদিন এসআইআর প্রক্রিয়ায় নানাভাবে 'হেনস্তা' করছে তার বিরুদ্ধে ওই মিছিল হয়। এদিনের মিছিলে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল যথেষ্টই চোখে পড়ার মতো।

হাওড়ায় আন্তরাজ্য ব্রাউন সুগার পাচার চক্রের হদিশ, জালে ২

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ আন্তরাজ্য ব্রাউন সুগার পাচার চক্রের হদিশ হাওড়ায়, গোয়েন্দা পুলিশের জালে ধৃত দুই। ব্রাউন সুগার ও নগদ টাকা সহ ২ যুবককে হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন বাস স্ট্যান্ড থেকে গ্রেফতার করা হয়। হাওড়া পুলিশ সূত্রের খবর, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে হাওড়া গোয়েন্দা বিভাগ বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের নাম মহম্মদ জাভেদ (৩৫) ও শেখ জাহিদ (৩৫)। মহম্মদ জাভেদ শিবপুর ট্রামডিপোর কাউস ঘাটের বাসিন্দা। অপর অভিযুক্ত শেখ জাহিদ ওড়িশার সম্বলপুরের বাসিন্দা। এদের কাছ থেকে ৫৭২.৮৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং ৮,৫৩,০০০/- টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে। তদন্তে জানা গেছে, যে অভিযুক্তরা বেশ কয়েকমাস ধরে মাদক পাচারের কাজে যুক্ত। ওড়িশা থেকে হেরোইন সংগ্রহ করে হাওড়া ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে সরবরাহ করত। এনডিপিএস আইনের অধীনে একটি নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে। ব্রাউন সুগারের এই আন্তরাজ্য পাচার চক্রে এদের সহযোগী বাকি চাঁইদের খোঁজ চলছে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য দৌড় কিংস্টন এডুকেশন ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ শিক্ষা যদি ভিত হয়, স্বাস্থ্য হল সম্পদ। সেই আপ্ত বাক্য স্মরণ করেই 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্যর জন্য দৌড়লেন 'কিংস্টন এডুকেশনাল ইন্সটিটিউট'-এর ছাত্রছাত্রীগণ।সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ বারাসাত হেলা বটতলা মোড় সংলগ্ন মিলনী সংঘ-র প্রাঙ্গণ থেকে এই দৌড় শুরু হয়ে শেষ হয় 'কিংস্টন এডুকেশনাল ইন্সটিটিউট'-এর মূল ফটকে। এদিন টলিউড অভিনেতা আবীর চট্টোপাধ্যায় ও অভিনেত্রী ঈশা সাহা-র উপস্থিতিতে মশাল জ্বালিয়ে 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য দৌড়'-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন 'কিংস্টন এডুকেশন ইনস্টিটিউট' ও 'কিংস্টন জেনারেল হসপিটাল'-এর সভাপতি টিপম ভট্টাচার্য এবং 'কিংস্টন ল কলেজ'-এর অধ্যক্ষ, ডিরেক্টর সুমন গুপ্ত শর্মা। 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্যর জন্য দৌড়' শেষ হওয়ার পর 'কিংস্টন এডুকেশনাল ইন্সটিটিউট' প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে টলিউড ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রীর অভিনেতা ও অভিনেত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেন। 'কিংস্টন এডুকেশনাল ইন্সটিটিউট'-এর তরফে অধ্যক্ষ টিপম ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'স্বাস্থ্যই সম্পদ, তাই সবার স্বাস্থ্যর দিকে সবিশেষ নজর রাখা উচিত।'

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৫৪ সংখ্যা, শুক্রবার ৯ মাঘ ১৪৩২

দেবী সরস্বতীর বরপুত্র

ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধ করলেন বাগ দেবীর বরপুত্র গণ। এদের কথা উল্লেখ করতে গেলে আগেই যাঁর নাম মনে পড়ে তিনি হলেন মহর্ষি বাল্মীকি। তিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত মহাকাব্যটি জগতে বিখ্যাত হয়েছে। এখনও রামায়ণ নিয়ে চর্চা হয়, গবেষণা হয়ে থাকে। তারপরে যার নামটি এসে উপস্থিত হয় তিনি হলেন ব্যাসদেব। তিনি 'মহাভারত' রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ঋষি। ব্যাসদেবের 'মহাভারত' জগত বিখ্যাত হয়েছে। এখনও তাঁর মহাকাব্য নিয়ে সারা বিশ্বে চর্চা হয়ে থাকে। বাগ দেবীর বহু বরপুত্র রয়েছেন। সবার কথা আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র পরিসরে একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত বাগ দেবীর বরপুত্রের কথা উল্লেখ করবো এখানে। এবারে যার নাম এসে পড়ে তিনি হলেন কালিদাস। তিনি স্বয়ং সরস্বতী দেবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বলে একটি গল্প কথা প্রচলিত রয়েছে। তিনি 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' কাব্য রচনা করে সংস্কৃত সাহিত্যকে উজ্জ্বল করেছেন। তারপরে কবি জয়দেবের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি রাজসভার কবি ছিলেন। কালিদাসও রাজসভার কবি ছিলেন। কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করে সংস্কৃত সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন। নবদ্বীপের চৈতন্যদেবের নামও করতে হয়। তিনি ছিলেন একাধারে সংস্কৃত পণ্ডিত এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন বাংলায়। শ্রীকৃষ্ণ রাধা ভক্তি গীতিকে বাংলায় স্থান করে দিয়েছিলেন। তারপরে নাম করতে হয় বিদ্যাপতি। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। যদিও তিনি চৈতন্যদেবের আগের কবি। তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনা করে গিয়েছেন। তারপরে নাম করতে হয় কবি চণ্ডীদাসের। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করে গিয়েছিলেন। তাঁর রচিত বহু কৃষ্ণ রাধা প্রেম কাহিনী নিয়ে বহু পদাবলী পাওয়া যায়। এরপরে নাম করতে হয় রামপ্রসাদ সেনের। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে বাংলার সাহিত্য সম্পদ বৃদ্ধি করেন। তারপরে নাম করতে হয় ভারতচন্দ্রের। তিনি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। মঙ্গল কাব্য রচয়িতারাও বাগ দেবীর বরপুত্র ছিলেন। মঙ্গল কাব্য বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মনসা মঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং শিবায়ন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। সংস্কৃতি জগতে বাংলাকে আরও বেশি করে সমৃদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন উদয়শঙ্কর, রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলি আকবর সহ আরও অনেকে। সঙ্গীতের বরপুত্র ছিলেন রামপ্রসাদ সেন, অতুল প্রসাদ সেন, কানা কেষ্ট, রাই চাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মন সহ আরও বহু বাগ দেবীর বর পুত্রগণ রয়েছেন। বাংলায় সরস্বতী পুজো এসে উপস্থিত হলে এঁদের কথা প্রথমেই মনে পড়তে শুরু করে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বিদ্যাসাগরকে একেবারে বাদ দেওয়া অসম্ভব। বাংলার নবজাগরণের যুগে বাংলায় বহু বাগ দেবীর বরপুত্র জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা এই বিশ্বকে বহু কিছু দিয়ে গিয়েছেন যা দিয়ে মানব সভ্যতা বিকাশ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞানে রয়েছেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু এবং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং সত্যেন বোস রয়েছেন। এক সময়ে বাগ দেবীর আশির্বাদ লাভ করে বাংলায় বহু মনীষীরা জন্ম গ্রহণ করে গিয়েছেন যাদের অবদানের কথা কেউই কোনও দিন ভুলতে পারবে না। কবিগুরু সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে উজ্জ্বল করতে সমর্থ হয়েছিলেন সরস্বতীর আশির্বাদ লাভ করে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতাও সরস্বতীর আশির্বাদ লাভ করেছিলেন। এঁদের কথা স্মরণ করতে হয়।

নবাব সিরাজদৌল্লা

নবাব সিরাজদৌলা সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন 'সিরাজ উদ্দৌলা, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, মাতামহের পুরাতন কর্মচারী ও সেনাপতিদিগকে পদচ্যুত করিলেন। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক কতিপয় অল্পবয়স্ক দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল। তাহারা, প্রতিদিন, তাঁহাকে কেবল অন্যায্য ও নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে পরামর্শ দিতে লাগিল। ঐ সকল পরামর্শের এই ফল দর্শিয়াছিল যে, তৎকালে, প্রায় কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি বা কোনও স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পায় নাই।' সিরাজের সমকালীন ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের (ইনি সিরাজের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সৈকত জংয়ের গৃহশিক্ষক ছিলেন) লেখা পুস্তক সায়র-উল- মুতাক্ষরিণ এ সিরিজের নিষ্ঠুরতা,অর্থলোভ, নারী পিপাসু তথা লাম্ফট্যের বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়। পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে নবীনচন্দ্র বা স্যামুয়েল চার্লস তার ১৭৫৬-১৭৫৭" তে সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে কিভাবে সিরাজের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। ইচ্ছা থাকলে যে কেউ এগুলো পড়ে দেখতে পারেন। পলাশীর যুদ্ধ কাব্যের প্রথম সর্গে নবীনচন্দ্র স্পষ্ট লিখেছেন,'যবনের অত্যাচার করি দরশন, বিমল হৃদয় পাছে হয় কলুষিত, ভয়েতে নক্ষত্র-মালা লুকায়ে বদন, নীরবে ভাবিছে মেঘে হয়ে আচ্ছাদিত।' সিরাজের প্রথম সন্তান জন্মিয়েছিল তার বিবাহের আগেই! সিরাজের সেনাপতি মোহনলালের বোন 'মাধবীর'(হীরা) সাথে সিরাজ জোরপূর্বক অবৈধ সম্পর্ক বানায়। এবং এর ফলে মাধবী গর্ভবতী হয়ে যায় এবং পুত্র সন্তান জন্ম দেয় । উৎপন্ন ছেলের দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে অবিবাহিতা তথা কুমারী মা মাধবী সিরাজকে জোর করলে সিরাজ একটা ঘোড়ার পিঠে বাচ্চাটাকে বেঁধে ছেড়ে দিয়ে ঘোড়াকে তাড়িয়ে দিয়ে মজা দেখতে থাকে এবং অপেক্ষা করতে থাকে কখন বাচ্চাটা মারা যায়! তখন মাধবী দৌড়ে গিয়ে মোহনলালকে অনুরোধ করে এবং মোহনলাল গিয়ে ঘোড়াকে থামিয়ে সেই বাচ্চাকে উদ্ধার করে। বিবাদ বেশিদূর গড়ানোর আগেই আলীবর্দী সিরাজের সাথে মাধবীর বিয়ে দেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

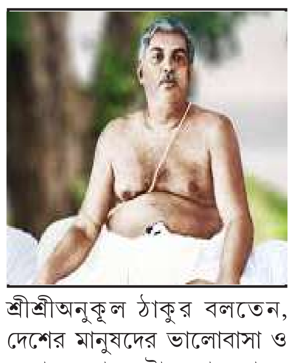

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, দেশের মানুষদের ভালোবাসা ও সেবা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না।

সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে।এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করবে না।। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন,মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না।মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে মত বিরোধ থাকলেও নেতাজি ও জহরলাল স্বদেশি প্রেমিক

শুভেন্দু চ্যাটার্জী

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও জহরলাল নেহেরু সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে কথাটি আছে সেটি হল দুজনেই ছিলেন দেশপ্রেমী। দুজনেই ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের দেশের স্বাধীন তার জন্য কঠোর সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯২০ র দশকের গোড়ার দিকে দুই ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক জগতে আবির্ভাব ঘটে। কৃষ্ণা বসু যাওয়া তিনি সময়ের অপচয় বলে মনে করতেন। তাঁর অন্তরে অবিরত এক তাগিদ ছিল যে তার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য তাকে প্রস্তুত হতেই হবে। অপরদিকে জহরলাল ছিলেন চিন্তাশীল ও স্বপ্নবিলাসী। ১৯২০ সালে জহরলাল যখন ত্রিশের উপর বয়স, একদল কৃষকের সম্মুখীন হন। সেই কৃষকদের দুর্দশা তাকে মর্মাহত করে তিনি বলেন, ভারতবর্ষের এক নতুন চেহারা আমার চোখের

'প্রসঙ্গ নেতাজি' গ্রন্থতে লিখেছেন 'দুজনেরই ছিল চুম্বকের মতো আকর্ষণীয় ক্ষমতা, অন্য কোন নেতার মধ্যে এই তারুণ্যে ভরপুর অথচ কিঞ্চিত রহস্যময় মনো হারিনী শক্তি দেখা যায়নি। এরা দুজনেই সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন এবং দেশবাসীর উচ্ছ্বসিত অনুরাগ অর্জন করেন। দুজনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন অতি সচ্ছল পরিবারে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রসাধনের জীবন বেছে নিয়েছিলেন। অল্প বয়স থেকেই ভারতের মানুষের দুঃখ দুর্দশা নেতাজিকে ব্যথিত করত। এমনি তাঁর মা ও তার প্রিয় মেজ দাদা শরৎচন্দ্র বসুকে অসংখ্য পত্র প্রেরণ করেন, যেখানে সুভাষচন্দ্রের মানুষের দুর্দশার কথা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর মাকে এক চিঠিতে লিখেছেন, আমাদের দেশের অবস্থা কি দিন দিন এই রূপ অধঃপতিত হইতে থাকিবে--দুঃখিনী ভারত মাতার কোন সন্তানকে নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া মায়ের জন্য জীবনটা উৎসর্গ করিবে না? বাল্যবন্ধু হেমন্ত সরকারকেও তিনি লিখেছেন। কিন্তু আজ জীবন আমার Enjoyment এর জন্য নয় my life is a mission duty দিলীপ কুমার রায় সুভাষ চন্দ্রের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন, যখন সুভাষ চন্দ্র কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন, তখন কোনও উপন্যাস পড়া বা থিয়েটারে

সামনে জেগে উঠলো-উলঙ্গ ক্ষুধার্ত নিপীড়িত একান্ত দুর্গত।

ছাত্র জীবনে দুজনেই ছিলেন মেধাবী। সুভাষচন্দ্র বসু ওপরে তাঁর শিক্ষক বেণীমাধব দাসের প্রভাব পড়ে। অপরদিকে জহরলাল নেহেরু বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন। স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং তিনি ইউরোপিয়ান শিক্ষক এফ.টি ব্রুকসের দ্বারা প্রভাবিত হন। নেতাজী তাঁর শিক্ষক বেণীমাধব দাস সম্বন্ধে বলেন, প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার মধ্যে সৌন্দর্য ও নীতিবোধ জাগ্রত করেছিলেন। আমার জীবনে নতুন এক শক্তি এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু এমন কোন আদর্শ তার কাছ থেকে লাভ করিনি, যার জন্য সমগ্র সত্তাকে আমি উৎসর্গ করতে পারি। সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের আদর্শের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণা বসু 'প্রসঙ্গ নেতাজি' গ্রন্থে লিখেন, সুভাষ চন্দ্রের জীবনে বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ফলে যেন এক বিপ্লব ঘটে গেল তিনি উপলব্ধি করলেন মানব সেবা ও তার নিজের মুক্তি এই হবে জীবনের লক্ষ্য। ১৬ বছর বয়সে তিনি সাময়িকভাবে গৃহ ত্যাগ করে গুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। ছাত্র জীবনে তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করতেন এবং সম্পদ সচ্ছলতার মধ্যে বাস করেও নিজের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনের জীবন বেছে নেন। অপরদিকে নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেন, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস্থায় থাকার সময় তিনি একজন man about tow র জীবন যাপন করতেন। কেমব্রিজে তাঁর ছিল নানা রকম সৌখিন অভিজ্ঞতায় পূর্ণ জীবন। এই দুই মহান পুরুষের ধর্ম নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে কৃষ্ণ বসু 'প্রসঙ্গ নেতাজী'তে লিখেন, ধর্ম সম্বন্ধে নেহেরু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। অপরদিকে সুভাষ চন্দ্র ছিলেন গভীরভাবে ধর্মপরায়ণ অবশ্য ধর্ম কথাটিকে এখানে ব্যাপকতম অর্থে ধরতে হবে। প্রাণহীন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নয়। আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার মন্ত্রী আয়ার উল্লেখ করেছেন যুদ্ধের সময় ব্যস্ততম মুহূর্তে নেতাজি নিজেকে অকস্মাৎ সরিয়ে নিতেন ও নির্জনে পুজো ধ্যানের পর যেন নতুন উদ্দীপনায় ফিরে আসতেন। জীবনের নানা উত্থান পতনে সুভাষচন্দ্র যে শান্ত ও ধীর থাকতেন কারণ তিনি ধর্ম থেকে আত্মিক শক্তি লাভ করতেন। ওর কাছে এর বাস্তব প্রয়োজন ছিল। তবে দুজনাই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রবল ভাবে ঘৃণা করতেন।

দুজনাই গান্ধীপন্থী নেতাদের থেকে অবশ্যই স্বতন্ত্র ছিলেন। গান্ধীপন্থীদের মত চরকায় সুতো কাটা দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করা যাবে তা বিশ্বাস করতেন না। তবে সুভাষচন্দ্র যেমন প্রতিবাদ করতেন সরাসরি। নেহেরু তা করতেন না কারণ তার মধ্যে ছিল সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্দ। নেহেরুর মধ্যে একদিকে ছিল নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস অপরদিকে ছিল গান্ধীজীর প্রতি প্রবল আনুগত্য ।যখন জাতীয় প্ল্যানিং কমিটি গঠন করা হয় তখন নেহেরুকে সুভাস তার সভাপতি করেন। এবং নেহেরুকে সুভাষ বলেন, আশা করি তুমি প্ল্যানিং কমিটির সভাপতি হতে স্বীকৃত হবে যদি এটা সফল করতে হয় তোমাকে রাজি হতেই হবে।এই প্ল্যানিং কমিটি যাতে যথার্থ ভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নেহেরুকে চিঠিতে লেখেন, আমাদের সকলেরই মতে কংগ্রেস হাই কমান্ডে মাত্র দুজনই সত্যি কারের মর্ডানিস্ট আছে আপনিও সুভাষ বাবু, প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আপনার সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যাবে। তাই সুভাষ বাবুকে আর একবার কংগ্রেসের সভাপতি রূপে নির্বাচিত দেখতে খুবই উৎসুক। আরেকটি বিষয়ে দুজনের মধ্যে খুব মিল হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুজনেই ভারতের মুক্তি সংগ্রামের কথা প্রচার করেছিলেন এবং বহির্বিশ্বে ভারতের দুর্দশার কথা তারা প্রচার করে সারা বিশ্বে ভারতের প্রতি সহানুভূতি আদায়ের জন্য সচেষ্ট হন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেতাজি স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন, আমাদের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে আমার প্রথম বিবেচনা হচ্ছে যে আমরা কোন দেশের আভ্যন্তরীণ নীতি বা তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হবো না। আমরা সব দেশেই এমন কিছু মানুষ পাবো যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আকাংখার প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাধারা যাই হোক না কেন। নেতাজী একটা পরাধীন দেশের একাকী প্রতিনিধি হিসেবে হিটলার বা তোজোর মতো রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে গিয়েছেন ভারত তথা নিজের শর্ত আদায় করেছেন। ডা. ব্যাস লিখেন, নেতাজির মধ্যে আমি একটি রাজনৈতিক প্রবাদের সততা প্রত্যক্ষ করেছি। শোনা যায় স্টালিন নাকি বলেন, একজন ভালো বিদেশ মন্ত্রী দশটা সেনাবাহিনীর সমান। এই কথাটা যেন নেতাজির মধ্যে পূর্ণভাবে ফুটে উঠেছিল। সে সময় পৃথিবীর তা বড় সব শক্তির সমকক্ষ হিসেবে দাঁড়াবার মতো তার কিবা ছিল? বলার মত সেনাবাহিনীও নেই। তাদের দেওয়া সাহায্যের বদলে এইসব মহা শক্তিশালী বিদেশী রাষ্ট্রকে কিবা দেবার প্রতিশ্রুতি উনি দেবেন? যুদ্ধের সময় ইউরোপে তাই সকলেই নেতাজি সাহস দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র বসু একবার জহরলাল নেহরুকে সুদীর্ঘ ২৭ পাতার পত্র প্রেরণ করেন সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, আমি তোমাকে (নেহেরু) চিরদিন রাজনীতিতে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও নেতা হিসেবে দেখে এসেছি। আমি প্রায়ই তোমার কাছে পরামর্শও চেয়েছি, এই চিঠির জবাবে নেহেরু বলেন, এর জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। ব্যক্তিগতভাবে চিরদিন তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল এবং আছে যদিও মাঝে মাঝে তুমি যে কাজ করেছো বা যেভাবে করছো তা আমি অপছন্দ করেছি। অপছন্দের কারণ হিসেবে নেহেরু বলেন, হয়তো কোন কোন দিকে তুমি আর আমি ভিন্ন প্রকৃতির, আর জীবন ও তার নানা সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। কৃষ্ণ বসু উল্লেখ করেন, এই যে চরিত্রের প্রকৃতিগত অমিল এটা ছাড়াও আর একটা ব্যাপার এদের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করেছিল। তা হল মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব। গান্ধীজীর প্রতি জহরলালের ছিল অন্ধ আনুগত্য আবার গান্ধীজীরও ছিল নেহেরুর ওপর সম্মোহনী প্রভাব। গান্ধীজীর চারপাশে যেসব কর্মী ও নেতা ছিলেন তাদের মধ্যে এক সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে এই গান্ধীজীর সম্মোহন শক্তি পরাভূত হয়েছিল। তরুণ সুভাষচন্দ্রের মধ্যে গান্ধীজী এক পরাক্রমশালী নেতাকে দেখেন। সেই জন্য ১৯৩৮ সালে তাকে কংগ্রেসের সভাপতি করেন।

উপকূলীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় কোস্টাল সাইক্লোথন ২০২৬

বুদ্ধদেব মিশ্র

উপকূলীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় ঐক্যের বার্তা নিয়ে শুরু হচ্ছে 'সিআইএসএফ বন্দে মাতরম কোস্টাল সাইক্লোথন,২০২৬'। ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ ঃ উপকূলীয় নিরাপত্তা জোরদার, জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করা এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী আগামী ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে শুরু করতে চলেছে তাদের ঐতিহাসিক উদ্যোগ-'সিআইএসএফ বন্দে

মাতরম কোস্টাল সাইক্লোথন -২০২৬'।এটি এই কর্মসূচির দ্বিতীয় সংস্করণ।

ভারতের প্রায় ৬,৫৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ মূল ভূখণ্ডের উপকূলরেখা জুড়ে ২৫ দিনব্যাপী এই সাইক্লোথনের সূচনা হবে ভার্চুয়ালি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী নিত্যানন্দ রাই নয়াদিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়াম থেকে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক পতাকা উড়িয়ে দেবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সিআইএসএফ-এর শীর্ষ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

থিম ও লক্ষ্য ঃ এবারের সাইক্লোথনের মূল থিম- সুরক্ষিত তট, সমৃদ্ধ ভারত। 'বন্দে মাতরম'-এর দেশাত্মবোধক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এই অভিযান উপকূল রক্ষায় নাগরিক সচেতনতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় দায়বদ্ধতার বার্তা বহন করবে।

দুই প্রান্ত থেকে যাত্রা ঃ সাইক্লোথনটি একযোগে দুই দিক থেকে শুরু হবে- পশ্চিম উপকূলঞ্জ গুজরাটের কচ্ছ জেলার লখপত দুর্গ থেকে পূর্ব উপকূল ঃ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকখালি থেকে দুই দল দেশের উপকূলবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শহর ও জনপদ অতিক্রম করে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কেরালার কোচিনে মিলিত হবে। পথে উল্লেখযোগ্য শহরগুলির মধ্যে রয়েছে; পশ্চিমেঞ্জ সুরাট, মুম্বই, গোয়া, মাঙ্গালুরু পূর্বেঃ হলদিয়া, কোনার্ক, পারাদ্বীপ, বিশাখাপত্তনম, চেন্নাই, পুদুচেরি, কন্যাকুমারী।

অংশগ্রহণ ও প্রস্তুতি ঃ এই অভিযানে ১৩০ জন সিআইএসএফ কর্মী, যার মধ্যে ৬৫ জন মহিলা, অংশ নেবেন। অংশগ্রহণকারীরা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে কঠোর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন;সহনশীলতা বৃদ্ধি, পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, সাইক্লিং নিরাপত্তা, দীর্ঘপথে চালনার কৌশল এবং সাইকেলের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। পেশাদার সাইক্লিস্টদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। উপকূলীয় নিরাপত্তায় সিআইএসএফ-এর ভূমিকা ঃ ভারতের ২৫০টিরও বেশি বন্দর, যার মধ্যে ৭২টি এক্সিম বন্দর, দেশের প্রায় ৯৫ শতাংশ বাণিজ্য পরিচালনা করে। এই গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলিকে সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি মাদক, অস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচার, অনুপ্রবেশ ও বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধে সিআইএসএফ দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে দেশের ১২টি প্রধান বন্দর এবং পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরে সিআই এসএফ মোতায়েন রয়েছে।

গ্রাম ও সমাজের সঙ্গে সংযোগ ঃ এই সাইক্লোথনের অংশ হিসেবে সিআইএসএফ দলগুলি ৫০টিরও বেশি উপকূলবর্তী গ্রামে রাতযাপন করবে। স্থানীয় মৎস্যজীবী ও উপকূলবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময়, মাদকবিরোধী সচেতনতা, মানব পাচার রোধে প্রচার, স্বচ্ছ ভারত পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি সিএসআর উদ্যোগে নির্বাচিত এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনাও রয়েছে। জাতীয় স্তরে প্রচার ঃ দেশব্যাপী সচেতনতা বাড়াতে এই সাইক্লোথন রুটের নয়টি প্রধান শহরে একযোগে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে। **ছবি ও সংবাদে ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র (চিত্র সাংবাদিক)**

ব্রহ্মার মুখ গহবর থেকে দেবী সরস্বতীর সৃষ্টি হয়

কৌশিক দাস

ব্রহ্মার মুখ গহ্বর থেকে সৃষ্টি হয় দেবী সরস্বতীর। পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেও নিজের সৃষ্টি নিয়ে তিনি খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। সরস্বতী তাঁকে এই বিশ্বকে কী ভাবে আরও সুন্দর করে তোলা যায়, সে সম্পর্কে পরামর্শ দেন। পুরাণের কোথাও কোথাও সরস্বতীর স্বামী হিসেবে বিষ্ণুর কথা উল্লেখ করা আছে। আবার কোথাও ব্রহ্মাকে সরস্বতীর স্বামী হিসেবে বলা হয়েছে। পুরাণের একটি কাহিনি অনুসারে একবার কোনও একটি অনুষ্ঠানে ব্রহ্মার পাশে সময়মতো এসে উপস্থিত হতে ব্রহ্ পারেননি সরস্বতী। সেই কারণে ব্রহ্মা গায়ত্রী নামে নিজের আরও এক স্ত্রীর সৃষ্টি করেন। সেই কথা জানতে পেরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন সরস্বতী। তিনি ব্রহ্মাকে অভিশাপ দেন যে ত্রিমূর্তির অন্যতম হলেও মর্ত্যলোকে ব্রহ্মার পুজো করা হবে না। সেই কারণে শিব ও বিষ্ণু পূজিত হলেও ব্রহ্মার মন্দির সে ভাবে কোথাও দেখা যায় না।

কিন্তু কিভাবে সৃষ্টি হল দেবী সরস্বতীর? শিব ও পার্বতীর মেয়ে হিসেবেই আমরা বাঙালিরা সাধারণ ভাবে দেখতে অভ্যস্ত দেবী সরস্বতীকে। পুরাণ কিন্তু অন্য কথা বলছে। বাগদেবীর সৃষ্টি হয়েছিল ব্রহ্মার মুখ গহ্বর থেকে। ব্রহ্মার সকল ভালো গুণ একত্রিত হয়ে তা ধীরে ধীরে এক নারীর আকার নিতে থাকে।

এই ভাবেই ব্রহ্মার মুখ গহ্বর থেকে সৃষ্টি হয় দেবী সরস্বতীর। মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পুজো হয় বলে এই দিনটি বসন্ত পঞ্চমী নামেও পরিচিত। হিন্দু ধর্ম অনুসারে সরস্বতী বিদ্য়া, শিল্পকলা ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

কিন্তু কী ভাবে এই দেবীর সৃষ্টি হল সে নিয়ে পুরাণে এক আশ্চর্য গল্প আছে। হিন্দু ধর্মের সর্বোচ্চ আসনে থাকা তিন দেবতার অন্যতম হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নিয়েই ত্রিমূর্তি। পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মা হলেন স্বয়ম্ভু। অর্থাত্ঞ্চ তাঁর কোনও পিতা ও মাতা নেই। তিনি নিজেই নিজের জন্ম দিয়েছেন। এই আশ্চর্য জন্মের পর ব্রহ্মা ধ্যানে বসেন। সেই ধ্যানে তিনি তাঁর সকল ভালো গুণকে একত্র করতে থাকেন। আর ব্রহ্মার সকল ভালো গুণ

একত্রিত হয়ে তা ধীরে ধীরে এক নারীর আকার নিতে থাকে। এই ভাবেই ব্রহ্মার মুখ গহ্বর থেকে সৃষ্টি হয় দেবী সরস্বতীর। ব্রহ্মার প্রথমে একটিই মুখ ছিল। অত্যন্ত সুন্দর সেই দেবীকে দর্শন করার জন্যই ব্রহ্মার আরও চারটি মুখের সৃষ্টি হয়। বসন্ত পঞ্চমীতেই দেবী সরস্বতীর জন্ম হয়। সরস্বতী সকল বেদের মা বলে মনে করা হয়। সকল শব্দ ও ভাষার উৎপত্তি তাঁর থেকে হয়েছিল বলে ব্রহ্মা সরস্বতীর নাম দেন বাগদেবী। আমাদের রাজ্য সহ পূর্ব ভারতের অনেক জায়গাতেই সরস্বতীকে শিব ও পার্বতীর কন্যা বলে মনে করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মে সরস্বতীকে মঞ্জুশ্রী নামে আরাধনা করা হয়।সরস্বতীকে প্রথমে আমরা নদীরূপে, পরে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে কল্পনা করে থাকি। তিনি সঙ্গীতেরও দেবী। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, সাহিত্য এবং ইতিহাসে দেবী সরস্বতীর বিভিন্ন কাহিনি এবং বিভিন্ন রূপের কথা জানতে পারি। পুরাণ থেকে জানা যায়, সরস্বতী নদীর মহিমার সঙ্গে নারীজাতির একটি শুচিতার সম্পর্ক ছিল। স্বর্গের সুন্দরী, অপ্সরা, নর্তকীদের মধ্যে সরস্বতীর প্রভাব ছিল যথেষ্ট।

বিশ্বামিত্র মুনি ছিলেন রাজর্ষি। তিনি ব্রহ্মর্ষি হতে না পারায় মহামুনি বশিষ্ঠের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল না। যেহেতু বশিষ্ঠ মুনি ছিলেন ব্রহ্মর্ষি। অনেক চেষ্টা করেও ব্রহ্মর্ষি হতে না পারায় বশিষ্ঠের প্রতি বিশ্বামিত্রের এক তীব্র ক্ষোভ তাঁকে একেবারে ক্রোধে উন্মাদ করে তুলল। তিনি এই সময় সরস্বতী নদীকে আদেশ করলেন, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমকে ভাসিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। কিন্তু সরস্বতী নদী তাতে কোনও মতেই সম্মত হলেন না। তখন বিশ্বামিত্রের অভিশাপে সরস্বতী রক্ত নদীতে পরিণত হলেন। সরস্বতীর এই ভয়াবহ রূপ মহাদেব মেনে নিতে পারলেন না। তার আশীর্বাদে সরস্বতী পূর্বাবস্থা ফিরে পেলেন। শুধু তাই নয়, মহাদেবের বরেই তিনি নারী শ্রেষ্ঠা রূপে সম্মানিত হলেন। মুনি ঋষিদের কাছেও তিনি শুধু শুচিস্নিগ্ধা নদী রূপেই নয়, শ্রদ্ধার মূর্ত প্রতীক রূপে চিহ্নিত হলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের উত্তেজনা তাতে আরও বৃদ্ধি পেল। তিনি স্থির করলেন, আরও কঠোর তপস্যায় বসবেন। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি স্বর্গের অধিপতি হবেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র সব বুঝতে পেরে, বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গের উদ্যোগ নিলেন। প্রথমেই তার মনে পড়ল অপ্সরাদের কথা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মুনিদেরও মতিভ্রম ঘটাতে পারে একমাত্র এরাই। একে একে এল উর্বশী, তারপর রম্ভা। কিন্তু মুনির ধ্যান ভাঙাতে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে দেবরাজের নির্দেশে এলেন মেনকা। মর্তে আগমন করেই প্রথমে তিনি সরস্বতী নদীতে স্নান সেরে শুচিস্নিগ্ধা হলেন। তারপর পঞ্চশরে জর্জরিত বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করে পুষ্কর তীর্থে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ব্রহ্মর্ষি হওয়া কিংবা স্বর্গের আধিপত্য লাভ কোনওটাই বিশ্বামিত্রের ভাগ্যে জোটেনি। তারপর? তারপর ইতিহাস বয়ে যায় অন্য ধারায়। আমরা যে সরস্বতীর আরাধনা করি তিনি বিদ্যার দেবী। সরস্বতী মূলত বৈদিক দেবী। সরস শব্দের অর্থ জল। অতএব সরস্বতী শব্দের আদি অর্থ হলো জলবতী অর্থাৎ নদী। সরস্বতী শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থে সরসৃবতু আর স্ত্রী লিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সরস্বতী। তিনি বিদ্যাদেবী, জ্ঞানদায়িনী, বীণাপাণি, কুলপ্রিয়া, পলাশপ্রিয়া প্রভৃতি নামেও পরিচিত। তার এক হাতে বীণা অন্য হাতে পুস্তক।

সরস্বতীর নানা রকম মূর্তি আছে, যেমন অন্য নানা দেবদেবীরও। তবে সচরাচর তিনি চতুর্ভুজা, এবং তাঁর চার হাতে বই, মালা, বীণা এবং জলপাত্র কোথাও বা পাত্র থাকে না, বীণাটি দু'হাতে ধরা থাকে। বেদ যেহেতু চারটি ঋক, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব, তাই সরস্বতীর চারটি হাতকে চার বেদের প্রতীক বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে শাস্ত্রমতে চতুর্ভুজের অন্য অর্থ আছে। নানা মুনির নানা মত। একটি মতে, বই হল গদ্যের প্রতীক, মালা কবিতার, বীণা সঙ্গীতের, আর জলপাত্র পবিত্র চিন্তার। **(লেখক ঃ গবেষক এবং পুরাণ প্রেমিক)**

চৈতন্য মঠের উদ্যোগে নগরসংকীর্তন ও বৈষ্ণব সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি

নগর কীর্তন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন চৈতন্য মঠের উদ্যোগে। চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট কলকাতা শাখার উদ্যোগে নগর সংকীর্তন ও চতুর্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তপন থিয়েটার প্রেক্ষাগৃহে। উপস্থিত ছিলেন উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শশীকান্ত মিশ্র, চৈতন্য মঠ মায়াপুর প্রধান সম্পাদক শ্রীমদ্ সংযোজন ঃ বারাণসীতে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে অভিধেয়তত্ত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে বৈষ্ণবাচার সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছেন- অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণবাচাব। স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু , কৃষ্ণাভক্ত আর এ সব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রম ধর্ম। অকিঞ্চন হইয়া লও কৃষ্ণৈক-শরণ। মহাপ্রভুর এই উপদেশে বৈষ্ণবের পক্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগের কথা পাওয়া যায়।

ভক্তি স্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ, কলকাতা শাখার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ভক্তিভূষন তুর্য্যশ্রমী মহারাজ, মায়াপুর যোগপীঠের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পুরী মহারাজ, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক কুমার দাসঅধিকারী,পার্থসখা দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপশ্রী নস্কর প্রমুখ। চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য ও ধর্মীয় আলোচনা সভা, পুজো পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। দূরদূরান্ত থেকে বহু ভক্ত সমাগম হয় ও প্রত্যেকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভক্তরা অংশ গ্রহণ করে বহু বৈষ্ণব সাধনায় মগ্ন থেকেছে **(ছবি সৌরভ দত্ত)**

বর্ণাশ্রম- ধর্ম বলিতে বর্ণধর্ম এবং আশ্রম ধর্ম বুঝায়-শাস্ত্রে চারিটি বিধান দৃষ্ট হয় - ব্রহ্মচর্য , গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

সন্ন্যাস হইতেছে চতুর্থ আশ্রম ধর্ম ।শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্দের অষ্টাদশ অধ্যায়েও সন্ন্যাসকে আশ্রম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের টিকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন- অষ্টাদশেহব্রবীদ্ধ ধর্মং বনস্থ-ন্যাসিনোঃ ক্রমাৎ ভক্তস্যানা শ্রমিত্বঞ্চ ধর্মং সাধারণং তথা অষ্টাদশ অধ্যায় ক্রমে বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসের ধর্মের কথা বলা হইয়াছে ভক্তের সাধারণ ধর্ম। তাহাঁও বলা

বর্ধমানে মহা সমারোহে শুরু মাঘ উৎসবঃ উদ্বোধনে মন্ত্রী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শহর বর্ধমানে শুরু হলো বহু প্রতীক্ষিত বর্ধমান মাঘ উৎসব। বর্ধমান উৎসব ময়দানে এই

মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা মেলার প্রধান উদ্যোক্তা পরেশ চন্দ্র সরকার, সমাজসেবী ও কাউন্সিলার রাসবিহারী হালদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এবারের এই মাঘ উৎসব চলবে আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে মেলা প্রাঙ্গন সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকবে। মেলা উপলক্ষ্যে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক মনোরম মেলবন্ধন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তারা। মেলা কমিটির সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার জানান, প্রতিদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের নামী শিল্পীদের পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পীরাও অংশ নেবেন। বিভিন্ন দিনে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, লোক সংগীত, সমবেত নৃত্য সহ নানা ধরনের পরিবেশনার আয়োজন রাখা হয়েছে। এবারের মাঘ উৎসবে অতিথি শিল্পীদের তালিকায় রয়েছেন গুরু জি, জিত গাঙ্গুলী, কাজিবুর রহমান ও শিলাজি। পাশাপাশি মঞ্চ মাতাবেন জনপ্রিয় ব্যান্ড ক্যাকটাস, দোহার, ফকিরা ও ফসিলস। সব মিলিয়ে বর্ধমান মাঘ উৎসব ঘিরে শহরজুড়ে তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ, যা সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ৩ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২২ জানুয়ারি ঃ আবারও মুর্শিদাবাদে ধরা পড়লো তিন বাংলাদেশি। বুধবার রাতে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর ফাঁড়ির পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় তিন ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম মহঃজসিম, জসিমউদ্দিন শেখ এবং রাকিবুল শেখ। তাদের সকলের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চাপাই থানা এলাকায়। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বুধবার রাতে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রামপুরা গ্রামে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল ওই তিন ব্যক্তি । টহলধারী পুলিশের তিনজনকে একসঙ্গে দেখে সন্দেহ হয়। তখন পুলিশ তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পুলিশি জেরার মুখে পড়ে ঘাবড়ে গিয়ে নিজেদের আসল ঠিকানা বলে ফেলে তারা। তখনই জানা যায় সন্দেহভাজন ওই তিন ব্যক্তি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ আরও জানতে পারে, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করছিলেন ওই তিন বাংলাদেশি নাগরিক। তখনই ওই তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জঙ্গিপুর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ । বৃহস্পতিবার তাদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে তোলা হয়েছে জঙ্গিপুর আদালতে। কী কারনে তারা এই দেশে এসেছিল এবং তাদের এই দেশে আসতে কে বা কারা সাহায্য করেছিল তা জানতে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জঙ্গিপুর ফাঁড়ির পুলিশ ।

সাফল্য-সিনেমাঠেকে স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড জিতল ‘কাঁচপোকা’

গোপাল বিশ্বাস, ২২ জানুয়ারি ঃ বাস্তবতার ছোঁয়ায় দর্শক ও জুরি মন জয়-পুরস্কৃত ‘কাঁচপোকা’। কলকাতার নন্দন থ্রি প্রেক্ষাগৃহে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ ‘সিনেমাঠেক’ কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে

স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করল নীলাঞ্জন ভৌমিক পরিচালিত ও প্রীতম পিকচার্স প্রযোজিত ছবি ‘কাঁচপোকা’। জানা যায়, দীর্ঘ প্রায় ছয় বছরের পরিশ্রম ও পরিকল্পনার পর ২০২৫ সালের শেষের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি পায় এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি। তিন প্রজন্মের জীবনবোধ, সম্পর্কের টানাপোড়েন ও বাস্তবতার ভিন্ন স্তরের মেলবন্ধনেই তৈরি হয়েছে ‘কাঁচপোকা’। ছবির মুক্তির দিন থেকেই পরিচালক, প্রযোজক সহ গোটা কলাকুশলী দল আশাবাদী ছিলেন- তাঁদের পরিশ্রম দর্শকদের মনে ছাপ ফেলবে। সিনেমাঠেক কলকাতার মঞ্চে বিশেষ জুরি সম্মানে ভূষিত হওয়ার খবরে সেই আশাই বাস্তবে রূপ পেল। এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ছবির সঙ্গে যুক্ত সকলেই। তাঁদের বক্তব্য, ‘কাঁচপোকা’ শুধুমাত্র একটি ছবি নয়, এটি বহু বছরের অধ্যবসায়, শ্রম ও বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই স্বীকৃতি আগামী দিনে আরও ভালো কাজের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

জামালপুরে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা উদ্বোধন, উন্নয়নের বার্তা তৃণমূল নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২২ জানুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে একের পর এক পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত। সম্প্রতি পাড়াতল দু'নম্বর অঞ্চলে প্রায় ১ কোটি ৭১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৩৪ টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা উদ্বোধন করা হল। রাস্তার উদ্বোধন করেন জামালপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, তাবারক আলী মণ্ডল, প্রধান মাবিয়া বেগম শেখ, উপপ্রধান সরস্বতী টুডু, আনোয়ার সরকার-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। উদ্বোধন হওয়া রাস্তাটি বাহাদুরপুর খেলার মাঠ থেকে শুরু হয়ে গোরালমুরি হয়ে শিপতাই স্কুল পর্যন্ত বিস্তৃত। ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে রাস্তার উদ্বোধন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এলাকার সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেহেমুদ খাঁন বলেন, রাজ্যের প্রতিটি ব্লক ও প্রতিটি অঞ্চলে উন্নয়ন পৌঁছে দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যেই জামালপুর ব্লকে পথশ্রী প্রকল্পে বহু রাস্তা নির্মিত হয়েছে। আজ আরও একটি রাস্তার উদ্বোধন হল এবং এখনও আরও কিছু পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা উদ্বোধন বাকি রয়েছে। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে যে উন্নয়ন হচ্ছে, দেশের আর কোথাও এত ব্যাপক উন্নয়ন হয়নি। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে পথশ্রী প্রকল্পে একাধিক রাস্তার উদ্বোধন তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজনৈতিকভাবে বাড়তি সুবিধা দেবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

রবিবার বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ কেবল, বেয়ারিং পরিবর্তন সহ জরুরী মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী দ্বিতীয় হুগলি সেতু আগামী রবিবার এক দফায় সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী রবিবার ভোর পাঁচটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ১৬ ঘন্টা এই সেতুর উপর দিয়ে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে বলে কলকাতা পুলিশ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। এই সময় সব যানবাহন বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

কালনার সরস্বতী পুজো মানেই অভিনব ভাবনার ছোঁয়া, ‘কাঁটাতার’ থিমে চমক রুপালিকা ক্লাবের

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২২ জানুয়ারি ঃ কালনার ঐতিহ্যবাহী সরস্বতী পুজো মানেই অভিনব ভাবনা ও শৈল্পিক উপস্থাপনার এক অনন্য প্রতিযোগিতা। আর মাত্র একদিন বাকি, তার আগেই প্রস্তুতিতে তুঙ্গে কালনার প্রতিটি পুজো কমিটি। একে অপরকে থিমে টেক্কা দিতে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা এখন চোখে পড়ার মতো। এই আবহেই কালনার বকুলতলা এলাকার রুপালিকা ক্লাব এবছর তাদের মণ্ডপে তুলে ধরেছে এক ব্যতিক্রমী ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ থিম- ‘কাঁটাতার’। বর্তমান সময়ে SIR, NRC- সহ নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপট থেকেই এই ভাবনার জন্ম বলে মনে করছেন অনেকেই। মণ্ডপে মূলতঃ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ১৯৭১ সালে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তু মানুষদের জীবনযুদ্ধ। একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচারের জেরে কীভাবে অসংখ্য মানুষ নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে সীমান্ত পেরোতে বাধ্য হয়েছিল- সেই সময়ের জীবনযাত্রা, মানসিক টানাপোড়েন, খাদ্যাভ্যাস এবং প্রতিদিনের সংগ্রামের ছবি অত্যন্ত বাস্তবধর্মীভাবে তুলে ধরেছেন শিল্পী। কাঁটাতারের বেড়া, উদ্বাস্তুদের ক্লান্ত মুখ, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আতঙ্ক- সব মিলিয়ে মণ্ডপজুড়ে তৈরি হয়েছে এক গভীর অনুভবের পরিবেশ। শিল্পীর কথায়, বর্তমান

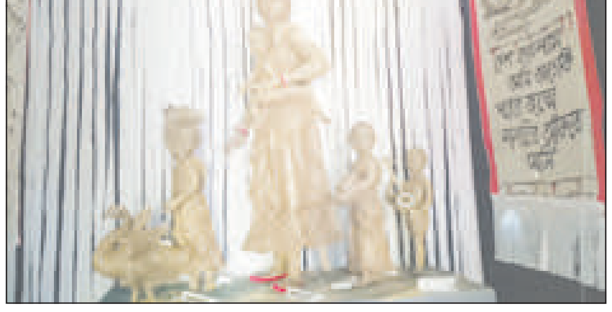

সময়টাও অনেকটা সেই রকম পরিস্থিতির দিকেই এগোচ্ছে। সেই ভাবনাটাই আমাদের মাথায় ছিল। মানুষ কীভাবে কাঁটাতারের বেড়ায় আটকে পড়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালায়, সেটাই আমরা দেখাতে চেয়েছি। পুজো উদ্যোক্তাদের তরফে এক উদ্যোক্তা জানান, প্রায় দেড় মাস ধরে শিল্পী অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই থিমকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রথম যখন শিল্পী এই ভাবনার কথা আমাদের জানান, তখনই বিষয়টি আমাদের খুব পছন্দ হয়। ধাপে ধাপে যেভাবে তিনি চিন্তাটাকে মণ্ডপে রূপ দিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে উদ্যোক্তাদের স্পষ্ট বক্তব্য, এই থিমের সঙ্গে তারা কোনওভাবেই SIR বা NRC-কে সরাসরি যুক্ত করতে চান না। তাদের মতে, দর্শক যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন, মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭১ সালে কাঁটাতার পেরিয়ে আসা মানুষের জীবনযন্ত্রণার ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা। এদিকে রুপালিকা ক্লাবের এই সাহসী ও সময়োপযোগী ভাবনাকে অনেক দর্শকই বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছেন। অনেকের মতেই, ভবিষ্যতে NRC কার্যকর হলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কী রকম হতে পারে, সেই আশঙ্কার সঙ্গে এই থিমের মিল খুঁজে পাচ্ছেন তারা। সব মিলিয়ে, কালনার সরস্বতী পুজোর মণ্ডপে রুপালিকা ক্লাবের ‘কাঁটাতার’ থিম শুধু শৈল্পিক উপস্থাপনাই নয়, দর্শকদের ভাবনার খোরাক জোগাতে সক্ষম হয়েছে- এমনটাই মনে করছেন।

অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশ,দলের মৃত বিএলএ-২-এর পরিবারের পাশে মুর্শিদাবাদের তৃণমূল নেতৃত্ব

মিঠুন হালদার, মালদা, ২২ জানুয়ারি ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশে বৃহস্পতিবার বড়ঞা ব্লকের পাঁচথুপি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ও তথা পূর্ব পাঁচথুপির ১৮৮ নম্বর বুথের বিএলএ-২ জাহাঙ্গীর শেখের পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। পাঁচথুপি গ্রামের মুকামপাড়া এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গীর শেখ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার পাশাপাশি এলাকায় বিএলএ-২ হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন। অত্যাধিক কাজের চাপ এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পাওয়া এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ এই দুইয়ের কারণে বুধবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন জাহাঙ্গীর। কান্দি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য ওই ব্যক্তিকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। ব্রেন স্টোকে আক্রান্ত জাহাঙ্গীরের পথেই মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় অভিষেক ব্যানার্জি ,জাহাঙ্গীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন - অপরিকল্পিত এসআইআর-এর অমানবিক চাপে জাহাঙ্গীর শেখের মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাহত। নিজের শোকবার্তায় জাহাঙ্গীর পরিবারকেও আন্তরিক সমবেদনা জানান তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। অভিষেক ব্যানার্জির তরফ থেকে নির্দেশ পাওয়ার পরই বৃহস্পতিবার সকালে মৃত জাহাঙ্গীর শেখের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে ওই গ্রামে ছুটে যান স্থানীয় তৃণমূলের নেতৃত্ব। বড়ঞা (দক্ষিণ) ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মাহে আলমের নেতৃত্বে সেখানে উপস্থিত হন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান কেশব চন্দ্র সাহা সহ আরও একাধিক তৃণমূল নেতা কর্মী। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে পাঁচথুপি পঞ্চায়েত থেকে জাহাঙ্গীর জয় লাভ করলেও পরবর্তীকালে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরের পরিবারের তরফ থেকে জানা গেছে সম্প্রতি তাঁকে এসআইআর-এর শুনানির জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। এর পাশাপাশি গ্রামের প্রচুর ব্যক্তির এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ আশায় রোজ সকাল-সন্ধে তাঁরা জাহাঙ্গীরের বাড়িতে এসে বিভিন্ন নথি তৈরি করে দেওয়ার অনুরোধ রাখতেন। এর পাশাপাশি তৃণমূলের বিএলএ-২ হিসেবে জাহাঙ্গীরের প্রচুর কাজ ছিল এই সমস্ত কাজ সামলে এবং এসআইআর-এর শুনানির জন্য মানসিক চাপ সামলাতে না পেরে বুধবার হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন জাহাঙ্গীর। বুধবার একটি চায়ের দোকানে বসে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎই জাহাঙ্গীর অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রথমে তাঁকে পাঁচথুপি গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে কান্দি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ার চিকিৎসকরা জাহাঙ্গীরকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেন। পথেই মৃত্যু হয় জাহাঙ্গীরের। মৃত ওই তৃণমূল নেতার বাবা মুকুল শেখ বলেন, আমার ছেলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে রাত পর্যন্ত কাজ করতো। বিএলএ -২ হিসেবেও তাঁর উপর অনেক দায়িত্ব ছিল। সমস্ত দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে কাজের চাপে আমার ছেলের মৃত্যু হয়েছে। দলের সহকর্মী তথা পাঁচথুপি পঞ্চায়েতের সদস্য জাহাঙ্গীর শেখের বাড়িতে তাঁর শোকাহত পরিবারের পাশে পৌঁছে কান্নায় ভেঙে পড়েন তৃণমূল ব্লক সভাপতি মাহে আলম। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল নেতা বলেন, নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি যেভাবে মানুষকে মানসিক যন্ত্রণা দিচ্ছে তা সহ্য করতে না পেরে চলে গেলেন আমাদের দলের পঞ্চায়েত সদস্য তথা দলের বিএলএ-২ জাহাঙ্গীর শেখ। তিনি জানান, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি নির্দেশে আজ আমরা জাহাঙ্গীরের পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ালাম। মৃতের পরিবারের হাতে কিছু আর্থিক সাহায্য আজ দলের তরফ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনও আমরা জাহাঙ্গীরের পরিবারের পাশের সব সময় থাকবো। যেভাবে এসআইআর-এর নামে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন মানুষকে হয়রানি করছে তার জবাব মানুষ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট বাক্সে দিয়ে দেবে।

এমএলএ তহবিল ‘আটকে’ থাকার অভিযোগে অনশন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের, তীব্র রাজনৈতিক উত্তাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি ঃ উন্নয়নের অর্থ আটকে রাখার অভিযোগে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হল বিজেপি। শিলিগুড়িতে অনশনে বসলেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, বিধায়ক তহবিলের অর্থ দীর্ঘদিন ধরে আটকে রাখা হয়েছে, যার ফলে এলাকার একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ থমকে রয়েছে। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদেই তিনি অনশন কর্মসূচি শুরু করেছেন বলে জানান। শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শঙ্কর ঘোষের দাবি, জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি এলাকার মানুষের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রাস্তা সংস্কার, নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন-এই ধরনের একাধিক প্রকল্প বিধায়ক তহবিলের আওতায় পড়ে। কিন্তু সেগুলির জন্য বরাদ্দ অর্থ অনুমোদন পেলেও বাস্তবে কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনিক স্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে সেই অর্থ আটকে রাখা হয়েছে। অনশন মঞ্চ থেকে শঙ্কর ঘোষ বলেন, এটি শুধুমাত্র একজন বিধায়কের ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, বরং শিলিগুড়ির লক্ষ লক্ষ মানুষের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেওয়ার সামিল। তিনি অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক ভিন্নমতের কারণেই বিজেপি বিধায়কদের ক্ষেত্রে এই ধরনের বৈষম্য করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের শাসক দল বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের কাজ করতে না দিয়ে সাধারণ মানুষকে শাস্তি দিচ্ছে। এই অনশন কর্মসূচিকে ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। দলীয় পতাকা হাতে অনশনস্থলে জড়ো হন তাঁরা। স্লোগানে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। বিজেপির জেলা নেতৃত্বের একাংশও অনশনস্থলে উপস্থিত থেকে বিধায়কের পাশে দাঁড়ান। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার পরিকল্পিতভাবে বিরোধী বিধায়কদের তহবিল আটকে রেখে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে। শিলিগুড়ির স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও এই বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। অনেকেই বলছেন, রাস্তা খারাপ, নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা, বর্ষায় জল জমে যাওয়া-এই সব সমস্যা দীর্ঘদিনের। বিধায়ক তহবিলের মাধ্যমে কাজ শুরু হলে অন্তত কিছুটা স্বস্তি মিলত। কিন্তু অর্থ আটকে থাকায় সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। তাঁদের মতে, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বলি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে, এই অভিযোগ মানতে নারাজ শাসক শিবির। তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ নেতা দাবি করেছেন, বিধায়ক তহবিলের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম ও প্রক্রিয়া রয়েছে। সেই প্রক্রিয়া মেনে প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থ ছাড় হয়। কোথাও যদি বিলম্ব হয়ে থাকে, তবে তার প্রশাসনিক কারণ থাকতে পারে। তাঁরা পাল্টা অভিযোগ করেন, বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টিকে রাজনৈতিক রঙ দিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে চাইছে। তবে শঙ্কর ঘোষ এই ব্যাখ্যা মানতে নারাজ। তাঁর দাবি, একাধিকবার প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, লিখিত আবেদন জানানো হয়েছে। তবুও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, উন্নয়নের কাজ আটকে থাকলে তার দায় কার, তা সাধারণ মানুষ জানে।

আশাকর্মীদের ধিক্কার মিছিল উলুবেড়িয়ায়

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২২ জানুয়ারি ঃ উলুবেড়িয়া নূন্যতম মাসিক ১৫০০০টাকা বেতন, গ্র্যাচুয়টি, একাধিক সামাজিক সুরক্ষা, ক্যাজুয়াল লিভ, মাতৃত্বজনিত ছুটি সহ একাধিক দাবিতে ২৩ ডিসেম্বর থেকে ভাতা বৃদ্ধি সহ গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিযনের (এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত) নেতৃত্বে লাগাতার কর্ম বিরতির সঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচি বীরত্বের পালন করছেন। বিশেষতঃ গতকাল প্রশাসনিক সমস্ত ধরনের চূড়ান্ত বাধা সত্ত্বেও যে ঐতিহাসিক

গৌরবময় লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রত্যক্ষ করেছেন। গতকালের বর্বর পুলিশী হয়রানির প্রতিবাদে আজ সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়া স্টেশনে দুপুর ২টায় হাওড়া গ্রামীণ জেলার সমস্ত আশা কর্মীরা জমায়েত হয়ে একটি সুসজ্জিত মিছিল সংঘটিত করে। উলুবেড়িয়া স্টেশনে বক্তব্য রাখেন হাওড়া গ্রামীণ জেলার আশা কর্মী ইউনিয়ন (আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত) এর সম্পাদিকা রিনা ভট্টাচার্য্য ও সভানেত্রী মধুমিতা মুখার্জি এবং এ আই ইউ টি ইউ সি হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক নিখিল বেরা। পরে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত প্লাকার্ড হাতে নিয়ে এই মিছিলটি এসডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY
Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 21-PS/CH-1/2025-26 Dated: 22.01.2026, E-Tender ID: 2026_ZPHD_993202_1 to 2026_ZPHD_993202_9**. For details Pl. contact Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly. **Visit: https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity

Office of The Prodhan
BAHUTALI GRAM PANCHAYAT
P.O-Bahutali, Block-Suti-I, Dist-Murshidabad, West Bengal
E-N.I.T.NO: (i) 10/BGP/2025-2026. Memo No: 177/BGP, (ii) 11/BGP/2025-2026. Memo No: 178/BGP DATE-21/01/2026, 1. Last date of submission of Bid(Online):- **27.01.2026 at 18:00 hrs.** 2. Opening date of Technical Bid:- **29.01.2026 at 18:00 hrs.** 3. Opening date of Financial Bid(online):- **31.01.2026 at 18:00 hrs.**
Sd/- Prodhan
Bahutali Gram Panchayat

পাবলিক নোটিশ
মাননীয় একক সালিশকারী
শ্রী শৈলেশ শাহ, সিনিয়র অ্যাডভোকেট-এর সম্মুখে
নিম্নলিখিত পক্ষগুলোর মধ্যে সালিশি সংক্রান্ত বিষয়ে
এসবিআই গ্লোবাল ফ্যাক্টরস লিমিটেড (বর্তমানে এসবিআই ফ্যাক্টরস লিমিটেড নামে পরিচিত) ....দাবিদার
বনাম
১. প্রীলি টিউবস্ প্রাইভেট লিমিটেড
২. কৃষ্ণা দেবী শর্মা
৩. সুভাষ কুমার শর্মা ....উত্তরদাতারা
সম্মানিত একক সালিশকারীর নির্দেশ অনুসারে, এতদ্বারা কৃষ্ণা দেবী শর্মা, প্রতিপক্ষ নং ২ এবং সুভাষ কুমার শর্মা, প্রতিপক্ষ নং ৩, যাদের শেষ জ্ঞাত ঠিকানা হলো বিএফ-৪৬, সেক্টর-I, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪ এবং মেসার্স প্রীতি টিউবস প্রাইভেট লিমিটেড, প্রতিপক্ষ নং ১, যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৪৪ ঝিল এ রোড, সালকিয়া, হাওড়া, কলকাতা-৭১১১০০৬-কে জানানো হচ্ছে যে, উপরোক্ত সালিশি মামলার প্রাথমিক শুনানি (স্থান ও কেন্দ্রঃ মুম্বাই) আগামী ২৭শে জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে সম্মানিত একক সালিশকারীর সামনে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সালিশি সভার জন্য ভার্চুয়াল সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ
https://us02web.zoom.us/j/86710211772?pwd=RBBgn3OPD9f4ZSp6OSrFA803Sz2lbb.1
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে, মাননীয় একক সালিশকারীর নির্দেশ অনুসারে, যদি আপনারা সকলে উক্ত সভায় উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন, তবে শুনানির পরবর্তী সময়সূচী এবং মাননীয় সালিশকারীর পারিশ্রমিক সংক্রান্ত নির্দেশনাসহ প্রাথমিক নির্দেশাবলী আপনাদের অনুপস্থিতিতেই জারি করা হবে। এছাড়াও, অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে, আপনারা নিম্নে প্রদত্ত ঠিকানায় অবস্থিত আমাদের কার্যালয় থেকে সভার কার্যবিবরণীর একটি অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারবেন।
স্বাক্ষর/- **এইচএসএ অ্যাডভোকেটস**
দাবিদারের পক্ষে আইনজীবী
৫ম তল, কনস্ট্রাকশন হাউস, ব্যালার্ড এস্টেট,
ফোর্ট, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র ৪০০০০১
টেলিফোনঃ ০২২ ৪৩০০ ৪৩০০ (৪৪০)
litmumbai@hsalegal.com

OFFICE OF THE BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT
UNDER JAGATBALLAVPUR DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH
VILL & PO.- BARGACHIA, P.S.-JAGATBALLAVPUR,DIST.-HOWRAH, PIN-711404
CONTACT- 03214-2554 Email- bargachiaii_gp@rediffmail.com
MEMO NO– BAR-II/37/2026 **DATE- 22/01/2026**
E- TENDER INVITING NOTICE
Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Bargachia-II Gram Panchayat, Jagatballavpur, Howrah for the following works:04 (FOUR) nos of schemes from CFC & SFC, TIED & UNTIED scheme tender for the bonafied experienced contractors having 50% credential.
NIT NO- BAR-II/34/CFC/2026, 22/01/2026 SL-01 TO SL-03 & BAR-II/35/SFC/2026, 22/01/2026 Last date of submission of tender: 29/01/2026 (10:00 AM) For further details see wbtenders.gov.in & the notice board of Bargachia-II Gram Panchayat.
Sd/-
Pradhan
Bargachia-IIGram Panchayat

বাহন ভাড়া করা
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০১-২০২৬/ জিইএম/কে (ডাক সংখ্যা. জিইএম/২০২৬/ বি/৭১১৪৯২৬)/১৪০৬ তারিখঃ ১৫-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** নিউ জলপাইগুড়িতেঃ- ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্রেকডাউনের জরুরীকালীন পুনরুদ্ধারের হেতু এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে নিয়মিত ভিত্তিতে মানুষ এবং সামগ্রী পরিবহনের জন্যে ০১ টি বহু উপযোগী বাহন ভাড়া করা (বাণিজ্যিক চার চাকাযুক্ত পিক আপ ভ্যান)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২১,৮৩,২৫৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪৩,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএণ্ডসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়”

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PANCHLA PANCHAYAT SAMITY
BIKIHAKOLA, PANCHLA, HOWRAH
NIT NO.-(1) 84/15th F.C. TIED/EO/PANCHLA/2025-2026, (2) 85/5th SFC/EO/PANCHLA/2025-2026
For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for the 23(Twenty-Three)Nos. different works at different places. Bid Submission starting from **21/01/2026 at 18.00 Hrs**. Last date of submission of Bid **06/02/2026 at 17.00 Hrs**. Date of opening of Bid **09/02/2026 at 15.00 Hrs**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Panchla Panchayat Samity

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট
ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৩৭/২০২৫-২৬, তারিখ: ২০-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
ক্রম নং: ১; টেন্ডার নং: ৪০/২৫/০৬৩৪/ওটি/২০৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৯-০২-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পিটিএফই টাইপ নিউট্রাল সেকশন অ্যাসেম্বলি (ফেজ ব্রেক), আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং টিআই/এসপিসি/ওএইচই/এসএনএস/০০০০ রেভ–১ অনুযায়ী, এ অ্যান্ড সি স্লিপ নং–১ সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৪৪৪, শর্ট নিউট্রাল সেকশন অ্যাসেম্বলি (ফেজ ব্রেক)] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ) সেফটি ফ্ল্যাগ পরিবর্তন: নন-সেফটি থেকে সেফটি। (i) পরিমাণ—৩ সেট, নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য (ii) পরিমাণ—৪ সেট, কাটিহার জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, বিহারের জন্য পি.এল. নং—৪৬১২০১৭৮।
ক্রম.নং.: ২; টেন্ডার নং. : ৩০/২৫/১৮৪৫ই/ওটি/২১০/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৬-০২-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিইএমইউ হুইলের জন্য বেয়ারিং ব্যতীত সাসপেনশন টিউব ও ফিটিংস—মোট ১০টি আইটেম, সিজিএল ডিআরজি নং সিজিএম/১০৬০০১ রেভ–২ অথবা সর্বশেষ / বিএইচইএল ড্রইং নং ০৪৪৬১৫৯৯০১৫, রেভ–০০ অথবা সর্বশেষ অনুযায়ী। (১) সাসপেনশন টিউব: সিজিএম/১০৬৮০১ রেভ–৮ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ০৪৪৬১৫৯৯০১১ অনুযায়ী — ০১টি, (২) বেয়ারিং হাউজিং: সিজিএম/২০৬৮০৩ রেভ–০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩২ অনুযায়ী — ০১টি, (৩) অ্যাডজাস্টমেন্ট ওয়াশার: সিজিএম/২০৬৮০৫ রেভ–১ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩৩ অনুযায়ী — ০১টি, (৪) এন্ড কভার (আরডব্লিউই): সিজিএম/২০৬৮০৬ রেভ–১ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩০ অনুযায়ী — ০১টি, (৫) এন্ড কভার (জিডব্লিউই): সিজিএম/২০৬৮০২ রেভ–২ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩১ অনুযায়ী — ০১টি, (৬) অ্যাবাটমেন্ট পিস: সিজিএম/২০৬৮০৪ রেভ–০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০২৮ অনুযায়ী — ০১টি, (৭) এনক্লোজার: সিজিএম/২০৬৮০১ রেভ–০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০২৯ অনুযায়ী — ০১টি, (৮) সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু এম১০ × ৩০: সিজিএম/৪২২০১ রেভ–০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ৪৪৩৯১৫৬০০০১ অনুযায়ী — ০৬টি, (৯) সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু এম১২ × ৭০: সিজিএম/৪২২০২ (আইটেম নং–২) রেভ–২ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ৪৪৩৯১৫৬০০০৩ (আইটেম–০০১) অনুযায়ী — ১৬টি, (১০) গ্রিজ নিপল: সিজিএম/৪২২০৩ রেভ–১ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ৩৪৩৯৪০২৮০০৩ অনুযায়ী — ০২টি। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—৮০ সেট, নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য। পি.এল. নং—৩১৯৩৩৯১৯।
ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫২৫৬এ/ওটি/২১১/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৯-০২-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ৬০ কেজি ইউআইসি /৫২ কেজি রেল সেকশনের জন্য ফ্ল্যাট টো-সহ ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি, আরডিএসও ড্রইং নং টি-৫৯১৯ অনুযায়ী; আইআরএস-টি-৩১-২০২১ (আইআরএস-টি-৩১-২০২১) স্পেসিফিকেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রযোজ্য হলে সর্বশেষ সংশোধনীসহ; অল্টারনেটিভ নং–২ অনুযায়ী, প্রযোজ্য হলে সর্বশেষ পরিবর্তনসহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: আরআইটিইএস নন-টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৫৫৮, ইলাস্টিক রেল ক্লিপস] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ - ৩০,০০,০০০টি, ডিওয়াই সিএমএম/নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য। (ii) পরিমাণ - ২০,০০,০০০টি, ডেপুটি সিএমএম/পান্ডু, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল.নং-৬০১১০০২৮।
ক্রম. নং.: ৪; টেন্ডার নং. : ৬০/২৫/৫৩০০/ওটি/২১২/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩০-০১-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) নিউ গুয়াহাটি ওয়াগন ডিপোর জন্য অটোমেটেড ট্রেন এক্সামিনেশন সিস্টেম (এটিইএস)—এর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কমিশনিং, প্রয়োজনীয় জনবলসহ, টার্নকি ভিত্তিতে। স্পেসিফিকেশন ও কাজের পরিধি: সংযুক্ত অ্যানেক্সার–এ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—৪টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬৬১০৪১৭৬০১২২। (২) ৫ বছরের জন্য সিএএমসি [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস অনুযায়ী, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০%, শুরু হবে: ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: এএমসি] পরিমাণ—৪টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৬৬১০৪১৭৬। (৩) বঙাইগাঁও, ডাংতাল ও মালিগাঁও থেকে চলাচলকারী ট্রেনসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সি অ্যান্ড ডব্লিউ ডিপো, নিউ বঙাইগাঁও–এ অটোমেটেড ট্রেন এক্সামিনেশন সিস্টেমের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কমিশনিং, প্রয়োজনীয় কর্মী সহ, টার্নকি ভিত্তিতে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—৩টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৭৮৭৯০২৪০০০৫৮। (৪) ৫ বছরের জন্য সিএএমসি [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস অনুযায়ী, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০%, শুরু হবে: ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি), স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: এএমসি] পরিমাণ—৩টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৭৮৭৯০২৪০।
ক্রম. নং.: ৫; টেন্ডার নং. : ৬০/২৪/৫১০৪/ওটি/২১৩/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-০২-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) ৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইওটি ক্রেন –এর সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং, ডিএসএল সহ; শিডিউল–IV অনুযায়ী স্পেয়ারস, শিডিউল–I অনুযায়ী নির্দিষ্ট অতিরিক্ত স্পেয়ার ও আইটেমসমূহ যেমন স্লিং/লিফটিং ট্যাকলস; শিডিউল–V অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ সরঞ্জামাদি এবং সহগামী আনুষঙ্গিক হিসেবে গণ্য অন্যান্য যে কোনো অ্যাক্সেসরি সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৩০৭২১। (২) সেকশন–V এর ধারা ১৭ অনুযায়ী ওয়ারেন্টি শেষ হওয়ার পর ৫ বছরের জন্য কমপ্রিহেনসিভ এএমসি –এর ব্যয়। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস অনুযায়ী, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০%, শুরু হবে: ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি), স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: এএমসি] পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৬, (৩) ওয়ারেন্টি সময়কালের ১ম ও ২য় বছরে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের মূল্য। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: পরিষেবা (অত্যাবশ্যক পরিষেবা)] পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৭। (৪) শিডিউল–IV অনুযায়ী পৃথক পৃথক আইটেমের ব্রেক-আপ এবং শিডিউল–I-এ নির্দিষ্ট অতিরিক্ত স্পেয়ার ও আইটেমসমূহ (যেমন স্লিং/লিফটিং ট্যাকলস)। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (অত্যাবশ্যক স্পেয়ার)। পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৮।
দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার সংক্রান্ত নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা ওয়েবসাইট **(www.ireps.gov.in)** দেখতে পারেন। যে সম্ভাব্য দরদাতারা উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের অবশ্যই উপরের ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তবে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তবে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অফবিট

ওড়িশার মাটির নিচে খোঁজ মিলল হরপ্পার চেয়েও প্রাচীন সভ্যতার

নিজস্ব প্রতিবেদন

ওড়িশার মাটির নিচে কি লুকিয়ে রয়েছে ভারতের ইতিহাসের একেবারে আদিম অধ্যায়? এমনই এক চাঞ্চল্যকর সম্ভাবনা সামনে এসেছে সম্বলপুর জেলার রেডাখোলের ভিমমণ্ডলী পাহাড়ে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এখানে মিলেছে প্রস্তর যুগের মানুষের বসবাসের স্পষ্ট চিহ্ন, যা বিশেষজ্ঞদের মতে প্রায় ১০ হাজার বছরেরও বেশি পুরনো হতে পারে। এই আবিষ্কার সত্যি হলে, তা মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ইন্দাস সভ্যতার থেকেও প্রাচীন এক মানবসভ্যতার সাক্ষ্য বহন করবে। সম্প্রতি এই এলাকায় খননকাজ শুরু করেছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা প্রাগৈতিহাসিক চিত্র, পাথরের তৈরি অস্ত্র ও দৈনন্দিন ব্যবহারের সরঞ্জাম সামনে আসতেই তৎপর হয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। গঙ্গাধর মেহের বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইএনটিএসিএইচ-এর গবেষকরাও এই খননে যুক্ত হয়েছেন। যদিও স্থানীয় লোককথায় ভিমমণ্ডলী অঞ্চলকে মহাভারতের যুগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, গবেষকদের মতে এই আবিষ্কারের গুরুত্ব তারও বহু আগে সভ্যতার একেবারে শৈশবকালের। এএসআই-এর সুপারিন্টেন্ডিং আর্কিওলজিস্ট ডি বি গদনায়ক

জানিয়েছেন, এই খনন অত্যন্ত সংবেদনশীল। কোনও ভারী যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে না। শুধুমাত্র হাতে খুঁড়ে প্রতিদিন প্রায় এক সেন্টিমিটার করে মাটি সরানো হচ্ছে, যাতে কোনও মূল্যবান নিদর্শন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। খননের প্রাথমিক পর্যায়েই মিলেছে পাথরের তৈরি ছুরি, বর্শা, তীরের ফলা, স্ক্র্যাপার ও সূচের মতো সরঞ্জাম। এএসআই দলের সদস্য অনিল স্বাইন জানান, ''এই অস্ত্রগুলি স্পষ্টতই আধুনিক নয়। এগুলি দিয়ে চামড়া কাটার কাজ, শিকার এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজন মেটানো হত।'' ভিমমণ্ডলী এলাকায় এখন পর্যন্ত ৪৫টিরও বেশি শিলা-আশ্রয় (রক শেল্টার) চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে প্রাচীন মানুষের আঁকা চিত্র ও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। গবেষকদের মতে, এই ছবিগুলি আঁকা হয়েছে প্রাকৃতিক রঙ দিয়ে লোহা অক্সাইড, গাছের ছাল ও পাতা ব্যবহার করে। এই ছবিতে ফুটে উঠেছে বনজ পরিবেশ, শিকার, মানবজীবনের দৈনন্দিন দৃশ্য। এগুলি শুধু শিল্পকলাই নয়, সেই সময়কার মানুষের জীবনযাত্রার এক নীরব দলিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই চিত্রকর্ম ছিল একদিকে বিনোদন, অন্যদিকে ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য বার্তা রেখে যাওয়ার মাধ্যম। এখন কার্বন ডেটিং প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যা এই নিদর্শনের প্রকৃত বয়স নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এর মধ্যেই স্থানীয় বাসিন্দা ও ভিমমণ্ডল সংঘ দাবি তুলেছে, এই অঞ্চলকে অবিলম্বে জাতীয় ঐতিহ্য স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হোক। যদি এই আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়, তবে ভারতের সভ্যতার ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে-যেখানে ওড়িশার এই পাহাড়ি অঞ্চল হয়ে উঠবে মানবসভ্যতার অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্র।

আরজি স্টোন ইউরোলজি অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপি হসপিটাল কলকাতার চিকিৎসায় নতুন মাইলফলক

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্র আরজি স্টোন ইউরোলজি অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপি হসপিটাল, তাদের বিশেষ বিভাগ 'আরজি ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড ব্রেস্ট কেয়ার'-এর মাধ্যমে এক জটিল অস্ত্রোপচারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। হাসপাতালের অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা ডান স্তনের কার্সিনোমায় আক্রান্ত ৬৮ বছর বয়সী এক মহিলার সফলভাবে 'মডিফাইড র‍্যাডিকাল ম্যাসটেকটমি' এবং 'অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ক্লিয়ারেন্স' (লেভেল থ্রি পর্যন্ত) সম্পন্ন করেছেন। এই অস্ত্রোপচারের নেতৃত্ব দেন হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট (ব্রেস্ট সার্জারি) ডা. তাপসী সেন। এই সাফল্য উন্নত ব্রেস্ট ক্যান্সার কেয়ার এবং প্রিসিশন অঙ্কোলজির ক্ষেত্রে হাসপাতালের দক্ষতা ও দ্রুত আরোগ্যের প্রতিশ্রুতিকে আরও সুদৃঢ় করেছে।এই সফল অস্ত্রোপচার সম্পর্কে আরজি স্টোন ইউরোলজি অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপি হসপিটাল কলকাতার কনসালটেন্ট (ব্রেস্ট সার্জারি) ডা. তাপসী সেন বলেন, ''লিম্ফ নোড আক্রান্ত স্তন ক্যান্সারের রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'মডিফাইড র‍্যাডিকাল ম্যাসটেকটমি' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর পদ্ধতি। সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয়, যথাযথ অস্ত্রোপচার এবং অস্ত্রোপচার পরবর্তী সুশৃঙ্খল পরিচর্যাই হলো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়ার চাবিকাঠি, যা রোগীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করে।'' রোগী গত এক বছর ধরে ডান স্তনে একটি ব্যথাহীন ফোলাভাব লক্ষ্য করছিলেন, যা ধীরে ধীরে আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা এবং ইমেজিংয়ের মাধ্যমে স্তনের নিচের অংশে ৩.৩ x ৩ সেমি মাপের একটি শক্ত ও অনিয়মিত পিণ্ড ধরা পড়ে, যা ত্বক বা গভীর পেশীকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি। ম্যামোগ্রাম এবং ডান স্তনের ট্রু-কাট বায়োপসি নিশ্চিত করে যে এটি 'কার্সিনোমা রাইট ব্রেস্ট' বা স্তন ক্যান্সার। এরপর 'হোল বডি পেট সিটি স্ক্যান'-এর রিপোর্টে দেখা যায় যে ক্যান্সারটি শুধুমাত্র ওই নির্দিষ্ট স্থানেই সীমাবদ্ধ এবং শরীরের অন্য কোথাও ছড়িয়ে পড়েনি। আইএইচসি পরীক্ষার পর রোগীকে অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। অস্ত্রোপচারের আগে সম্পূর্ণ প্রি-অপারেটিভ চেকআপ, অ্যানাস্থেসিয়া ক্লিয়ারেন্স এবং মেডিকেল অঙ্কোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া হয়। অস্ত্রোপচারের পরবর্তী জটিলতা, যেমন লিম্ফ ইডিমা বা ক্ষতের সংক্রমণ এড়াতে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, সে বিষয়ে রোগী ও তাঁর আত্মীয়দের বিস্তারিত জানানো হয়। অস্ত্রোপচারের মাত্র ৪৮ ঘণ্টা পরে ড্রেন বা নল লাগানো অবস্থায় রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। বর্তমানে রোগী সুস্থ আছেন। হাসপাতালের মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম এবং মেডিকেল অঙ্কোলজি রিভিউয়ের সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা রোগীর দীর্ঘমেয়াদী সুস্থতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করছে।

বড়সড় ধর্মঘটে নামছেন ব্যাঙ্ক কর্মীরা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারিঃ ব্যাঙ্কে কোনও দরকারি কাজ আছে আপনার? তাহলে আজই সেই কাজ সেরে নিন। নাহলে পরের সপ্তাহে অনেকদিনই অপেক্ষা করতে হতে পারে দরকারি কাজ শেষ করার জন্য। আগামী সপ্তাহে একটানা চারদিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকতে পারে। কেন জানেন? ব্যাঙ্কের কর্মীরা ফের একবার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। আগামী ২৭ জানুয়ারি ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। মাসের চতুর্থ শনিবার আগামী ২৪ জানুয়ারি। সেই কারণে ওইদিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। ২৫ জানুয়ারি রবিবার এবং ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। এরপরে ২৭ তারিখ যেহেতু ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ডাকা হয়েছে, সেই কারণে ওই

দিনও ব্যাঙ্কের কাজ প্রভাবিত হবে। ব্যাঙ্ক কর্মীরা চান, সপ্তাহে পাঁচ দিন কর্মদিবস করা হোক। অর্থাৎ সপ্তাহে পাঁচদিন অফিস, শনি-রবিবার বন্ধ থাকবে। ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির দাবি, সপ্তাহে পাঁচ দিন কর্মদিবস হলে, কাজের চাপ অনেকটা কমবে, বাড়বে কর্ম দক্ষতা। কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রতিষ্ঠানই সপ্তাহে পাঁচদিন অফিস হয়, দুই দিন ছুটি থাকে। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এলআইসি, স্টক মার্কেটও পাঁচ দিন চালু থাকে। ব্যাঙ্ক কর্মীরাও একইভাবে পাঁচদিন অফিস, দুইদিন ছুটি চান। তবে ২৭ জানুয়ারি ধর্মঘটের কারণে ব্যাঙ্ক পুরোপুরি বন্ধ রাখা হবে, এমনটা নয়। যাতে ধর্মঘটের কারণে কাজে প্রভাব না পড়ে, তার জন্য সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন অতিরিক্ত ৪০ মিনিট করে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের নিয়মিত চলাচল

মালিগাঁও, ২২ জানুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি দ্বারা উদ্বোধন করা অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো এখন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে নিয়মিত চলাচল শুরু করেছে, যা দীর্ঘ দূরত্বের রেল সংযোগ মজবুত করতে এবং যাত্রীদের সাশ্রয়ী আধুনিক ভ্রমণ সুবিধা প্রদানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ট্রেন নং. ১৫৯৪৯/১৫৯৫০ ডিব্রুগড়-গোমতি নগর-ডিব্রুগড় অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে চলবে। ট্রেন নং. ১৫৯৪৯ ডিব্রুগড় থেকে ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে প্রতি শুক্রবার ২১:০০ ঘণ্টায় যাত্রা শুরু করবে, অন্যদিকে ট্রেন নং. ১৫৯৫০ গোমতি নগর থেকে ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে প্রতি রবিবার ১৮:৪০ ঘঃটায় ফের যাত্রা শুরু করবে। ট্রেনটির মরাণহাট, শিমলুগুড়ি, মরিয়নি, ফরকাটিং, ডিমাপুর, ডিফু, লামডিং, গুয়াহাটি, রঙিয়া, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, কাটিহার, বারাউনি, গোরখপুর, অযোধ্যা ধাম জংশন, বারাবাঙ্কি ইত্যাদি ষ্টেশনে স্টপেজ থাকবে। ট্রেন নং. ১৬৫৯৭/১৬৫৯৮ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-আলিপুরদুয়ার-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে চলবে। ট্রেন নং. ১৬৫৯৭ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে প্রতি শনিবার ৮:৫০ ঘণ্টায় যাত্রা শুরু করবে, অন্যদিকে ট্রেন নং. ১৬৫৯৮ আলিপুরদুয়ার থেকে ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে প্রতি সোমবার ২২:২৫ ঘণ্টায় ফের যাত্রা শুরু করবে। ট্রেনটির কাটপাডি, রেনিগুন্টা, বিজয়ওয়াড়া, রাজামুন্দ্রি, বিশাখাপত্তনম, ভিজিয়ানগরম, খুরদা রোড, ভুবনেশ্বর, কটক, খড়্গপুর, বর্ধমান, মালদা টাউন, নিউ জলপাইগুড়ি ইত্যাদি ষ্টেশনে স্টপেজ থাকবে। একইভাবে ট্রেন নং. ২০৬০৪/২০৬০৩ নাগেরকয়েল-নিউ জলপাইগুড়ি-নাগেরকয়েল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে চলবে। ট্রেন নং. ২০৬০৪ নাগেরকয়েল থেকে ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে প্রতি রবিবার ২৩:০০ ঘণ্টায় যাত্রা শুরু করবে, অন্যদিকে, ট্রেন নং. ২০৬০৩ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে প্রতি বুধবার ১৬:৪৫ ঘণ্টায় ফের যাত্রা শুরু করবে। ট্রেনটির মাদুরাই, পোল্লাচি, ইরোড, কাটপাডি, বিজয়ওয়াড়া, বিশাখাপত্তনম, ভিজিয়ানগরম, ভুবনেশ্বর, কটক, খাগপুর, মালদা টাউন, কিষাণগঞ্জ ইত্যাদি ষ্টেশনে স্টপেজ থাকবে। ট্রেন নং. ২০৬১০/২০৬০৯ তিরুচিরাপল্লি-নিউ জলপাইগুড়ি-তিরুচিরাপল্লি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে তার যাত্রা শুরু করবে। ট্রেন নং. ২০৬১০ তিরুচিরাপল্লি থেকে ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে প্রতি বুধবার ০৫:৪৫ ঘণ্টায় যাত্রা শুরু করবে, অন্যদিকে, ট্রেন নং. ২০৬০৯ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে প্রতি শুক্রবার ১৬:৪৫ ঘণ্টায় ফের যাত্রা শুরু করবে। ট্রেনটির তাম্বারাম, বিজয়ওয়াড়া, বিশাখাপত্তনম, কটক, খড়্গপুর, মালদা টাউন, বারসোই, কিষাণগঞ্জ ইত্যাদি ষ্টেশনে স্টপেজ থাকবে। ট্রেন নং. ১৫৬৭১/১৫৬৭২ কামাখ্যা-রোহতক-কামাখ্যা অমৃত ভারত এক্সপ্রেস সাপ্তাহিক ভিত্তিতে চলবে। ট্রেন নং. ১৫৬৭১ কামাখ্যা থেকে ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে প্রতি শুক্রবার ২২:০০ ঘণ্টায় যাত্রা শুরু করবে, অন্যদিকে, ট্রেন নং. ১৫৬৭২ রোহতক থেকে ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে প্রতি রবিবার ২২:১০ ঘণ্টায় ফের যাত্রা শুরু করবে। ট্রেনটির রঙিয়া, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ জলপাইগুড়ি, কিষাণগঞ্জ, কাটিহার, খাগরিয়া, বারাউনি, সোনপুর, অনরিহার, প্রয়াগরাজ, দিল্লি ইত্যাদি ষ্টেশনে স্টপেজ থাকবে। সমস্ত অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো ২২-কোচের আধুনিক অমৃত ভারত রেক দিয়ে পরিচালিত হবে, যা সাশ্রয়ী ভাড়ার পরিকাঠামো বজায় রেখে উন্নত যাত্রী সুবিধা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে এই অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির নিয়মিত চলাচল অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, উন্নত সংযোগ এবং রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আধুনিকীকরণের প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন।

রাজ্যের দেওয়া লিখিত ভাষণে আপত্তি

দু'লাইন পড়েই বিধানসভা ত্যাগ করলেন রাজ্যপাল

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ২২ জানুয়ারিঃ উত্তপ্ত বিধানসভা। অধিবেশন কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন রাজ্যপাল। যা ঘিরে ফের চরমে রাজ্যপাল বনাম রাজ্যের সংঘাত। তামিলনাড়ুর পর এবার নজরে কর্নাটক। বৃহস্পতিবার সেই রাজ্যের বিধানসভায় আয়োজিত হয়েছিল একটি যৌথ অধিবেশনের। কিন্তু তা শুরুর আগেই শেষ হয়ে গেল। নিজের ভাষণের শেষের অংশ পড়ে বিধানসভা ছাড়লেন রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট। কিন্তু কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হল? রাজ্যপালের কক্ষ ত্যাগের কারণটাই বা কী? এদিন যৌথ অধিবেশনের প্রথম দিন প্রথামাফিক রাজ্যপালের বক্তৃতা দিয়ে অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল। সেই মর্মে পোডিয়ামে গিয়ে দাঁড়ান রাজ্যপাল। তাঁর এই বক্তৃতা লিখে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। যা নিয়ে আপত্তি দেখান রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট। সংশ্লিষ্ট ভাষণের ১১টি অনুচ্ছেদ নিয়ে আপত্তি তোলেন তিনি। কক্ষে উপস্থিত সদস্যদের সংবর্ধনা জানিয়ে লিখিত ভাষণের শেষ অংশটুকু পড়ে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যান রাজ্যপাল। সম্প্রতি মনরেগা প্রকল্পকে সরিয়ে নয়া আইন তৈরি করেছে কেন্দ্র। নাম জিরামজি। বিভিন্ন সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যপালকে কর্নাটকের রাজ্য সরকারের দেওয়া সংশ্লিষ্ট ভাষণে সেই জিরামজি আইনের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল। রাজ্যপাল সেই অংশগুলি পড়তেই অস্বীকার করেন। ভাষণের শুরুতে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত মন্ত্রী-বিধায়কদের সংবর্ধনা জানিয়ে ভাষণের শেষ অংশ পড়ে বেরিয়ে যান তিনি। বলেন, 'আমাদের সরকার রাজ্যের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জয় হিন্দ, জয় কর্নাটক।'' সংবিধান অনুযায়ী, রাজ্যে কোনও নতুন সরকার তৈরি হলে অথবা প্রতি বছর রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখার স্বার্থে রাজ্যপাল এমন যৌথ অধিবেশন করে থাকেন। বৃহস্পতিবার সেই প্রথা মেনেই আয়োজিত হয়েছিল এই অধিবেশনটি। কিন্তু শুরু আগেই সব শেষ। বেরিয়ে যান রাজ্যপাল। গোটা ঘটনাকে সংবিধান অপমান ও লঙ্ঘন বলে দাগায় কংগ্রেস। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া বলেন, ''এই অধিবেশনগুলিতে উনি নিজের তৈরি করা ভাষণ দিতে পারবেন না। মন্ত্রিসভা যা তৈরি করবে, তাই পড়তে হবে। কিন্তু উনি শেষের অংশটুকু পড়েই বেরিয়ে গেলেন, এটা সাংবিধানিক নিয়ম লঙ্ঘনের সমান।''

'হাসিনা জমানার ইতি' বাংলাদেশে! অবসর নিয়ে নিয়েছেন শেখ হাসিনা?

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ২২ জানুয়ারিঃ বাংলাদেশে হাসিনা জমানা শেষ? রাজনীতি পুরোপুরি ছাড়ছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা আওয়ামী লিগের নেত্রী শেখ হাসিনা? তাঁর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় তেমনটাই ইঙ্গিত দিলেন। বললেন যে তাঁর মা আগেই রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার আর সুযোগ পাননি। তার আগেই বাংলাদেশে ছাত্র-গণ অভ্যুত্থানের মুখে পড়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। বর্তমানে ওয়াশিংটনে থাকেন হাসিনা পুত্র সজীব। সেখানেই আল জাজিরা-কে দেওয়া সাক্ষাকারে তাঁর মা, শেখ হাসিনার অবসর নিয়ে কথা বলেন। জানান যে হাসিনা আগেই রাজনীতি-নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এটাই তাঁর শেষ মেয়াদ ছিল। বয়সভারের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার ঘটনা এক প্রকার 'হাসিনা জমানায় ইতি' বলেই উল্লেখ করেন সজিব। আগামী মাসেই বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন, অথচ অংশ নিতে পারবে না শেখ হাসিনার আওয়ামী লিগ। দলের উপরে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে কমিশন।

শেখ হাসিনা না থাকায় বাংলাদেশে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে আওয়ামী লিগ? দলের অস্তিত্বই থাকবে না? এই প্রশ্নের উত্তরে হাসিনা পুত্র বলেন যে শেখ হাসিনার অবসরে আওয়ামী লিগের নেতৃত্বে কোনও প্রভাব পড়বে না। বলেন, ''এটা বাংলাদেশের সবথেকে পুরনো রাজনৈতিক দল। ৭০ বছর হয়ে গিয়েছে। মাকে নিয়ে হোক বা মাকে ছাড়া, দল চলবেই। কেউ তো চিরকাল থাকে না।'' ২০২৪ সালের আগস্ট মাসের ৫ তারিখ গণঅভ্যুত্থানের মুখে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন শেখ হাসিনা। ওই আন্দোলনে ১৪০০-রও বেশি বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছিল বলে দাবি। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বিক্ষোভকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উপরে অস্ত্রপ্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আদালতে সেই অডিয়ো পেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনাকে চারটি মামলায় যাবজ্জীবন ও ফাঁসির সাজা দিয়েছে। সত্যিই কি আন্দোলনকারীদের উপরে গুলি চালাতে বলেছিলেন তকালীন প্রধানমন্ত্রী? হাসিনা পুত্রের দাবি, তাঁর মায়ের কথার ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগের কথা বলেছিলেন হাসিনা, শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করা ছাত্র-যুবদের উপরে নয়। বাংলাদেশের আবেদন মেনে ভারত শেখ হাসিনাকে সে দেশের হাতে তুলে দেবে না, সেই বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী জয়। তিনি বলেন, ''বর্তমানে ভারতই সবথেকে সুরক্ষিত জায়গা। যদিও মা বাংলাদেশে ফিরে যেতে এবং অবসর নিতে চান।'' তিনি আরও বলেন যে তাঁর মা (শেখ হাসিনা)-এর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। নয়া দিল্লি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই কাজ করবে। অন্যদিকে, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যুতে আওয়ামী লিগের দিকেই আঙুল উঠছে। সেই অভিযোগও খারিজ করে দেন সজীব। বলেন যে দলের এই ধরনের হামলা চালানোর ক্ষমতা নেই। বলেন, ''যদি আমাদের বাংলাদেশে হত্যালীলা চালানোর ক্ষমতা থাকত, তাহলে কি এই সরকার এখনও থাকত?''

CHANGE OF NAME

I, Ashapurna Dube (Old Name) W/O–Nani Gopal Dube resident of 83/A Exihibition Bagan Road , Po & Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Ashapurna Dube to Ashapurna Dube Mishra and henceforth I shall be known as Ashapurna Dube Mishra (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 15/01/2026. My name Ashapurna Dube Mishra & Ashapurna Dube both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sujata Mondal , S/O–Late Keshab Mondal, date of birth-10/02/2003 resident of Vill-Solua Akundaberia, Po-Baruipara, Ps-Hariharpara, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim and henceforth I shall be known as Sujata Mondal (as a Muslim name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/01/2026.

CHANGE OF NAME

I, Mst Arefa Naima Khatun (Old Name) W/o Elias Mondal Residing at Golabati, Mondal Para, Jaynagar Majilpur, Tajpur Fatepur, District - South 24 Parganas, Pin- 743337, West Bengal, India, Have Changed my name and shall henceforth be known as Arefa Naima Mondal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 22-01-2026. Mst Arefa Naima Khatun (Old Name) and Arefa Naima Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I ANISH RAHAMAN KHAN,S/o-Late Anshar Rahaman Khan Residing at Vill-Chalitapara,P.O-Ajodhya,P.S-Shyampur, Dist- Howrah,do hereby Solemnly and declare as follows -That the actual and original name of my Son is AHASAN RAHAMAN KHAN, That I hereby declare and Confirm that AHASAN RAHAMAN KHAN and AHAD KHAN is the same and one identical person.Vide affidavit In the court of Ld.(1st Class) Executive Magistrate at Howrah,Date-16/01/26.

CHANGE OF NAME

I, MD NURUN NABI SK (old name) S/O - MD KHALILULLAH SK residing at VILL- ISLAMPUR MOTILALTAL PO - ISLAMPUR PS - ISLAMPUR DIST - MURSHIDABAD PIN -742304. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD NURUN NABI SK (old name) to SK MD NURUN NABI (new name) and henceforth, I shall be Known as SK MD NURUN NABI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 22/01/2026. SK MD NURUN NABI (new name) & MD NURUN NABI SK (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MAHAFUJA BIBI (old name) W/O - MD JALALUDDIN residing at VILL-TOPIDANGA PO - KOLAN RADHAKANTAPUR PS-RANITALA DIST-MURSHIDABAD PIN -742123. West Bengal, do hereby declare. that I have changed My name from MAHAFUJA BIBI (old name) to MT MAHAFUJA KHATUN (new name and henceforth, I shall be Known as MT MAHAFUJA KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 22/01/2026. MT MAHAFUJA KHATUN (new name) & MAHAFUJA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD NUR ALAM (old name) S/O - MD TOFIJUDDIN residing at VILL- MATIARY PO - GORAKSHA PS - RATUA DIST - MALDA PIN - 732204. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHAMMAD NUR ALAM (old name) to MD NUR ALAM (new name) and henceforth, I shall be Known as MD NUR ALAM (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 22/01/2026. MD NUR ALAM (new name) & MOHAMMAD NUR ALAM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SARKAR (old name) S/O - LATE SASANKA SARKAR residing at VILL- MADHABNAGAR (NEW PALLY) PO - MOKDUMPUR PS - ENGLISHBAZAR DIST - MALDA PIN -732103. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from PRADIP KUMAR SARKAR & PRODIP SARKAR (old name) to PRADIP SARKAR (new name) and henceforth, I shall be Known as PRADIP SARKAR (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 22/01/2026. PRADIP SARKAR (new name) & PRADIP KUMAR SARKAR & PRODIP SARKAR (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD YUNUSH ALI (old name) S/O -TASIRUDDIN residing GOURIPUR PO - CHURAMAN PS - I TAHAR DIST - UTTAR DINAJPUR PIN -733128. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD YUNUSH ALI (old name) to MD YOUNUSH ALI (new name) and henceforth, I shall be Known as MD YOUNUSH ALI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Lalbagh court dated on 05/06/2025. MD YOUNUSH ALI (new name) & MD YUNUSH ALI (old name). both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD TOFIJUDDIN (old name) S/O - LATE MOINUL HOQUE residing at VILL - MATIARY PO - GORAKSHA PS - RATUA DIST - MALDA PIN - 732204. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHAMMAD TOFUUDDIN (old name) to MD TOFUUDDIN (new name) and henceforth, I shall be Known as MD TOFIJUDDIN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 22/01/2026. MD TOFIJUDDIN (new name) & MOHAMMAD TOFUUDDIN (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD YUNUSH ALI (old name) S/O -TASIRUDDIN residing GOURIPUR PO - CHURAMAN PS - ITAHAR DIST - UTTAR DINAJPUR PIN -733128. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD YUNUSH ALI (old name) to MD YOUNUSH ALI (new name) and henceforth, I shall be Known as MD YOUNUSH ALI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Lalbagh court dated on 05/06/2025. MD YOUNUSH ALI (new name) & MD YUNUSH ALI (old name). both name are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, নুরেফা খাতুন, স্বামী-মিন্টু সেখ গ্রাম-কান্দরা, পোস্ট- মালিহাটি থানা- সালার, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ৭৪২৪০১, আমার পিতার সঠিক নাম সামসু সেখ পিতা-ওবানি সেখ, যেটা আমার পিতার আধার কার্ড (4853-8873-0567) ও ভোটার কার্ড নম্বর (HRL1536614) উল্লেখিত আছে। এবং আমার পিতার ভুল নাম সামস সেখ পিতা-উকলী সেখ, যেটা আমার পিতার ২০০২ বছরের ভোটার লিস্ট তালিকায় উল্লেখিত আছে। আমার পিতার নাম সামসু সেখ পিতা-ওবানি সেখ, এবং সামস সেখ পিতা-উকলী সেখ দুজনেই একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, RAHAMATUN BEGUM W/o Kamaluddin Molla residing at Bankra Munshidanga, P.S. Domjur, Dist-Howrah-711403 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name RAHAMATUN BEGUM instead of RAMIA PARVEEN and my husband's actual name KAMALUDDIN MOLLA instead of KAMALUDDIN, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated on 20/01/2026. RAMIA PARVEEN W/o KAMALUDDIN and RAHAMATUN BEGUM W/o KAMALUDDIN MOLLA all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sorifa Khatun (Old Name) W/O–Oliullah Nuri resident of Vill-Mominabad , Po-Kanfala , Ps-Nabagram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742181 do hereby declared that I have changed my name from Sorifa Khatun to Mst Sorifa Khatun and henceforth I shall be known as Mst Sorifa Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Mst Sorifa Khatun & Sorifa Khatun both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Laxmi Poddar (Old Name) D/O–Purna Chandra Poddar resident of Vill & Po-Majhyampur , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim & also I have changed my name from Laxmi Poddar to Diya Chowdhury and henceforth I shall be known as Diya Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/01/2026.My name Diya Chowdhury & Laxmi Poddar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nazima Begum D/o Noor Islam Molla residing at Somruk Paikan & Najur Para, Uluberia, Howrah-711316 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name Noor Islam Molla instead of Noor Islam Mollah alias Nur Islam Nak Molla alias Nur Islam Hok Molla alias Nur Islam Haque Molla, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Howrah dated on 26/12/2025. Noor Islam Mollah, Nur Islam Nak Molla, Nur Islam Hok Molla, Nur Islam Haque Molla and Noor Islam Molla all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Golapi Roy W/o Satish Roy residing at Vill. & P.O.-Fatepur, P.S-Hili, Dist-Dakshin Dinajpur West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my Husband's actual name Satish Roy instead of Jatish Roy, which is wrongly recorded in my daughter's Birth Certificate (Reg. No.9, Dt.21/01/2002) vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Dakshin Dinajpur Affidavit No.795 dated on 14/01/2026. Jatish Roy and Satish Roy both are same and one identical person.

চেন্নাইয়ে রেল লাইনের পাশে উদ্ধার মালদার শ্রমিকের দেহ, অস্ত্রে পিটিয়ে খুন মগরাহাটের যুবককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২২ জানুয়ারি ঃ একের পর এক বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ভিনরাজ্যে।

কখনও চোর অপবাদে, কখনও বাংলা বলার অপরাধে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে মারধর। এবার মালদার এক শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু হল চেন্নাইয়ে। অন্যদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশে কাজে গিয়ে খুন হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক জরি শ্রমিক। আট দিন নিখোঁজ থাকার পর রেল লাইনের ধারে জঙ্গল থেকে ক্ষত-বিক্ষত দেহ উদ্ধার হল মালদহের এক শ্রমিকের। খুন করা হয়েছে অনুমান পরিবারের। একমাত্র রোজগেরে সদস্যের মৃত্যুতে অথৈ জলে পরিবার। দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে মাথায় হাত অসহায় স্ত্রীর। পাশে দাঁড়ায়নি প্রশাসন থেকে জন-প্রতিনিধি। আবারও শ্রমিক মৃত্যুতে রাজ্যের কর্মসংস্থান নিয়ে তৃণমূলকে তোপ বিজেপির। পাল্টা বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলছে তৃণমূল। রাজনৈতিক এই তরজায় অনিশ্চিত মৃত শ্রমিকের পরিবারের ভবিষ্যত। মৃত শ্রমিকের নাম আলমগীর আলম (২৯)। বাড়ি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের মশালদহ বাজারে। এলাকায় কোন কাজ নেই। তাই পেটের টানে চেন্নাইতে কাজের জন্য গিয়েছিলেন আলমগীর। ৯ দিন আগে আরেকটি কাজের জন্য হায়দ্রাবাদ যাওয়ার কথা ছিল তার। ট্রেনে ওঠার আগে স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথাও বলেন। কিন্তু তারপর থেকে তার আর কোন খোঁজ নেই। পাওয়া যাচ্ছিল না ফোনেও। আশে পাশে থাকা তার সহকর্মীরা স্থানীয় থানাতেও জানান। আটদিন নিখোঁজ থাকার পর চেন্নাইয়ের যে স্টেশন থেকে হায়দ্রাবাদ যাওয়ার উদ্দেশ্যে তার ট্রেনে ওঠার কথা ছিল তার পরবর্তী স্টেশনের কাছাকাছি রেল লাইনের ধারে জঙ্গল থেকে আলমগীরের ক্ষত-বিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। খবর আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে স্ত্রী থেকে শুরু করে পরিবারের লোকেরা। আলমগীরের উপর নির্ভর ছিল সমস্ত সংসার। ছোট ছোট দুই সন্তান রয়েছে। গভীর শোকের মাঝেই অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তায় আলমগীরের স্ত্রী। এখনো পর্যন্ত প্রশাসন বা জন-প্রতিনিধিরা কেউ দেখা করেনি। অন্যদিকে, অন্ধ্রে কাজে গিয়ে খুন হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এক শ্রমিকের। নাম মঞ্জুর আলম। পেশায় তিনি জরি শ্রমিক। পরিবারের অভিযোগ, চুরির অপবাদ দিয়েই মঞ্জুরকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। মঞ্জুরের বাড়ি মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার রঙ্গিলাবাদ গ্রামে গোয়াল খালি এলাকায়। কাজ করতেন অন্ধ্রপ্রদেশে কোমারলু এলাকায়। ওই এলাকা থেকে মঙ্গলবার বাড়িতে ফোন করে ২৫০০ টাকা চান তিনি। বলেন, টাকা না দিলে মেরে ফেলবে। বাড়ি থেকে ছয় হাজার টাকা ফোন পে করাও হয়েছিল। তার পর থেকে আর কোনও খবর ছিল না। বুধবার দিন মৃত্যুর খবর আসে।

নামখানা ব্লকের মৌসুমী গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়াড়া গ্রামে প্রয়াত সেখ আজিজ-এর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানালেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। সর্বত্র (SIR) সংক্রান্ত নোটিশকে ঘিরে যে মানসিক চাপ ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সাধারণ মানুষের মনে যেন অকারণ ভয় বা বিভ্রান্তি না ছড়ায়-এই বিষয়ে প্রশাসনকে আরও মানবিক ও সংবেদনশীল ভূমিকা নিতে হবে। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস সহ প্রমুখ।

নন্দীগ্রাম গণহত্যা মামলাঃ ইন্দু দাসকে সিবিআইয়ের গ্রেফতারিতে রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২২ জানুয়ারি ঃ ২007 সালের নন্দীগ্রাম গণহত্যা মামলায় দীর্ঘ ১৮ বছর পর তদন্তে সক্রিয় হয়েছে সিবিআই। এই মামলায় নন্দীগ্রামের গোকুলনগর এলাকা থেকে ইন্দু দাস নামে এক বৃদ্ধাকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ধৃত ইন্দু দাস গারুপাড়ার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। এই গ্রেফতারিকে ঘিরে শুরু হযেছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, ইন্দু দাস ওই মামলার সাক্ষী ছিলেন, অভিযুক্ত নন। বৃহস্পতিবার তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুজিত রায় সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন, মামলার মূল অভিযুক্তরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও সিবিআই তাঁদের গ্রেফতার করছে না। তাঁর দাবি, অভিযুক্তদের একাংশ বর্তমানে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণেই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সুজিত রায় আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ইন্দু দাস ও তাঁর পরিবারের পাশে থাকবে এবং আইনগতভাবে সবরকম সহযোগিতা করা হবে। এদিকে সিবিআইয়ের এই গ্রেফতারি নিয়ে নন্দীগ্রামে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মামলার তদন্ত কোন দিকে এগোয়, সেদিকে নজর রাখছে রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষ।

নিপা ভাইরাস আতঙ্কে গুড় ও খেঁজুর রসের বিক্রি কমেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২২ জানুয়ারি ঃ নিপা ভাইরাস আতঙ্কে গুড় ও খেঁজুর রসের বিক্রি কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। কিন্তু গুড়ে কোনও নিপা ভাইরাস নেই এমন কথা জানাচ্ছে কাকদ্বীপের গুড় বিক্রেতারা। এমনিতেই রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করা হয় দীর্ঘক্ষণ ধরে। আগুনের তাপে ভাইরাস থাকলেও নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও রসে যাতে বাদুড় মুখ দিতে না পারে সেজন্য মাটির পাত্রের মুখে জাল লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এক গুড় প্রস্তুতকারক। কিন্তু তাতেও ভয় কাটছে না ক্রেতাদের। এই নিয়ে এক ক্রেতা জানিয়েছেন, খবরে দেখার পর থেকে ভয় করছে। ফলে এখন তিনি রস ও গুড় কেনা থেকে এড়িয়ে চলছেন। অনেকেই আবার তেমন কিছুই মানছেন না। নিপা নিয়ে সতর্ক থাকতে খেজুরের কাঁচা রস সরাসরি পান না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনেকে এখনও রস পান করছেন। এই রস ছাঁকনি দিয়ে ছাঁকা হচ্ছে। এদিকে এই সতর্কতার জেরে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা। শীতের মরশুমে পিঠে-পুলির জন্য যে খেজুরের গুড়ের চাহিদা থাকে, তা এবার অনেকটাই কমেছে। বাজারে খেজুরের গুড় বিক্রি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে বলে জানাচ্ছেন বিক্রেতারা। তবে আতঙ্ক নয় এই মুহূর্তে সচেতন থাকাই সবথেকে বেশি জরুরি।

স্বস্তি বীরভূমে! যান চলাচল শুরু তিলপাড়া ব্যারেজের বিকল্প রাস্তায়, কমল জনভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২২ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও টালবাহানার পর অবশেষে বীরভূমের তিলপাড়া ব্যারেজ সংলগ্ন নবনির্মিত বিকল্প রাস্তায় (কজওয়ে) শুরু হল ভারী যান চলাচল। ময়ূরাক্ষী নদীর উপর হিউম পাইপ বসিয়ে তৈরি এই কজওয়ে চালু হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে ট্রাক মালিক, বাসযাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। এর ফলে সিউড়ি-রামপুরহাট রুটে চলাচলকারী ভারী পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে আর দীর্ঘ পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে না। গত বছরের ১ অগাস্ট তিলপাড়া ব্যারেজে ফাটল ধরা পড়ায় নিরাপত্তার কারণে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের অন্তর্গত ব্যারেজের উপর দিয়ে যাওয়া মূল রাস্তায় ভারী যান চলাচল বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। এর ফলে বিশেষ করে মহম্মদবাজার থেকে আসা পাথর বোঝাই ট্রাকগুলিকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার অতিরিক্ত পথ ঘুরে যেতে হচ্ছিল। এতে যেমন জ্বালানি খরচ বেড়েছিল, তেমনই সময় নষ্ট হচ্ছিল ব্যাপকভাবে। ই সমস্যার সমাধানে জেলা ট্রাক মালিক সংগঠন বিকল্প রাস্তার দাবি জানায়। সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৫ সেপ্টেম্বর রাজ্য সেচ দফতর শর্তসাপেক্ষে 'বীরভূম ট্রাক অ্যান্ড টিপার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'কে কজওয়ে নির্মাণের অনুমতি দেয়। তবে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, নির্মাণের যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে সংগঠনকেই। প্রশাসনের শর্ত অনুযায়ী কজওয়ের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং যান নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সঙ্গে সমন্বয়ের দায়িত্ব নেয় ট্রাক মালিক সংগঠন। মাঝপথে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হলেও জেলা প্রশাসনের মধ্যস্থতায় গত বছরের শেষের দিকে কাজ সম্পন্ন হয়। সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা

খতিয়ে দেখে চার দিন আগে এই রাস্তায় ভারী যান চলাচলের অনুমোদন দেওয়া হয়। এই বিকল্প রাস্তা চালু হওয়ায় সিউড়ি-সাঁইথিয়া ও মহম্মদবাজার-সাঁইথিয়া বাইপাসের উপর যানবাহনের চাপ কমেছে এবং সাঁইথিয়া শহরের যানজট অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পাশাপাশি তিলপাড়া ব্যারাজের উপর মূল জাতীয় সড়কের সংস্কার কাজও গতি পেয়েছে। ট্রাক মালিক সংগঠনের দাবি, সেচ দফতরের সব শর্ত মেনেই পরিবেশ ও নদীর বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করে কজওয়েটি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে বাস ও অন্যান্য যাত্রিবাহী গাড়িও এই পথ ব্যবহার করছে, ফলে জেলাবাসীর নিত্যদিনের ভোগান্তি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

পাচারের আগেই দুর্গাপুর পুলিশের জালে ৩ মহিলা সহ ৪ জন গাঁজা পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২২ জানুয়ারি ঃ আবারও মহিলাদের ব্যবহার করে মাদক পাচারের চেষ্টা! পাচারের আগেই ২৭ কেজির গাঁজা-সহ পুলিশের জালে ধরা পড়ল ৩ মহিলা সহ ৪ জন পাচারকারী। বুধবার রাতে সন্ধ্যায় ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার দুর্গাপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। বৃহস্পতিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম রোজ নীলিমা টিগ্গা (৩৩), সুন্দরী কুমারী (২৫), মণীশ কুমার সিং (২১)। তিনজনের বাড়ি ঝাড়খণ্ডে। অপর ধৃত অনিতা ভুঁইয়া (৩০)-র বাড়ি ওড়িশার সুন্দরগড় জেলায়। ধৃতদের কাছ থেকে মোট ৩১ কেজি ৯২ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাদের ৭ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করা হয়। জানা গেছে, প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে নিরাপত্তা জোরদার করতে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। সেই সময় বুধবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুর স্টেশন সংলগ্ন শিমুলতলা এলাকায় তিন মহিলা সহ চারজনকে সন্দেহজনকভাবে একাধিক ব্যাগ নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখে কোকওভেন থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে অসঙ্গতি ধরা পড়লে ব্যাগ তল্লাশি করা হয়। তল্লাশিতে ব্যাগ থেকে গাঁজা উদ্ধার হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গ্রেফতার করা হয়। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ৫ জুলাইও দুর্গাপুরে এক বৃদ্ধকে দিয়ে স্কুলব্যাগে গাঁজা পাচারের সময় ৪ মহিলা সহ ৫ জন ধরা পড়েছিল, উদ্ধার হয় ৪০ কেজি গাঁজা। তার আগেও একাধিকবার এই এলাকায় বড়সড় মাদক পাচার চক্র ধরা পড়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পাচারকারীরা ওড়িশা থেকে গাঁজা এনে প্রথমে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে পৌঁছায়, সেখান থেকে ট্রেনে দুর্গাপুর স্টেশনে নামে। পরে বাসে বা গাড়িতে বিভিন্ন জেলায় পাচার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরো চক্রের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চলছে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘরের ভিতর থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, শান্তিপুরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২২ জানুয়ারি ঃ নদীয়া জেলার শান্তিপুরে ঘরের ভিতর থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম রওশন আলী জমাদার। তাঁর বয়স আনুমানিক কুড়ি বছর। তিনি শান্তিপুর পৌরসভার ওস্তাগার লেন এলাকার বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কলকাতার একটি অনলাইন সংস্থায় কর্মরত রওশন বুধবার রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পও করেন। এরপর তিনি নিজের ঘরে শুতে যান। বৃহস্পতিবার সকালে মেয়েকে ডাক্তার দেখানোর জন্য উঠেছে ছেলে রওশনকে ডাকাডাকি করতে থাকেন তাঁর মা। কোনও সাড়া না পেয়ে ঘরের উঁকি দিয়ে তিনি দেখেন, বিছানায় ছেলে নেই। মুহূর্তের মধ্যেই নজর পড়ে বিছানার পাশেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ছেলের দেহ। মায়ের চিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। ঘটনার খবর পেয়ে শান্তিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট পুলিশ মর্গে পাঠায়। পরিবারের দাবি, এক যুবতীর সঙ্গে রওশানের প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং তিনি তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। পুলিশ মৃত যুবকের মোবাইল ফোনের কল লিস্ট খতিয়ে দেখছে ও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা করছে। ঠিক কী কারণেই এই চরম সিদ্ধান্ত নাকি এর পিছনে অন্য কোনও বিষয় রয়েছে সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় গোটা পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

নতুন ভোটারদের 'ইভিএম-পাঠ'! নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে নারায়ণগড়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ জানুয়ারি ঃ ব্লক অফিসের মধ্যেই চলছে ভোটগ্রহণ! টেবিলের উপর রাখা ইভিএম ও ভিভিপ্যাট মেশিন, পাশে কড়া নিরাপত্তায় সশস্ত্র পুলিশ। এক ঝলক দেখলে মনে

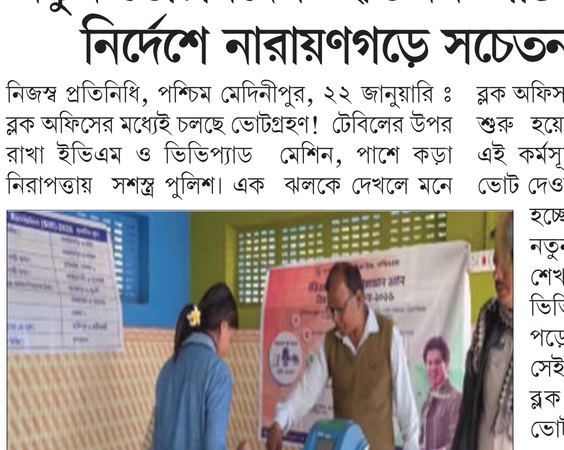

হতেই পারে ভোট হয়তো শুরু হয়ে গেছে। অথচ বাস্তবে এটি কোনও নির্বাচন নয়, বরং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটার সচেতনতার এক বিশেষ উদ্যোগ। এই দৃশ্য ঘিরে ব্লক অফিসে আসা সাধারণ মানুষ রীতিমতো অবাক হয়ে যাচ্ছেন। হাতেগোনা কয়েক মাস পরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে নতুন ও প্রবীণ ভোটারদের ইভিএম ও ভিভিপ্যাট ব্যবহারে সচেতন করতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ব্লক অফিস চত্বরে এই বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ইভিএম ট্রেনিং ইউনিট ব্যবহার করে ভোট দেওয়ার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া হাতেকলমে দেখানো হচ্ছে। এই সচেতনতামূলক ভোটিং প্রক্রিয়ায় নতুন ভোটারদের ইভিএমে ভোট দেওয়ার নিয়ম শেখানো হচ্ছে। পাশাপাশি পুরনো ভোটারদেরও ভিভিপ্যাটের মাধ্যমে নিজের ভোট সঠিকভাবে পড়েছে কিনা সেটা কীভাবে যাচাই করতে হবে-সেই বিষয়েও বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হচ্ছে। ব্লক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটারদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় একজনের ভোট অন্যজন দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই সমস্যা রোধ করতেই এই উদ্যোগ। ইভিএম ও ভিভিপ্যাড ব্যবহৃত হওয়ায় নিরাপত্তার দিকটিও গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। ব্লক অফিস চত্বরে মোতায়েন রয়েছে সশস্ত্র পুলিশ। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা ভোটারদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এবং ভোট দেওয়ার সময় গোপনীয়তা ও নিয়ম মেনে চলার বিষয়েও সচেতন করছেন। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি বেশ কয়েকদিন ধরে চলবে। প্রশাসনের আশা, এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভোটাররা আরও সচেতন হবেন এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নিরাপদ ও স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

নমামী গঙ্গে কর্মসূচিতে ২৩০ টি প্রজাতির মাছের উপস্থিতি নথিভুক্ত

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ ব্যারাকপুরের সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট আই সি এ আর কেন্দ্রীয় সরকারের নমামী গঙ্গে কর্মসূচিতে রাজ্যের গঙ্গা অববাহিকা জুড়ে ২৩০ টি প্রজাতির মাছের উপস্থিতি নথিভুক্ত করেছে। এরমধ্যে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কায় সবচেয়ে বেশি ৮৫ টি প্রজাতির মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। ২০১৬ সাল থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ৯ বছরের গবেষণায় এর মধ্যে ২২১ টি দেশীয় এবং নয়টি বিদেশি প্রজাতির মাছ রয়েছে বলে সংস্থা সূত্রে জানা গেছে। দশ শতাংশ মাছ বিপন্ন শ্রেণীভুক্ত বলে সংস্থার অধিকর্তা বসন্ত দাস জানিয়েছেন। উল্লেখ্য ১৯৯৮ সালে রাজ্যে সর্বনিম্ন ১১০ টি প্রজাতির মাছের সন্ধান মিলেছিল।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এসঅ্যান্ডটি সম্পর্কিত কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/৪৯, ৫০ ও ৫১; তারিখ ঃ ১৬-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; ক্রম নং -১; টেন্ডার নং ঃ এপি-এসটি-৪৯-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ নিউ কোচবিহার-গোলাকগঞ্জ (এসএল)-টিএসআর (পি)-৩৭.৩০০ টিকেএম (এসঅ্যান্ডটি সম্পর্কিত কাজ)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ ১০,৪২,৬০০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ২০,৯০০/- টাকা; ক্রম নং -২; টেন্ডার নং ঃ এপি-এসটি-৫০-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ রানীনগর জলপাইগুড়ি-নিউ কোচবিহার (আপ)- রেললাইন উত্তোলন এবং ব্যালাস্ট পুনঃস্থাপন- ১১.৫৫৮ টিকেএম (এসঅ্যান্ডটি সম্পর্কিত কাজ)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ ১১,২২,২৫৭/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ২২,৫০০/- টাকা; ক্রম নং -৩; টেন্ডার নং ঃ এপি-এসটি-৫১-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ সিনিয়র এডিইএন/I/নিউ কোচবিহারের অধীনে বেতগারা-আলতাগ্রামের মাঝে কিমি ৫০/৯-৫১/৬ এর মধ্যে স্থায়ী ডাইভারশনের উপর পাইল ফাউন্ডেশনের উপর ১ × ১২.২ মিটার পিএসসি স্ল্যাব দিয়ে বি. আর. ৫৮ পুনর্নির্মাণ (এসঅ্যান্ডটি সম্পর্কিত কাজ)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ ৩৫,৮৫,৬৭২.৫০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৭১,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা এবং টেন্ডার খোলা ১৩-০২-২০২৬ তারিখে বন্ধের পরে। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটে দেখুন।

ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমি শর্মিষ্টা গোলুই, স্বামী-শ্যামসুন্দর গোলুই, নিবাস- দক্ষিন ঝাঁপড়দাহ, ডোমজুড়, হাওড়া - ৭১১৪১৫ । I-050403791/ 24 (ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রকৃত) নং দলিল দ্বারা নির্মল দলুই (পিতা -গোপাল দলুই) এর পক্ষে আমমোক্তার (পাওয়ার নং ০৪০৫৮ / ২২, DSR-1 হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রকৃত) GOLUI ENTERPRISES এর পক্ষে প্রোপাইটর শ্রী শ্যামসুন্দর গোলুই (পিতা- নরেন্দ্রনাথ গোলুই) এর নিকট হইতে বাইগাছি মৌজায় J.L NO-12, L.R-50 নং দাগে এবং ১৩৬৪ নং খতিয়ানে 1.766 । শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া ভোগদখল করিতেছি। উক্ত সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য B.L & L.R.O ডোমজুড় অফিসে আবেদন করিয়াছি। তাহা সকলকে অবগত করিলাম।

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং ঃ ২৪৯_২০২৫-২৬, তারিখ ১৯.০১.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য (সিনি. ডিইএন/১/হাওড়ার অধিক্ষেত্রের জন্য) সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কাজের বিবরণ ঃ (১) লিলুয়া, পাণ্ডুয়া, দেবীপুর, মেমারী, বৈঁচী, খন্যান, আরামবাগ, হরিপাল, নালিকুল, সিউড়ী, উত্তরপাড়া, হিন্দ্ মোটর, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু, চুঁচুড়া, হুগলী এবং ব্যান্ডেল স্টেশনে ডব্লু. হল, শৌচাগার, সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নয়ন। (২) এইএন/ব্যান্ডেলের অধীনে মগরা কলোনিতে চলার পথ, নিকাশী, সেপ্টিক ট্যাঙ্ক ইত্যাদির উন্নয়ন সহ স্টাফ কোয়ার্টারের মেরামতি ও সংস্কার। আনুমানিক ব্যয় ঃ ১২,৯৯,৫৫,৪৯৪.৮৮ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ৭,৯৯,৮০০ টাকা। টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ নেই। কাজ শেষের সময়সীমা ঃ (১২) বারো মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি পেমেন্ট — ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি), কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-558/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

The Prodhan of Dogachia G.P. under Purbasthali-1 Dev. Block, Dist.-Purba Bardhaman, W.B. Pin-713513 invites Tender for 10 Nos Tubewell vide **Tender No - 09/25-26, Memo No-497/DGP/GEN/2026/15th FC(Tied)/25-26 date-22/01/25.** Date of sale of Tender Form **- 05/02/26 before 2 PM.** Last date of dropping of Sealed Tender Form **05/02/26 up to 2. P.M**. For details visit **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-Prodhan
Dogachia GP

E-TENDER NOTICE
Labpur Panchayat Samity
Labpur, Birbhum

NIeT No: 14/EO/2025-26

E-Tenders are invited for 14 nos Civil work Bid Submission start- **22/01/2026 Ends – 31/01/2026**. For more details Please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no-56/DM/ENGG/(APAS)/2025-2026 DATE-20/01/2026
E-NIT no-57/DM/ENGG/(APAS)/ 2025-2026 DATE-20/01/2026
For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in**
Office ph no **7478003845**
Sd/- Chairman
Dainhat Municipality

রেলওয়ে কোয়ার্টার নির্মাণ ও ইলেকট্রিফিকেশন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিনি. ডিইই/এলএমজি/৩৯ অব ২০২৫-২৬, তারিখঃ ১৯-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র.নং.১; টেন্ডার নং.ঃ ইএল/এলএম/২৫-২৬/৩৬, কাজের নামঃ নিউ হারাঙ্গাজাও, শিলচর, করিমগঞ্জ জংশন, জাগীরোড, নগাঁও, বারলংফার, হয়বরগাঁওয়ে রেলওয়ে কোয়ার্টার নির্মাণ ও ইলেকট্রিফিকেশন। (ইলেকট্রিক্যাল পোর্শন)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২৯,৮৬,৩৫৭.৭০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,১৪,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-০২-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং ১০-০২-২০২৬ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায় খুলবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০২-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation sealed Bid for the work of "Urgent electrical installation work, hiring of silent Diesel Generating sets, air conditioning machines etc i.c.w. proposed visit of Hony. Chief Minister of West Bengal at Singur, Hooghly district on 28.01.2026" **NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-19 of 2025-26**. Bid submission closing date: **25/01/2026 upto 04.30 P.M.**

Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড

সিআইএনঃ L70102WB1988PLC045587
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭
ইমেল আইডিঃ info@insel.com
ওয়েবসাইটঃ www.insel.com
ফোনঃ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪ ফ্যাক্সঃ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, SEBI (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭-এর সাথে পঠিত রেগুলেশন ২৯ ও ৩৩ অনুসারে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা আগামী মঙ্গলবার, ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবেঃ ১) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত নয় এমন আর্থিক ফলাফল (একক এবং একত্রিত) বিবেচনা, অনুমোদন এবং নথিবদ্ধ করা ২) কোম্পানি সচিবের নিয়োগ বিবেচনা ও অনুমোদন করা।

এই বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.lnsel.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও পাওয়া যাবে।

লি অ্যান্ড নী সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেডের জন্য
স্বা /- মহেশ গুপ্ত
(সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক) (ডিআইএনঃ ০১৬০৬৬৪৭)
স্থান-কলকাতা
তারিখ- ২৬।১।২০২৬

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং (i) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৫-২৬-৪৯। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের বিবরণ ঃ অমর্দা রোড স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ, উচ্চতা বৃদ্ধি এবং উপরিতলের পুনর্নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ২৮,১০,৩৮৮.৭৯ টাকা। দরপ্রস্তাব জামিন/প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ৫৬,২০০ টাকা। খোলার তারিখ ঃ ১১.০২.২০২৬। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য টাকা। সম্পূর্ণ হওয়ার মেয়াদ ঃ ক্র. নং (i)-এর জন্য স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৬ মাস। দাখিলের তারিখ ঃ ১১.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। বি.দ্র.ঃ সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-1087)

Office of the Jabarrah Gram Panchayat
Vill: Mudidih, P.O.: Kulabahal, Dist.: Purulia, West Bengal

NOTICE INVITING e-TENDER-09/2025-26/JGP, Date: 20/01/2026

For and on behalf of the Jabarrah Gram Panchayat, Pradhan, Jabarrah Gram Panchayat invites e-Tender for 2 (Two) Nos. works. Document download/ sale/ Bid submission starting from **22/01/2026 at 6.00 PM up to 09/02/2026 6.00 PM**. Bid Opening Date (Technical) **11/02/2026 at 6:00 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Jabarrah Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/২০/২৫-২৬; তারিখ: ১৫-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : এপি-ইএল-২০-২৫-২৬; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনে - এসএসই (ডব্লিউ)/মালবাজার-এর অধীনে আরপিএফটিসি ডোমোহানিতে গভীর নলকূপ ও জল স্টেজিং ব্যবস্থার পাইপলাইন সংস্কারের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৩,৫৯,৬৬৫.৭৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ৭,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৯-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/০৩_২০২৬/কে/১৩৯৩; তারিখ: ১৩-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং ঃ ০৩_২০২৬। কাজের নাম ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ "এডিইএন/ডিএইচআর -এর আওতাধীন সুকনা থেকে দার্জিলিং (ডিএইচআর-সেকশন) পর্যন্ত কোয়ার্টার মেরামত এবং রঙ করার মাধ্যমে সুকনা - দার্জিলিং (মোট - ১০০ ইউনিট)"। টেন্ডার মূল্য: ৫২,৪০,০৭২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,০৪,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৫-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জিঅ্যান্ডসিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

BANSHABATI GRAM PANCHAYAT
BLOCK- SUTI-I
P.O. Banshabati, P.S.- Suti, Dist. Murshidabad W.B.

NIT-05/BGP/15th FC (2nd Installament) 2025/26
NIT-06/BGP/I5th FC (2nd installament) 2025/26 Date of sale tender paper From - 20/1/2026 to 31/1/2026 Last date & of Dropping Sealed tenders on or before 3/2/26 (upto 20.0pm) Last date of opening - 3/2/26 (at 3pm). Thank you

PRODHAN
Banshabati Gram Panchayat
Suti-I Dev. Block, Murshidabad

Office of the DAKSHIN SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
P.O. SOUTH SANKRAIL, P.S.- SANKRAIL, DIST.-HOWRAH 711313

e-tenders are invited by Prodhan, Dakshin Sankrail Gram Panchayat under Sankrail Dev. Block Dist.-Howrah, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential from APAS Fund **(NIT No:-NIT/DSGP/759/APAS/2025-2026 TO DSGP/767/APAS/2025-2026 Dt:-19/01/2026)** Date of closing of Submissiob of Technical & Financial Bid on **31-01-2026 up to 11.00 am.** For details visit the website:- **http://tenders.wb.gov.in**

Omkara Assets Reconstruction Pvt. Ltd.

রেজি. অফিসঃ ৯, এ.পি. নগর, ১ম রাস্তা, কঙ্গু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর-৬৪১৬০৭
ফোন নম্বর ০৪২১২২২১১৪৪. কর্পোরেট অফিসঃ কোহিনুর স্কোয়ার, ৪৭ তলা, এন.সি. কেলকার মার্গ, আর.জি. গড়করি চক দাদর (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০২৮. টেলিফোনঃ ০২২-২৬৫৪৪০০০
ই-নিলামের তারিখ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২৬

[পরিশিষ্ট - IV-A] [বিধি ৮(৬) এবং ৯(১)-এর শর্ত দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলামের গণবিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) ও ৯(১)-এর বিধান অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা / জামিনদার/ বন্ধকদাতাদের জানানো হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি {সুরক্ষিত সম্পদ(সমূহ)} সুরক্ষিত পাওনাদার অর্থাৎ ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (OARPL)-এর কাছে বন্ধক/ দায়বদ্ধ রয়েছে, যা কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর বিধান অনুযায়ী গঠিত একটি কোম্পানি এবং সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন) (সারফেইসি আইন, ২০০২) এর ধারা ৩ এর অধীনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (RBI) কর্তৃক একটি অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি হিসাবে যথাযথভাবে নিবন্ধিত যার সিআইএন নম্বর U67100TZ2014PTCO20363 এবং নিবন্ধিত কার্যালয় ৯, এম.পি নগর, ১ম স্ট্রিট, কোঙ্গু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর - ৬৪১৬০৭ এবং কর্পোরেট কার্যালয় কোহিনূর স্কোয়ার, ৪৭ তম তলা, এন. সি. কেলকার মার্গ, আর. জি. গড়করি চক, দাদর (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০০২৮, যা ওমকারা থানা-২৬২০২১-২২ ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করছে। এটি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ৫ এর অধীনে ৩০-০৯-২০২১ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তির মাধ্যমে পুনাওয়ালা হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড (PHFL) (পূর্বে ম্যাগমা হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড নামে পরিচিত) থেকে ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতাদের সমস্ত বকেয়া পাওনা এবং তার অন্তর্নিহিত জামানতের সমস্ত অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ অর্জন করেছে। আরও জানানো হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক সুরক্ষিত সম্পদ(সমূহ)-এর ভৌত দখল গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত সম্পদ(সমূহ) নিচে উল্লিখিত তারিখে **''যেমন আছে যেখানে আছে''**, **''যেমন আছে তেমনই''**, **''যা কিছু আছে এবং কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়া''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, যা থেকে নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীত / জামিনদার/ বন্ধকদাতাদের কাছ থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের প্রাপ্য বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধার করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য, বায়না আমানত (ইএমডি) এবং অন্যান্য বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো।

ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	দাবি নোটিশের তারিখঃ ১৬.০৪.২০২১
১. এসকে বাকি বিল্লাহ (ঋণগ্রহীতা) (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা) ২. এসকে বেবেকা বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা)	৩১.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ৫৩,৭০,১৫৩।- টাকা (তিপ্পান্ন লক্ষ সত্তর হাজার একশত তিপ্পান্ন টাকা মাত্র)। (৩১.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী মোট পাওনা ৩৩,০৯,৭৮১/- টাকা এবং অতিরিক্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ ও অন্যান্য জরিমানা বাবদ ২০,৬০,৩৭১/- টাকা)।	শারীরিক দখল হস্তান্তরের তারিখঃ ২৩.০৯.২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)ঃ ১৩,৭৭,০০০ /- । ইএমডি (টাকা)ঃ ১,৩৭,৭০০ /-	পরিদর্শন তারিখঃ ০৫-০২-২০২৬ এবং সময়ঃ দুপুর ১.০০টা - বিকাল ৪.০০টা।	ক্রমবর্ধমান মূল্য ২০,০০০ /- টাকা

সম্পত্তির বিবরণঃ আকাশ টিনা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২ সি, উত্তর দিক, ২য় তলা, এলআর দাগ নং ৮৭৬, ৮৯৪, এলআর খতিয়ান নং ১০৮৭ ও ৫৩৪, হোল্ডিং নং ৬৪, উত্তর জাগাছা, ১ম বাই লেন, থানা- জাগাছা, ওয়ার্ড নং ৪৭, হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, হাওড়া-৭১১১১২। আবাসিক ইউনিটের ক্ষেত্রফলঃ ৭৩১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এলাকা)

আমানতের অর্থ পরিশোধ এবং দরপত্র ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ১২-০২-২০২৬, সন্ধ্যা ০৬.০০ পর্যন্ত।

নিলামের তারিখ ও সময়ঃ তারিখঃ ১৩-০২-২০২৬, সময়ঃ বিকাল ৩.০০টা - বিকাল ৫.০০টা।

শর্তাবলীঃ ১. নিলামটি OARPL-এর অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী ''মেসার্স ARCA EMART PVT. Ltd. ''- এর মাধ্যমে 'অনলাইনে' পরিচালিত হবে। ই-নিলামের টেন্ডার নথিতে অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলামের সাধারণ শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। www.auctionbazaar.com সেলস সাপোর্ট ল্যান্ডলাইন নম্বর / মোবাইল নম্বরঃ ৮৩৭০৯৬৯৬৯৬ হেল্পলাইন ই-মেইল আইডিঃ contact@auctionbazaar.com/ support@auctionbazaar.com, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিঃ মিসেস এম. কিরণমাই, মোবাইল নম্বরঃ ৭৯৯৭০৪৩৯৯৯, ইমেইল- kiran@auctionbazaar.com ২. যে সকল আগ্রহী বিডাররা ইএমডি জমা দিয়েছেন এবং লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি, ডেটা আপলোড, বিড জমা দেওয়া, ই-বিডিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা প্রয়োজন, তারা সাপোর্ট ল্যান্ডলাইন নম্বর / মোবাইল নম্বরঃ ৮৩৭০৯৬৯৬৯৬ হেল্পলাইন ই-মেইল আইডিঃ contact@auctionbazaar.com / support@auctionbazaar.com, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিঃ মিসেস এম. কিরণমাই, মোবাইল নম্বরঃ ৭৯৯৭০৪৩৯৯৯, ইমেইল- kiran@auctionbazaar.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন। ৩. যেকোনো সম্পত্তি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা বা সম্পত্তির সময়সূচী পরিদর্শনের জন্য, আগ্রহী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেনঃ শ্রী শাকিল নিপানি। মোবাইল নম্বর +৯১ ৯১৬৭৪৯০৯৭৭, ই-মেইলঃ shakil.nipani@omkaraarc.com অথবা কর্মদিবসে অফিসের সময়ে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। ৪. অনুমোদিত কর্মকর্তার জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, উপরের সারণীতে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলি ছাড়া অন্য কোনো সম্পত্তির উপর কোনো পরিচিত দায়বদ্ধতা নেই। ৫. যে সকল বিডার বিড জমা দিয়েছেন, তাদের সকলকে ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলী পড়া এবং বোঝা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং তারা এর দ্বারা আবদ্ধ থাকবেন। এছাড়াও, এটিও গণ্য করা হবে যে বিডার(গণ) সম্পর্কিত পক্ষ লেনদেনের ক্ষেত্রে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর ধারা ২৯এ-এর চেতনার সাথে সঙ্গতি রেখে অংশগ্রহণ করেছেন। আগ্রহী বিডারদের বিডের সাথে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর ধারা ২৯এ অনুযাযী সম্মতি জানাতে হবে এবং ঘোষণা দিতে হবে, অন্যথায় ব্যর্থতার ক্ষেত্রে... প্রদত্ত সমপরিমাণ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কে দেখুন, যেমন- http://omkaraarc.comauction.php।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) এবং ৯(১) অনুযায়ী বিক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তি। এই বিজ্ঞপ্তিটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) এবং ৯(১) এবং সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী উপরোক্ত ঋণ অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক পনেরো (১৫) দিনের নোটিশ। এর মাধ্যমে তাঁদেরকে উপরোক্ত তারিখ ও সময়ে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় অনুষ্ঠানের বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে এবং তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী, পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করে সম্পত্তিটি খালাস করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, সম্পত্তিটি অনুমোদিত কর্মকর্তা / সুরক্ষিত পাওনাদারের বিবেচনার ভিত্তিতে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৫)-এ বর্ণিত যেকোনো পদ্ধতির মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৩।০১।২০২৬
স্বা /- অনুমোদিত কর্মকর্তা, ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
তারিখঃ২৩-০১-২০২৬। (ওমকারা পিএস২৬ / ২০২১-২২ ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে তার ক্ষমতাবলে কর্মরত)

সাম্মানিক ডি.লিট. পাচ্ছেন রোহিত

পুণে, ২২ জানুয়ারিঃ প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে সাম্মানিক ডক্টরেট (ডি.লিট) দিতে চলেছে পুণের অজিঙ্কা ডিওয়াই পাটিল ইউনিভার্সিটি। শনিবার দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই সম্মান দেওয়া হবে। যা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্যমতে, ক্রিকেটে রোহিতের 'অতুলনীয় অবদান' এবং 'নেতৃত্বের দৃষ্টান্তে'র স্বীকৃতি। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও চ্যান্সেলর ড. অজিঙ্কা ডিওয়াই

পাটিল। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''ক্রিকেটভক্তদের কাছে তিনি 'হিটম্যান'। কিন্তু এই সমাবর্তন রোহিত শর্মার কেরিয়ারের এক অন্যরকম মাইলফলক। খেলাধুলোর জগতে তাঁর অবদান ও বিশ্বমঞ্চে নেতৃত্বের জন্য এই ডি.লিট.।'' আসন্ন সমাবর্তনে রোহিত ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করা হবে। ৩৮ বছর বয়সি রোহিত শর্মা ইতিমধ্যে টেস্ট ও টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। তবে এখনও একদিনের ক্রিকেটে দেশের হয়ে মাঠে নামছেন। খেলছেন আইপিএলেও।

গম্ভীরের পোস্টে ঝড়ে পড়ল ক্ষোভ, ক্লান্তি, যন্ত্রণা!

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচ গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে দেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া বরাবর মেরুবর্তী। হয় নায়ক, নয় ভিলেন! কারও নজরে সুদক্ষ কোচ, কেউ কেউ টিম ইন্ডিয়ার পশ্চাদপসরণের খলনায়ক হিসেবে তাঁকে সামনে টেনে আনেন। ইতিবাচক যা কিছু, সবই ট্রফিজয়ের সাফল্য। নেতিবাচক অনুভূতি এপসেন্টার বলে যদি কিছু থাকে, মুখ্যত বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা-কেন্দ্রিক। দুই তারকার আকস্মিক অবসরের নেপথ্যে দায়ী গম্ভীর। তাঁর অঙ্গুলিহেলনেই 'রো-কো' লাল বলের ক্রিকেটকে অলবিদা জানান-পাথুরে প্রমাণ না থাকলেও এমনটাই সিংহভাগ জনতার বিশ্বাস! সদ্য নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ হাতছাড়া হয়েছে। শেষ ম্যাচে স্টেডিয়ামে 'গৌতম গম্ভীর হায় হায়!' স্লোগান পর্যন্ত কানে এসেছে। এমন আবহে রবিবার গভীর রাতে এক সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ পোস্ট করেন গৌতম গম্ভীর। কারও নাম নেই। অভিযোগের ফিরিস্তি নেই। তবু বক্তব্যে স্পষ্ট ঝরে পড়ল ক্ষোভ, ক্লান্তি এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের ছাপ। ''একদিন কোচের তথাকথিত 'অসীম ক্ষমতা' নিয়ে সত্য আর যুক্তি পরিষ্কার হবে। ততদিন নিজের লোকেদের বিরুদ্ধেই আমাকে দাঁড় করানো হচ্ছে দেখে আমি শুধু বিস্মিত!''-এই এক লাইনে অনেক কথা বলে দিয়েছেন তিনি। এই 'নিজের লোক' শব্দবন্ধটাই আসলে সবথেকে বেশি আলোচনা টেনেছে। ক্রিকেট মহলের একাংশের মতে, এর মধ্যে দিয়ে গম্ভীর বুঝিয়ে দিয়েছেন-যাঁদের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব দেখানো হচ্ছে, তাঁরা কেউই তাঁর 'শত্রু' নন। গত কয়েক মাসে একাধিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, গম্ভীর ও রোহিত শর্মার মধ্যে সম্পর্ক নাকি তলানিতে। এমনকি প্র্যাকটিস সেশনে এড়িয়েও চলেছেন দু'জন-এমন দাবিও

অপ্রতুল নয়। পাশাপাশি বিরাট কোহলির সঙ্গেও নাকি আগের মতো হাসি-ঠাট্টা নেই, কথাবার্তা সীমিত-দাবি সংবাদমাধ্যমের একাংশের। কিন্তু বাস্তব কি এতটা সরল? টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই বলছেন, পেশাদার ক্রিকেটে 'উষ্ণতা' কমা মানেই সম্পর্কে ভাঙন নয়। কোচ হিসেবে গম্ভীর বরাবরই কড়া। ফিটনেস, পারফরম্যান্স আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা-এই তিনের বাইরে খুব একটা কিছু ভাবেন না। আর সেখানেই তাঁর জনপ্রিয়তার সঙ্গে সংঘাত তৈরি হয়। একটা জায়গায় সমালোচকরা অবশ্যই যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন। গম্ভীরের কোচিংয়ে সাদা বলের সাফল্য থাকলেও, টেস্ট ক্রিকেটে ধাক্কা নেমেছে বারবার। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আড়ংধোলাই, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চুনকাম-সব মিলিয়ে লাল বলের ফরম্যাটে বারবার প্রশ্ন উঠছে। তবু এটা ভুললে চলবে না, এই সময়ের মধ্যেই ভারত জিতেছে এশিয়া কাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ ব্যর্থতার ছবি আঁকা চলে না। বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া প্রকাশ্যে জানিয়েছে, গম্ভীরের উপর আস্থা অটুট। আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপ গম্ভীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে-এ কথা ক্রিকেট মহলে প্রায় সর্বসম্মত। সেখানে সাফল্য এলে এই সমস্ত গুঞ্জন আপনা থেকেই চাপা পড়বে। ব্যর্থ হলে আরও জোরালো হবে প্রশ্ন। তবে এতকিছুর মধ্যে একটা বিষয় স্পষ্ট-আলোচ্য পোস্টে গম্ভীর বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি চুপ করে সব সহ্য করার মানুষ নন। নাম না করেও নিজের অবস্থান জানাতে জানেন। আর হয়তো এটাই তাঁর লড়াইয়ের ধরন-নীরব, কঠিন এবং মোটের উপর একা! রোহিত-বিরাট অধ্যায় শেষ হোক বা না হোক, গম্ভীরের বার্তা পরিষ্কার-চ্যালেঞ্জ তিনি নিজের মানুষদের বিরুদ্ধে লড়ছেন। আর সেই যন্ত্রণা, এক লাইনের পোস্টেই, এবার প্রকাশ্যে।

ভারতীয় ফুটবলে নক্ষত্রপতন!

প্রয়াত ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক ইলিয়াস পাশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জানুয়ারিঃ ভারতীয় ফুটবলের এক বর্ণময় অধ্যায়ের অবসান ঘটল। বৃহস্পতিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তনী তথা নব্বইয়ের দশকের প্রবাদপ্রতিম রাইট-ব্যাক ইলিয়াস পাশা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। ২২ জানুয়ারি সকালে বেঙ্গালুরুতে নিজ বাসভবনে জীবনাবসান হয় এই ফুটবল-সাধকের। বেঙ্গালুরুর আইটিআই থেকে উঠে আসা এই ফুটবলার ১৯৮৯ সালে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের হয়ে কলকাতা ময়দানে পা রাখেন। তবে তাঁর ফুটবল প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে লাল-হলুদ তাঁবুতে। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৮, দীর্ঘ আট বছর ১৭ নম্বর জার্সি গায়ে ইস্টবেঙ্গলের

রক্ষণের বিশ্বস্ত সেনানী ছিলেন তিনি। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বা তরুণ দে-দের মতো কিংবদন্তিদের ভিড়েও নিজের জায়গা করে নেওয়া ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ। কিন্তু অসামান্য ম্যাচ রিডিং এবং 'ওভারল্যাপিং'-এর দক্ষতায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন কোচেদের প্রথম পছন্দ। লাল-হলুদ জার্সিতে তাঁর করা দুটি গোলের মধ্যে একটি ছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কলকাতা ডার্বিতে, যা আজও সমর্থকদের স্মৃতিতে অমলিন। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে কলকাতা লিগ, আইএফএ শিল্ড, ডুরান্ড কাপ, ফেডারেশন কাপ এবং ডিসিএম ট্রফি-সহ ভারতের তাব। সব ট্রফি জয়ের কারিগর ছিলেন পাশা। বাংলার হয়ে সন্তোষ ট্রফি জয়ের গৌরবও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে। তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ তরুণ দে শোকাতুর কণ্ঠে বলেন, ''পাশা ছিল কপি-বুক ফুটবলের আদর্শ উদাহরণ। ও ঝুঁকিহীন এবং পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলত। মাঝেমধ্যেই আক্রমণভাগে উঠে এসে বিপক্ষকে ত্রস্ত করে দিত। আমরা শুধু একজন ফুটবলার নয়, এক অতি সজ্জন মানুষকে হারালাম।'' ফুটবলের প্রতি এতটাই নিষ্ঠা ছিল যে, কেরিয়ারের মধ্যগগনে থাকা অবস্থায় বহু সরকারি চাকরির প্রস্তাব অবলীলায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কেবল খেলার জন্য। তবে জীবনের শেষ পর্বে তাঁকে চরম আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সেই সময় প্রিয় ক্লাব ইস্টবেঙ্গল তাঁর চিকিৎসায় এবং আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে আসে। ময়দানের এই নিঃশব্দ নায়কের প্রয়াণে বাংলার ফুটবল মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে।

জানুয়ারির শেষেই শহরে পা রাখছেন ইজ্জেজারি?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জানুয়ারিঃ গত বৃহস্পতিবার নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে হিরোশি ইবুসুকিকে বিদায় জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এছাড়াও তার কয়েকদিন আগেই পারস্পরিক সম্মতিতে দল ছেড়েছিলেন আরেক তারকা ফরোয়ার্ড হামিদ আহদাদ। স্বাভাবিকভাবেই আসন্ন আইএসএলের আগে দল যে নতুন বিদেশি ফুটবলার সই করাবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এই পরিস্থিতিতে নতুন কাদের যুক্ত করা হবে দলের সঙ্গে সেই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই সরগরম রয়েছে ময়দান। সেখানে এবার ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে মরোক্কান বংশোদ্ভূত স্প্যানিশ তারকা ইউসেফ ইজ্জেজারির নাম। হিসাব অনুযায়ী এখন সিঙ্গাপুরের ফুটবল ক্লাব তানজং পাগার ইউনাইটেডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এই অভিজ্ঞ ফুটবলার। যেখানে প্রিমিয়ার লিগে একাধিক ম্যাচ খেলে পাঁচটি গোলের পাশাপাশি দুইটি অ্যাসিস্ট রয়েছে বছর বত্রিশের এই ফুটবলারের। হিসাব অনুযায়ী আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে

সিঙ্গাপুরের এই প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবের চুক্তি থাকলেও শোনা গিয়েছে যে সেখান থেকেই ভারতে আসতে চলেছেন ইজ্জেজারি। আরও জানা গিয়েছে যে ইতিমধ্যেই ভিসার জন্য আবেদন করে ফেলেছেন এই তারকা। সব ঠিকঠাক থাকলে খুব শীঘ্রই ভারতে এসে লাল-হলুদে যোগ দিতে পারেন তিনি। নয়া তথ্য অনুযায়ী এই চলতি সপ্তাহের মধ্যেই হয়তো কলকাতা ময়দানের এই প্রধানে সই করে ফেলবেন ইজ্জেজারি। বিভিন্ন মাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, পূর্বে বাংলাদেশের ফুটবল ক্লাব বসুন্ধরা কিংসের দায়িত্বে থাকাকালীন ও নাকি এই বিদেশির দিকে নজর ছিল অস্কার ব্রুজোর। তবে সেই সময় তা সম্ভব না হলেও এবার তাঁকে দলে টানার ক্ষেত্রে কার্যত অনেকটাই এগিয়ে মশাল ব্রিগেড। সব ঠিকঠাক থাকলে হয়তো চলতি জানুয়ারির শেষের দিকেই ভারতে চলে আসতে পারেন তিনি। সেক্ষেত্রে দলের সঙ্গে বেশ কিছুদিন অনুশীলন করার পর দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে নামতে পারেন ইজ্জেজারি। এখন তাঁর যোগদানের কথা ঘোষণা করার অপেক্ষায় সকলে। বলাবাহুল্য, এবারের এই সিজনের শুরু থেকেই সকলকে চিন্তায় রেখেছিল দলের আক্রমণভাগ। হামিদ আহদাদ সুযোগ মতো বেশকিছু গোল করতে পারলেও সম্পূর্ণ নিরাশ করেছেন জাপানি তারকা হিরোশি ইবুসুকি। সেক্ষেত্রে এমন গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে নয়া ফরোয়ার্ডের উপর যে যথেষ্ট চাপ থাকতে চলেছে সেটা বলাই চলে।

কঠিন সময়ে দারুণ জয়ে লক্ষ্যের পথে লিভারপুল

সংবাদ সংস্থা, মার্সেই, ২২ জানুয়ারিঃ ফ্রান্সের ক্লাবটির মাঠে বুধবার রাতে ৩-০ গোলে জিতেছে লিভারপুল। প্রথমার্ধে দমিনিক সোবোসলাইয়ের গোলে এগিয়ে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে আয়োজকরা আত্মঘাতীয় হওয়ার পর, শেষদিকে ব্যবধান বাড়ান কোডি হাকপো। প্রিমিয়ার লিগে টানা চার ম্যাচ ড্র করলেও, ইউরোপ সেরার মঞ্চে টানা দ্বিতীয় জয় পেল ইংলিশ চ্যাম্পিয়নরা। সাত ম্যাচে পাঁচ জয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে তারা। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে রিয়াল মাদ্রিদ। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বায়ার্ন মিউনিখ। আর শীর্ষে শতভাগ সফল আর্সেনালের পয়েন্ট ২১।

ধীর গতির ফুটবলে ১৯তম মিনিটে দারুণ একটি সুযোগ পেয়ে যায় লিভারপুল। ডি-বক্সে থেকে আলেক্সিস মাক আলিস্তেরের কোনাকুনি শটে যদিও বল পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। চার মিনিট পর ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে জালে বল পাঠান উগো একিটিকে। কিন্তু এই ফরাসি ফরোয়ার্ড অফসাইডে থাকায় গোল পায়নি লিভারপুল। একটু পর পাল্টা আক্রমণে লক্ষ্যে ম্যাচের প্রথম শটটি নেন মার্সেই ফরোয়ার্ড আমিনে ফেরিদ, সেটি ঝাঁপিয়ে আটকে দেন আলিসন। বিরতির এক মিনিট আগে সোবোসলাইয়ের বুদ্ধিদীপ্ত গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। প্রায় ২০ গজ দূর থেকে নিচু ফ্রি কিক নেন হাঙ্গেরির ফরোয়ার্ড, সামনে রক্ষণ প্রাচীরের সবাই লাফিয়ে উঠলে তাদের নিচে দিয়ে বল ঠিকানা খুঁজে পায়। ৫৯তম মিনিটে আবারও গোল পাওয়ার খুব কাছাকাছি যান একিটিকে কিন্তু এবার ভাগ্য তার সহায় হয়নি। তার জোরাল শট পোস্টে বাধা পায়। ওখান থেকে দ্রুত প্রতি-আক্রমণে উঠে বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শট নেন ত্রাওরে, ক্রসবারের ওপর দিয়ে বল উড়ে যায়। ৭২তম মিনিটে আত্মঘাতী গোল হজম করে আরও পিছিয়ে পড়ে মার্সেই। ডান দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে, বাইলাইনের কাছ থেকে গোলমুখে সতীর্থের উদ্দেশে পাস দেওয়ার চেষ্টা করেন ইয়েরেমি ফ্রিমপং কিন্তু বল গোলরক্ষকের পায়ে লেগে গোললাইন পেরিয়ে যায়। আফ্রিকান নেশন্স কাপ খেলে এই ম্যাচ দিয়েই দলে ফেরা মোহামেদ সালাহ ৮৩তম মিনিটে গোলরক্ষককে এক পেয়েছিলেন, কিন্তু শট লক্ষ্যেই রাখতে পারেননি তিনি। একিটিকের বদলি নামা হাকপো যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ব্যবধান বাড়িয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

রোনাল্ডোর আরেকটি রেকর্ড ও ৯৬০, জয় আল নাসরের

সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ২২ জানুয়ারিঃ হাজার গোলের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগে বুধবার দামাকের বিপক্ষে ২-১ ব্যধানের জয়ে আল নাসের দ্বিতীয় গোলটি করেন ৪০ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। প্রতিপক্ষের মাঠে পঞ্চম মিনিটে আব্দুররাহমান ঘারিবের গোলে এগিয়ে যায় আল নাসরে। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রোনাল্ডো। ৬৮তম মিনিটে একটি গোল শোধ করলেও নাটকীয় কিছু করতে পারেনি দামাক। আল নাসরের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৩১ ম্যাচে রোনাল্ডোর গোল হলো ১১৬টি। মরক্কোর আব্দেররাজাক

হামদাল্লাহকে (১১৫) ছাড়িয়ে সৌদি আরবের দলটির হয়ে এককভাবে সফলতম বিদেশি গোল স্কোরার এখন তিনি। দেশি-বিদেশি মিলিয়ে রোনাল্ডোর ওপরে আছেন কেবল দুজন। ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ২৭৯ ম্যাচে ১৩১ গোল করে তালিকার দুই নম্বরে মোহাম্মদ আল সাহলাউই। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত ২৬৬ ম্যাচে ২৫৯ গোল করে চূড়ায় মাজেদ আবদুল্লাহ। ১৬ ম্যাচে ১৬ গোল করে এবারের সৌদি প্রো লিগের সর্বোচ্চ স্কোরার রোনাল্ডো। ১৫ ম্যাচে ১৪ গোল নিয়ে দুইয়ে আছেন আল আহলির ইংলিশ স্ট্রাইকার ইভান টনি। লিগে টানা চার ম্যাচে জয়হীন থাকার হতাশা পেছনে ফেলে টানা দ্বিতীয় জয় পেল আল নাসরে। এবার সৌদি প্রো লিগের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে আসরের প্রথম ১০ ম্যাচের সবকটি জয়ের কীর্তি গড়ে আল নাসরে। এরপর হঠাৎই তারা পথ হারিয়ে ফেলে। একাদশ রাউন্ডে ড্রয়ের পর, টানা তিন ম্যাচে হেরে যান রোনাল্ডোরা। তাতে শীর্ষস্থানও হারাতে হয় তাদের। এখন ১৬ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে আল নাসরে। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে আল আহলি। ৪১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল হিলাল। একটি ম্যাচ কম খেলেছে তারা।

সহজ জয়ে শীর্ষ আট নিশ্চিত বায়ার্ন মিউনিখের

মিউনিখ, ২২ জানুয়ারিঃ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বুধবার রাতে প্রায় আধা ঘণ্টা একজন কম নিয়ে খেললেও জয় নিয়ে তেমন ভাবতে হয়নি বায়ার্নকে। ২-০ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। ৫২তম মিনিটে মাইকেল ওলিসের কর্নারে হেডে দলকে এগিয়ে নেন

কেইন। দুই মিনিট পর আবার আক্রমণে গিয়ে ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হন তিনি। নিজেই স্পট কিক নিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ইংলিশ স্ট্রাইকার। আসরে সাত ম্যাচে কেইনের গোল হলো সাতটি। ৬৩তম মিনিটে বাজে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বায়ার্নের দক্ষিণ কোরিয়ান ডিফেন্ডার কিম মিন-জে। সেই সুবিধা অবশ্য একদমই কাজে লাগাতে পারেনি আগের ছয় ম্যাচের দুটিতে জয়ী বেলজিয়ান ক্লাবটি। সাত ম্যাচের ছয়টিতে জিতে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ফিরল বায়ার্ন। তাদের চেয়ে ৩ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। ৬ পয়েন্ট নিয়ে ৩১ নম্বরে ইউনিয়ঁ।

৬ গোলের লড়াইয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আশা জিইয়ে রাখল বার্সেলোনা

শুরুতে গোল হজমের ধাক্কা সামলে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াল বার্সেলোনা। স্লাভিয়া প্রাহাকে হারিয়ে সরাসরি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় খেলার আশা জিইয়ে রাখল হান্সি ফ্লিকের দল।

সংবাদ সংস্থা, প্রাগ, ২২ জানুয়ারিঃ প্রতিপক্ষের মাঠে বুধবার রাতে ৪-২ গোলে জিতেছে লা লিগা চ্যাম্পিয়নরা। ভাসিল কুসেইয়ের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, জোড়া গোল করে বার্সেলোনাকে এগিয়ে নেন ফের্মিন লোপেজ। একটু পরই রবের্ত লেভানডফস্কির আত্মঘাতী গোলে স্কোর হয়ে যায় সমান। দ্বিতীয়ার্ধে দানি ওলমো দুর্দান্ত গোলে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান লেভানডফস্কি। স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়সহ সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১১ জয়ের পর, গত রবিবার লা লিগায় রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরে যায় বার্সেলোনা। সেই হতাশা পেছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা দ্বিতীয় জয় পেল তারা। সাত ম্যাচে চার জয় ও এক ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে আছে বার্সেলোনা। তাদের ওপরের তিন দল ও নিচের চার দলেরও সমান ১৩ পয়েন্ট করে। প্রথম পর্বে বাকি আর এক রাউন্ড। ৩৬ দলের আসরে শীর্ষ আট দল সরাসরি যাবে শেষ ষোলোয়। নবম থেকে ২৪তম স্থানে থাকা দলগুলো দুই লেগের প্লে-অফ খেলবে শেষ ষোলোর বাকি আট দলের সঙ্গে জায়গা করে নিতে। নিষেধাজ্ঞার কারণে এই ম্যাচে খেলতে পারেননি বার্সেলোনার তারকা ফরোয়ার্ড লামিনে ইয়ামাল। খেলার ধারার বিপরীতে দশম মিনিটে এগিয়ে যায়

স্লাভিয়া। কর্নারে সতীর্থের হেডে দূরের পোস্টে পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে পা ছুঁয়ে বল জালে পাঠান চেক ফরোয়ার্ড ভাসিল কুসেই। ত্রয়োদশ মিনিটে আক্রমণে যায় বার্সেলোনা। রাফিনিয়ার ক্রসে লেভানদোভস্কির হেড ঠেকান আয়োজক গোলরক্ষক। ২৯তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে এরিক গার্সিয়ার শটও আটকে দেন তিনি। ৩৪তম মিনিটে দলকে সমতায় ফেরান লোপেজ। ফ্রেংকি ডি ইয়ংয়ের পাস বক্সে পেয়ে স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের কোনাকুনি শট গোলরক্ষকের হাতে লেগে জালে জড়ায়। ৪২তম মিনিটে এগিয়েও যায় বার্সেলোনা। পেদ্রির পাসে বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের জোরাল শটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন লোপেজ। কিন্তু তাদের সেই স্বস্তি উবে যায় ৪৪তম মিনিটে। কর্নারে প্রতিপক্ষের হেডে বল লেভানডফস্কির কাঁধে লেগে জালে জড়ায়। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম মিনিটে পেদ্রির শট ঠেকান গোলরক্ষক। দুই মিনিট পর বক্সের বাইরে থেকে লোপেজের প্রচেষ্টা তিনি আটকে দেওয়ার পর জালে পাঠান ডি ইয়ং, তবে অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি। ৬১তম মিনিটে রুনি বার্দগি ও পেদ্রির জায়গায় মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ও ওলমোকে নামান বার্সেলোনা কোচ। এক মিনিট পর দুর্দান্ত গোলে দলকে এগিয়ে নেন ওলমো। হেডে বল ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে পারেনি আয়োজকরা। বক্সের বাইরে থেকে তার জোরাল শটে ওপরের কোণা দিয়ে জালে জড়ায় বল। ৭০তম মিনিটে স্কোরলাইন ৪-২ করেন লেভানডফস্কি। বক্সের ভেতর বাঁ দিক থেকে র‍্যাশফোর্ডের কাট-ব্যাক ছয় গজ বক্সে পোলিশ তারকার ঊরুতে লেগে আটকে যায়, এরপর গোলরক্ষকের সামনে থেকে টোকায় জালে পাঠান লেভানডফস্কি। শেষ দিকে রাফিনিয়া ও র‍্যাশফোর্ডের প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি স্লাভিয়ার গোলরক্ষক।

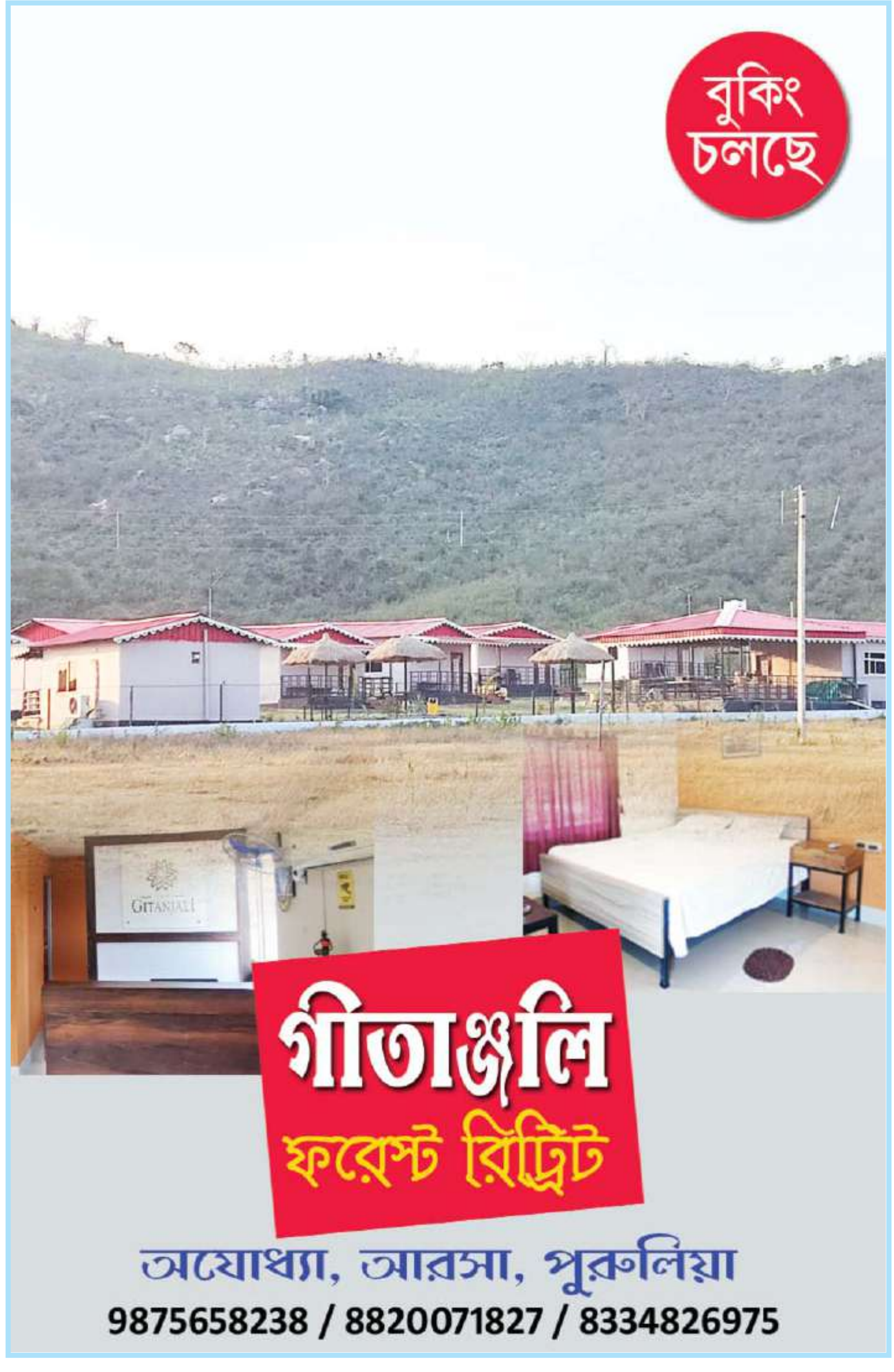

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com